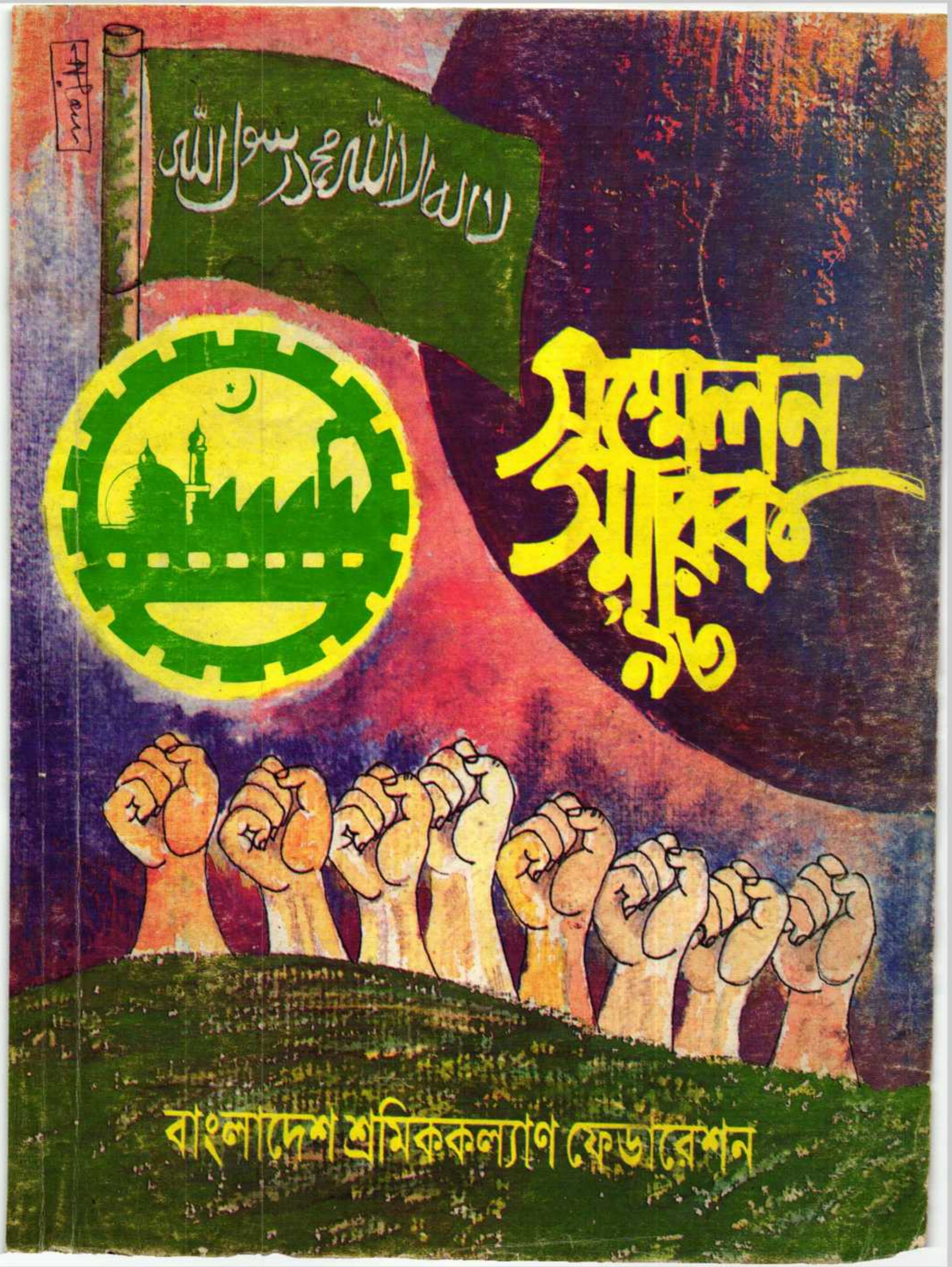
لا اله الا الله محمد رسول الله
সম্মেলন স্মারক '৯৩
বাংলাদেশ শ্রমিককল্যাণ ফেডারেশন

Wish to Success the Conference of
Bangladesh Sramik Kallayan Fedaration

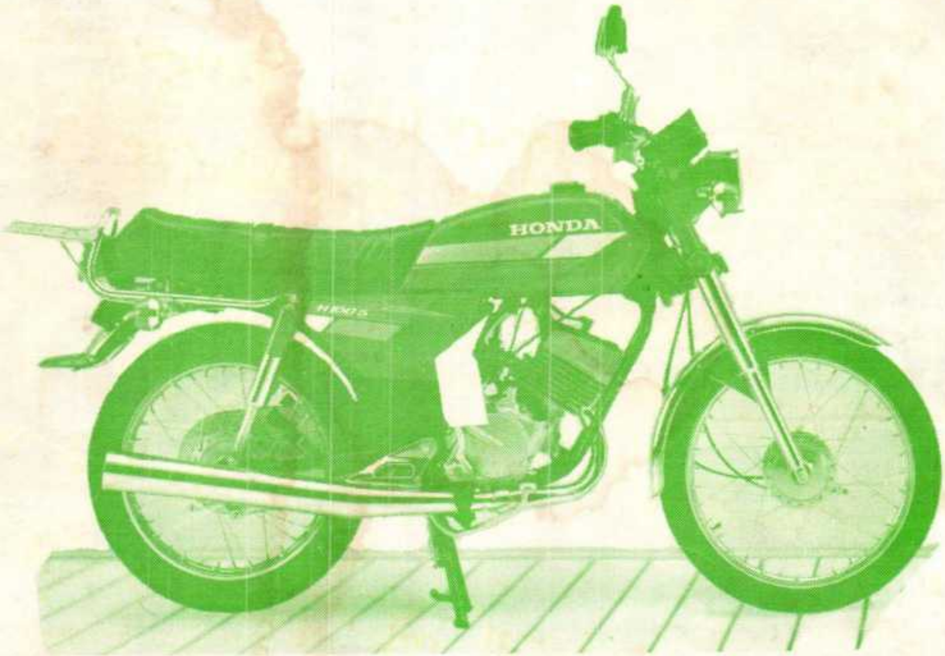

SONARGAON MOTORS

Authorised Dealer ATLAS BANGLADESH LTD

24/A, New Eskaton Road
Dhaka-1000
Bangladesh.

Office : 412243
: 416037
Res. : 310390

সম্মেলন স্মারক '৯৩

সম্পাদক ঃ
অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

সহকারী সম্পাদক ঃ
কবির আহম্মদ মজুমদার
আনিছুর রহমান চৌধুরী
এডভোকেট এস এম আব্দুল হাই
আবদুর রহমান

সহযোগীতায় ঃ
খায়েরুল ইসলাম
মোঃ আবদুস সালাম
মুস্তাফিজুর রহমান
আবুল হাসেম
খায়েরুল আমিন

প্রকাশনায় ঃ
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড বড় মগবাজার, ঢাকা - ১২১[illegible]

প্রকাশনা ঃ
১৯ শে নভেম্বর, ১৯৯৩, শুক্রবার
৫ই অগ্রাহায়ন ১৪০০ বাঙলা
৩০ শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪১৪ হিজরী

মুদ্রণে ঃ
সালমান প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
১৬৪ নং আরামবাগ
ঢাকা- ১০০০
ফোন ঃ ৪১৪১৮৩

এডভোকেট এস. এম আবদুল হাই

এডভোকেট আবদুল হাই —
৪৩৫ এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগ বাজার
ঢাকা —
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ
ফেডারেশন

বাংলা শ্রমিক কল্যাণ
ফেডারেশন —

এডভোকেট আবদুল হাই —
বাংলাদেশ শ্রমিক
কল্যাণ ফেডারেশন.

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়
কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি

কোরআনের বাণী

হাদীসে রাসুল (সঃ)

শুভেচ্ছা বাণী

উদ্বোধনী বক্তব্য

শ্রমিক আন্দোলন ঃ মওলানা মওদূদী

মুসলিম উম্মাহর সংকট ও আমাদের করনীয়
আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ

ইসলামী আন্দোলনে শ্রমজীবি মানুষের ভূমিকা
ডঃ আতাউর রহমান

ইসলামী রাষ্ট্রে মজুরের অধিকার
- এ, জেড, এম, শামসুল আলম

শিল্প বিরোধ উত্থাপন ও নিষ্পত্তি
- এ, কে, এম মজিবুল হক

পাট শিল্প ও বাংলাদেশ
- আ, ই, ম, নেছার উদ্দিন

কৃষিউন্নয়নে বি, এ, ডি, সির অবদান
- মোঃ আমিরুল ইসলাম তরফদার।

ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দ্বি- বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯১-'৯২

সাংগঠনিক তৎপরতা

এ্যালবাম থেকে শ্রমিক কল্যাণ

সম্পাদকীয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্‌হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামিন।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '৯৩ উপলক্ষে একটি "স্মরণিকা" প্রকাশের তওফিক লাভ করায় আল্লার শুকরিয়া আদায় করছি।

মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্বের বেড়াজাল ছিন্ন করে মুক্তিকামী শ্রমিক-জনতা আজ নতুন সোবহে সাদিকের আশায় উন্মুখ। পুঁজিবাদ আর সমাজতন্ত্রের প্রবক্তারা আজ ইতিহাসের ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত। পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশ তথা গোটা দুনিয়া জুড়ে মুক্তিকামী জনতার জনাকীর্ণ মিছিল। সে মিছিলে শ্রমিক-মজুরের আকাশ বিদারী শ্লোগান-শোষণমুক্ত সমাজ চাই। যেখানে থাকবে না মালিক-শ্রমিক, ধনী-গরীবের ভেদাভেদ, ক্ষুধিতের কান্না, বস্ত্রহীনের মর্মব্যথা ও নিরাশ্রয় মানুষের আকুতি।

বিশ্বস্রষ্টা, আসমান-জমিনের মালিক, সর্বশক্তিমান মহান আল্লার বিধানের ভিত্তিতে আমাদের নবী মুহম্মদ (সঃ) এক অনুপম সমাজ বিপ্লব সাধন করেছিলেন। শ্রমজীবী মানুষের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও অধিকারের জন্য আজ সমাজ জীবনে সে আদর্শের বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

বাংলাদেশের মিল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের চরম নৈরাজ্যের অবসান ও শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে আনতে ইসলামী শ্রমনীতির সংগ্রামে "বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন" - তওহীদের পতাকাবাহী একমাত্র বলিষ্ঠ আন্দোলন। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে এক নতুন ধারা।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '৯৩ অসহায় শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির সংগ্রামে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে ইনশায়াল্লাহ। " সম্মেলন স্মরণিকা' - তার স্মৃতিময় প্রেরণা। কয়েকজন খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বের মূল্যবান প্রবন্ধ এবং শুভেচ্ছাবাণী এ স্মরণিকাকে করেছে সমৃদ্ধ। সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতা, শুভাকাঙ্খী ও সংশ্লিষ্ট সকল সহযোগীদের জন্য আন্তরিক মোবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণ ত্রুটি ও স্মারক অবয়বের বিচ্যুতি হলে সবার কাছে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি কাম্য। শত দুর্বলতার মধ্যেও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সম্মেলন স্মারক '৯৩ মুক্তি পাগল মেহনতি মানুষের আশার সঞ্চার ও নতুন প্রেরণা সঞ্চারে সক্ষম হবে ইনশায়াল্লাহ।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি
১৯৯১-৯২ সাল

১। সভাপতি - জনাব এডভোকেট শেখ আনছার আলী এমপি
২। সহ-সভাপতি- জনাব এম, এ তাহের
৩। সহ-সভাপতি - জনাব মাওলানা এবিএম হাবীবুর রহমান
৪। সহ-সভাপতি - জনাব আবুল কালাম আজাদ.
৫। সহ-সভাপতি- জনাব মুহাম্মদ আরকান আলী
৬। সহ-সভাপতি- জনাব কবির আহমদ মজুমদার
৭। সাধারণ সম্পাদক - জনাব অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান
৮। সহ-সাধারণ সম্পাদক - জনাব আবদুল গনি
৯। সহ- সাধারণ সম্পাদক- জনাব আবু মুহাম্মদ সেলিম
১০। সহ-সাধারণ সম্পাদক- জনাব মিয়া মুহাঃ গোলাম পরওয়ার
১১। সহ-সাধারণ সম্পাদক- জনাব মোহাম্মদ উল্যাহ
১২। সাংগঠনিক সম্পাদক - জনাব ইকবাল হোসেন খান পাঠান
১৩। অফিস সম্পাদক - জনাব মোস্তাফিজুর রহমান
১৪। প্রচার সম্পাদক - জনাব মোঃ আজহার আলী
১৫। শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক - জনাব মুহাঃ আবদুস সালাম
১৬। সাহায্য ও পুনর্বাসন সম্পাদক- জনাব সফিকুল আলম
১৭। আইন ও আদালত সম্পাদক - জনাব আবু তাহের খান
১৮। কোষাধ্যক্ষ - জনাব খায়রুল ইসলাম

সদস্যবৃন্দ

১৯। জনাব নুরুজ্জামান, ঢাকা
২০। এডভোকেট এস, এম, আবদুল হাই, ঢাকা
২১। জনাব নুরুজ্জামান আজাদ, ঢাকা
২২। জনাব মুহাঃ সফি উল্যাহ, ঢাকা
২৩। জনাব মির্জা মিজানুর রহমান, ঢাকা
২৪। জনাব শেখ মহসিন আলী, চট্টগ্রাম
২৫। জনাব আবু মুহাঃ সেলিম, চট্টগ্রাম
২৬। জনাব স্যাইদুর রহমান, চট্টগ্রাম
২৭। জনাব আবু জাফর ভূঞা, খুলনা
২৮। জনাব সাইয়েদ আবদুর রাজ্জাক, খুলনা
২৯। জনাব মোসলেম আলী তালুকদার, খুলনা
৩০। জনাব হাবীবুর রহমান, রাজশাহী
৩১। জনাব গোলাম কবীর- রাজশাহী

কুরআনের বাণী

অবশ্যই ফিরাউন পৃথিবীতে সীমা লংঘন ও বিদ্রোহ করেছে এবং উহার অধিবাসী জনসাধারণকে দলে-উপদলে বিভক্ত করেছে, তন্মধ্যে এক দলকে সে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছিল তাদের পুত্র সন্তানদেরকে সে হত্যা করত এবং কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত থাকতে দিত, আসলে সে ছিল অত্যন্ত বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকদের অন্তর্ভুক্ত। আর আমরা চেয়েছিলাম দুর্বল করে রাখা লোকদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদান করতে, তাদের নেতা বানাতে ও উত্তরাধিকারী বানাতে। পৃথিবীতে তাদেরকে ক্ষমতাসীন বানাতে এবং তাদের দ্বারা ফিরাউন, হামান ও তাদের সৈন্য-সামন্তকে যেসব কিছু দেখাতে চেয়েছিলাম যা তারা ভয় করত। (ক্বাসাস-৪-৬ আয়াত)

শিক্ষণীয় বিষয়ঃ

১। আল্লার নাফরমান লোকেরা যখন ক্ষমতাসীন হয় তখন তারা দেশের মধ্যে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে, আল্লার বিধান লংঘন করে।

২। শাসকদের মতের বিরুদ্ধে যারা আল্লার পথে চলতে চায় তাদেরকে লাঞ্ছিত, অপমানিত করে এবং তাদের শক্তি কমাবার জন্য হত্যার মত ঘৃণিত পন্থা অবলম্বন করতেও দ্বিধাবোধ করে না।

৩। খোদাদ্রোহী শক্তিকে আল্লাহ কোন বড় শক্তি দ্বারা খতম করেননি বরং দুনিয়ার সবচেয়ে দুর্বল শক্তি দ্বারাই নিশ্চিহ্ন করেছেন।

৪। খোদাদ্রোহী শক্তির মোকাবেলায় আল্লাহ দুর্বল লোকদেরকে সাহায্য করার, তাদের মধ্য থেকে নেতা বানাবার ও পৃথিবীতে ক্ষমতা দেয়ার ওয়াদা করেছেন।

৫। আল্লার সৈনিক হিসেবে আল্লার পথে সংগ্রাম করার জন্য ও দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য পৃথিবীতে দুর্বল করে রাখা লোকদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তাই এ যুগে যারা ইসলামী আন্দোলন করতে চায়, তাদেরকে গরীব, অসহায় মেহনতি মানুষের মধ্য থেকে শক্তি সংগ্রহ করার চেষ্টা করতে হবে এবং এরা হবে আন্দোলনের মূল শক্তি। আল্লাহ এ দেশের প্রতিটি মানুষকে ইসলামী আন্দোলনের সৈনিক হিসেবে গড়ে উঠার তওফিক দিন।

হাদীসে রাসুল (সঃ)

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, অবশ্যই আল্লাহ মুসলমান ধনী লোকদের সম্পদ হতে এমন পরিমাণ দান করা ফরয করেছেন, যা দরিদ্রের অভাব পূরণে যথেষ্ট হতে পারে। দরিদ্র লোকেরা ক্ষুধার্ত কিংবা বস্ত্রহীন থেকে যে কষ্ট পায় তা ধনী লোকদের কৃত্রিম আচরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। সকলে সতর্ক হও, নিশ্চয়ই আল্লাহ এসব লোকদের কঠিন ভাবে হিসাব গ্রহণ করবেন এবং পীড়াদায়ক শাস্তি দিবেন। গরীব লোকদের ক্ষুধার্ত ও বস্ত্রহীন অবস্থায় কষ্ট পাওয়ার কারণ হচ্ছে ধনী লোকদের দায়িত্বহীনতা। আল্লাহ ধনী লোকদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন তা দ্বারা যদি গরীবদেরকে সাহায্য করা হতো তাহলে গরীব লোকেরা কষ্ট পেতো না। তাদের এহেন আচরণের জন্য আল্লার নিকট কঠিন শাস্তি রয়েছে (তিরমিজি)।

হযরত আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, অধীনস্থ চাকর-বাকর ও দাস-দাসীদের প্রতি ক্ষমতার বলে খারাপ আচরণকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লার রাসুল, আপনি কি এ কথা আমাদেরকে বলেননি, অন্যান্য জাতির তুলনায় এ জাতির মধ্যে গোলাম ও ইয়াতীমের সংখ্যা বেশী হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতএব তোমরা তাদেরকে তোমাদের সন্তানের ন্যায় আদর করবে এবং তোমরা যা খাবে তাদেরকেও তাই খাওয়াবে (ইবনে মাজা)।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

শুভেচ্ছা বাণী

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '৯৩ উপলক্ষে একটি স্মারক প্রকাশিত হচ্ছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি এবং আল্লাহর শোকর আদায় করছি। তাদের এই উদ্যোগকে আল্লাহ কবুল করুন।

শ্রমজীবী মানুষ হচ্ছে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ জনশক্তি। এদের কঠোর পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে সমাজ, সভ্যতা ও উন্নয়নের অবকাঠামো, অথচ সর্বত্র তাদেরকে মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করতে হচ্ছে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার নিশ্চয়তা তাদের নেই। যারা অসংগঠিত তারাতো অর্থনৈতিক দিক দিয়ে জর্জরিত ও দিশেহারা। আধুনিক যুগের চরম উন্নতির সুফল থেকেও তারা বঞ্চিত। এজন্য আধুনিক সভ্যতা, পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের ভ্রান্ত দর্শনই দায়ী।

মানব রচিত বিধান মানুষের কল্যাণ ও মুক্তি দিতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। একমাত্র ইসলামই মানবজাতিকে সঠিক নির্দেশনা দিতে পারে এবং সকল প্রকার জুলুম, শোষণ, নিপীড়ণ থেকে মানবতাকে মুক্তি দিতে পারে; পারে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে এবং মানুষের গোলামী থেকে মানবতাকে মুক্তি দিতে। ইসলামী সমাজই পারে সামাজিক সাম্য ও অর্থনৈতিক মুক্তি আনতে। তাই আজকে সময়ের দাবি হচ্ছে মহান রাব্বুল আলামীনের পাঠানো এবং রাসূল (সাঃ) কর্তৃক বাস্তবায়িত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ভিত্তিতে একটি শোষণমুক্ত ও ইনসাফপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা। একমাত্র এ পথেই শোষিত, বঞ্চিত শ্রমজীবী তথা গোটা মানবতার মুক্তি আসবে।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ইসলামী আদর্শে শ্রমজীবি মানুষকে গড়ে তুলে শোষণমুক্ত এবং ইনসাফপূর্ণ একটি ইসলামী সমাজ কায়েমের উদ্দেশ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আশা করি তাদের এই মহান সংগ্রামে সম্মেলন '৯৩ একটি মাইল ফলক হিসাবে কাজ করবে। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের এই দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের সার্বিক সফলতা ও স্বরণিকা প্রকাশের আন্তরিক প্রচেষ্টা কবুলের জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে দোয়া করছি।

অধ্যাপক গোলাম আযম
আমীর, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

بسم الله الرحمن الرحيم

মন্ত্রী
শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

বাণী
=====

তারিখ.....১৫-১১-১৯৯৩ ইং।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন-এর কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন'৯৩ উপলক্ষে একটি স্মরনিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি। বর্তমান সময়ে তাঁদের এ সম্মেলন দেশে সুস্থ্য শিল্প সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও শ্রমনীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশাবাদী। স্মরনিকার রচনা সমুহ দেশের শ্রমজীবি মানুষকে উদ্বোদ্ধ করতে পারে এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারে।

শিল্প কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বিশ্ব বাজারে রপ্তানী বৃদ্ধি করার পথ সুগম করে নিজেদের ও দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে আমি সংশ্লিষ্টদের আহবান রাখছি।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সুষ্ঠু ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মেহনতি মানুষের সমস্যা সমাধানে অগ্রনী ভূমিকা পালন করবে এই কামনা করছি।

আমি এই উদ্যোগের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

(আবদুল মান্নান ভূঁইয়া)
মন্ত্রী

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE
ILO AREA OFFICE
DHAKA, BANGLADESH
House No. 79, Road No 12A
Dhanmondi Residential Area, Dhaka.
Postal Address G.P.O. Box No 2061
Dhaka, Bangladesh
Cable: INTERLAB, DHAKA

আন্তর্জাতিক শ্রম অফিস
আঞ্চলিক অফিসঃ ঢাকা, বাংলাদেশ
Tel: 312836 (Director)
312876 329284 (Programme)
312907 814705 (Administration)
Fax: 880-2-814211

Ref: 309-RL/W/ 3155

November 14, 1993

Professor Harunur Rashid Khan
General Secretary
Bangladesh Sramik Kallyan Federation
435 Elephant Road
Dhaka

Dear Prof. Khan

Biennial Conference

Thank you very much for your letter of 6 November 1993 on the above subject.

I regret very much to inform you that due to previous engagements I am unable to participate in your Conference.

Please find attached a brief note on ILO

I wish your Conference all success.

Thanks and kind regards.

Yours sincerely

Werner K. Blenk
Director

cc: Bureau of Workers' Activities
ILO Geneva (Pouch)

BM/WKB/an

কেন্দ্রীয় দ্বি- বার্ষিক সম্মেলন '৯৩

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

উদ্বোধনী ভাষণ

এডভোকেট শেখ আনছার আলী এম পি
কেন্দ্রীয় সভাপতি

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম"

সম্মনিত প্রধান অতিথি, সম্মানিত বিশেষ অতিথিবৃন্দ আগত অতিথিবৃন্দ, সুধীমন্ডী, এবং সংগ্রামী শ্রমিক কর্মচারী ভাইয়েরা-

আস্সালাম আলাইকুম ওয়ালাহ্মাতুল্লাহ। আজকের এই ঐতিহাসিক সম্মেলনের শুরুতে আমি ঐ মহান রাব্বুল আলামিনের লাখ- কোটি শুকরিয়া আদায় করছি যে- মহান রাব্বুল ইজ্জত অনেক প্রতিকুলতার মধ্যেও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দ্বি- বার্ষিক এই সম্মেলন আয়োজন করার তওফিক দিয়েছেন। অসংখ্য দরুদ ও সালাম পাঠাচ্ছি মানবতার মহান শিক্ষক শ্রমিক- মেহনতি মানুষের বন্ধু এবং রাহ্মাতুল্লিল আলামিন মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহর)সঃ) প্রতি। দোয়া করছি ঐ সমস্ত বীর মুজাহিদদের জন্যে যারা যুগে যুগে দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করার জন্যে জীবনকে আল্লার পথে কুরবানী করে দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করার পথ রচনা করেছেন। আজকের এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে কষ্ট স্বীকার করে যারা উপস্থিত হয়েছেন এবং সম্মেলনকে সফল করার জন্যে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন আমি তাদের সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবং তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারে প্রাণ খুলে দোয়া করছি।

সংগ্রামী বন্ধুগণ,

আপনাদের স্মরণ আছে ১৯৯১ এর দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য শ্রমিক মেহনতি মানুষকে সজাগ থাকতে বলেছিলাম কিন্তু আজ সরকার সন্ত্রাসের লালন করে প্রশ্রয় দিয়ে, সন্ত্রাস সৃষ্টি করে গণতন্ত্রকে সন্ত্রাস তন্ত্রে পরিণত করেছে। তাই দেশ আজ এক সংকটময় অবস্থায় মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। শ্রমিক, ছাত্র-জনতার সুদীর্ঘ নয় বছরের আন্দোলনের ফলে অগণতান্ত্রিক সরকারের পতন হলেও শ্রমিক- মেহনতি মানুষের মুক্তি আসেনি। গণতন্ত্রের লেবাস পরে বর্তমান সরকারও অতীতের সরকারগুলো মত শ্রমিক-কর্মচারী মেহনতি মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। আজ জাতীয় রাজনীতি ও শিক্ষাঙ্গন গুলোতে চলছে চরম সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী,সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সাথে বর্তমান সরকার আঁতাত করে ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করার চরম পায়তারা চালাচ্ছে।নিজেরা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সন্ত্রাসের দায় দায়িত্ব ইসলামী আন্দোলনের উপর চাপানোর ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চালানো হচ্ছে। সরকার দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন" এই ভূমিকার পরিবর্তে "দুষ্টের লালন ও শিষ্টের দমনের" ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের সমর্থন নিয়ে যে সরকার ক্ষমতায় আসীন হলো দুঃখজনক হলেও সত্য, সরকার সেই ইসলামী আন্দোলনকে উৎখাত করার জন্যে সন্ত্রাসীদের লেলিয়ে দিলো।

আজ শ্রমিক অঙ্গনে বিরাজ করছে চরম নৈরাজ্যজনক অবস্থা। সমাজে শ্রমিকদের কোন মর্যাদা নেই। বেছে থাকামত বেতন মজুরী, ভাতা, বস্ত্র বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার মত দৈহিক চাহিদা পুরনে কোন ব্যবস্থা নেই।চাকরির নেই কোন নিরাপত্তা। মিল কলকারখানাগুলো আজ শ্রমিক নির্যাতন শ্রমিক ছাঁটাই ও হয়রানি নিত্যদিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাথাভারী প্রশাসন, দূর্নীতি, অদক্ষতা ও অব্যবস্থার ফলে মিল কারখানাগুলোএকটির পর একটি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচার বেকারত্ব বরণ করে নিতে বাধ্য হচ্ছে এবং পরিবার পরিজন নিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াচ্ছে। ব্যাপক ভাবে ভারতীয় পণ্য আমদানীকরে আমাদের জাতীয় শিল্পকে ধবংস করা হচ্ছে। মাথাভারী প্রশাসন ও দূর্নীতির কারণে বস্ত্রকল সংস্থা, পাট কলসংস্থা, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বিসি আই সি, রেল ও চিনি শিল্পের মত লাভজনক প্রতিষ্ঠান গুলোকে কোটি কোটিটাকা লোকসান দিতে হচ্ছে।

আজ সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাব শ্রমিক ঐক্যের পরিবর্তে শ্রমিকদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি হচ্ছে। শ্রমিক নেতারা শ্রমিক স্বার্থের পরিবতে নিজের স্বার্থে কাজকরে আংগুলফুলে কলা গাছ হচ্ছে। আজ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্কেরপরিবর্তে তা হয়েছে শ্রমিক নেতাদের মাথা বেচাকেনার রাজনীতিতে।সুষ্ঠু ট্রেড ইউনিয়নের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিচ্ছে। অপসংস্কৃতি, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা আজ জাতিকে নৈতিককতার পরিবর্তে অন্যায়, যুলুম ও অনৈতিকতা উপহার দিচ্ছে। তাই আমাদেরকে ভাবতে হবে এসবের মূল কারণ কি এবং কি এর সমাধান।

সংগ্রামী ভাইয়েরা,

সারা দুনিয়ায় মানব রচিত মতবাদ, সমাজতন্ত্রের আত্মহত্যা, পুঁজিবাদের ব্যর্থতা আজ বিশ্ব বিবেককে নাড়া দিয়েছে নতুন আদর্শের দিকে। গোটা দুনিয়ায় নির্যাতি-তমেহনতি মানুষ আজ নুতন আদর্শের জন্যে ব্যাকুল। আমরা বিশ্বাস করি এই সকল জাতীয়ও আন্তর্জাতিক সমস্যার সুষ্ঠুসমাধান একমাত্র ইসলামেই আছে। আল কুরআন এবং রাসুলের আদর্শের মাধ্যমেই সমাধান কেবল সম্ভব।

আজকে মানব রচিত বস্তাপচা মতবাদগুলো ব্যর্থ হওয়ার পর ইসলামই একমাত্র মতবাদ যা গোটা দুনিয়ার মানবতাকে দিতে পারে শান্তি ও মুক্তির নিশ্চিত গ্যারান্টি।

আজ থেকে ১৫ শত বছর আগে যে পবিত্র কুরআন এবং রাসুলের নেতৃত্ব অন্যায় জুলুম ও শোষেনের পরিবর্তে দিয়েছিল সমাজে অনাবিল শান্তি ও সুখ, সেই কুরআন আজ ও আমাদের হাতে মওজুত আছে।

তাই আজ এই ঐতিহাসিক সম্মেলন থেকে আমাদেরকে বজ্র কঠোর শপথ নিতে হবে। বাংলাদেশ তথা সারা দুনিয়ার নির্যাতিত মানবতার মুক্তির জন্যে আমাদেরকে ব্যাপক কাজ করতে হবে। গড়ে তুলতে হবে মজবুত সংগঠন। সৎ যোগ্য ও চরিত্রবান নেতৃত্ব আর এজন্য আমাদের কে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং এর মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে এক সুখী সমৃদ্ধশালী সমাজ।

আজকের এই সম্মেলন সেই কাংখিত বিপ্লবের জন্যে একটি মাইল ফলক হিসাবে কাজ করবে এই আশা রাখছি। আজকেরএই সম্মেলনে কষ্ট স্বীকার করে আসার জন্যে আমন্ত্রিত মেহমান,সুধী মন্ডলী ও উপস্থিত শ্রমিক-কর্মচারী ভাইদেরকে সংগ্রামী সালাম জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আল্লাহ্ হাফেজ।

শ্রমিক আন্দোলন ঃ

মাওলানা মওদূদী

বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম ইসলামী চিন্তা নায়ক ও ইসলামী আন্দোলনের অগ্রপথিক সাইয়েদ আবুল আ''লা মওদুদীর (রহঃ) শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে কিছু বাণী ঃ

সদস্যদের কাছে আমাদের দাবী এই যে, তাঁরা যে অবস্থায় এবং যে কাজেই থাকুক না কেন, আপাদমস্তক ইসলামের প্রতীক হবেন এবং তার শিক্ষার পূর্ন অনুসরণ করবেন। তারা ঘরে থাকুন, হাটে-বাজারে থাকুন অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রত্যেক স্থানে যেন এ অনুভূতি থাকে যে, তারা মুসলমান এবং প্রত্যেকটি কাজ ও জবাবদিহি খোদার কাছে করতে হবে।

যদি আপনাদেরকে সামনে অগ্রসর হয়ে জনগণের মধ্যে কাজ করতে হয় এবং আন্দোলনকে গ্রামে-গঞ্জে, কৃষক-শ্রমিক এবং সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হয় তাহলে জনগণের নিকটতর হবার চেষ্টা করুন। কাজ করার জন্য তাদের মধ্য থেকেই কর্মী তৈরি করুন। আপন আপন বস্তি ও পল্লীর জনগণের সাথে সম্পর্ক বাড়ান, তাদের দৈনন্দিন জীবনের ও কাজ-কর্মের দরদ দিয়ে খোঁজখবর রাখুন, তাদের সাথে আচরণ করুন ভালোবাসা ও সহানুভূতির সাথে এবং দেখুন সমান চোখে। তাদের বিপদ-আপদে পাশে গিয়ে দাঁড়ান এবং তাদের খাঁটি বন্ধু ও শুভাকাঙ্খী হয়ে যান।" (জামায়াতের ইতিহাস)

আমাদের সামনে যে জিনিসটি রয়েছে, তা হচ্ছে শ্রমিক ও কৃষকদের আন্দোলন যেনো সমাজতন্ত্রীদের প্রভাবাধীন না থাকে। বরঞ্চ তা যেনো আমাদের প্রভাবাধীন হয়ে যায় যাতে আমরা শ্রেণী সংগ্রামের পরিবর্তে শ্রেণী সমঝোতা এবং মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে ইসলামী আদল ও ন্যায় বিচারের মূলনীতির ভিত্তিতে শ্রমজীবীদেরকে তাদের বৈধ অধিকার আদায় করে দিতে পারি (রাসায়েল ও মাসায়েল-১ম খন্ড।

যারা শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করবে, তাদেরকে সমাজতন্ত্রের হলাহল থেকে রক্ষা করার জন্য শুধু প্রচার প্রচারণাতেই সন্তুষ্ট থাকবে না। বরং কার্যতঃ তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টাও করবে। তাদের এমন শ্রমিক সংগঠন কায়েম করাও উচিত যাদের উদ্দেশ্য হবে সুবিচার কায়েম করা-উৎপাদনের উপায়-উপকরণ জাতীয় মালিকানা ভুক্ত করা নয়। শ্রেণী সংগ্রামের পরিবর্তে তাদের কাজ হবে বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করা। ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া কলাপের পরিবর্তে তাদের কর্মপন্থা হবে নৈতিকতার ভিত্তিতে এবং আইন সম্মত। তাদের লক্ষ্য শুধু আপন অধিকার আদায় নয় দায়িত্ব পালনও যেসব শ্রমিক অথবা কর্মী তাদের মধ্যে শামিল হবে, তাদের উপর এ শর্ত আরোপিত হওয়া উচিত যে, তারা ঈমানদারী সহকারে নিজের অংশের করণীয় কাজ অবশ্যই করবে। তারপর তাদের কর্মের পরিধি শুধু আপন শ্রেণীর স্বার্থেই সীমিত থাকা উচিত হবে না, বরং যে শ্রেণীর সাথেই এ সংগঠন সংশ্লিষ্ট থাকবে তার নৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্যেও চেষ্টা করতে হবে। (মুসলমানদের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্মসূচী)।

মুসলিম উম্মার সংকট ও আমাদের করণীয়

আলী আহসান মুহাঃ মুজাহীদ

আল্লাহতায়ালা কুরআন মজিদে মুসলিম.উম্মা বা ইসলামী উম্মার যে পরিচয় দিয়েছেন সে পরিচয়ের মূল কথাটি হলো, মুসলমানরাই হবে মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম গোষ্ঠী অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহ হচ্ছে মানব জাতির নেতা। তবে এ ব্যাপারে শর্ত আছে। উত্তরাধিকার সূত্রে বা গতানুগতিকভাবে মুসলিম পরিচয়ে যে জনগোষ্ঠী গড়ে উঠে এ রকম একটা জনগোষ্ঠীর কাছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বা উপর থেকে বিনা শ্রমে কোন শর্ত ছাড়াই নেতৃত্ব মুসলমানদের হাতে আসবেই অথবা মুসলমানগণ নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবেন—ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়।

মুসলমানগণ যদি নেতৃত্বের আসনে আসীন হতে চান তা হলে তাদেরকে মানবতার বিকাশের ক্ষেত্রে পূর্ণতা অর্জন করতে হবে। এ সবই হলো মানবীয় যে গুণাবলী বা যোগ্যতাবলী অর্থাৎ যে সৃজনশীল প্রতিভা যা আমাদের ভিতর লুকিয়ে আছে তাকে বিকশিত করতে হবে। আজকে যে আমরা নেতৃত্ব হারা হয়েছি এর মূল কারণ উল্লেখিত শর্ত পূরণে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। আজকে আমাদের ব্যর্থতার কারণে অপর কোন জনগোষ্ঠীকে দায়ী করা যেতে পার এবং তার দ্বারা আত্মতৃপ্তিও লাভ করা যেতে পারে কিন্তু অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে না।

হারানো অতীত ফিরে পেতে হলে বা লক্ষ্য অর্জনে সাফল্যতা চাইলে বস্তুনিষ্ঠভাবে আত্মপর্যালোচনা বা আত্মবিশ্লেষণের প্রয়োজন। সে দৃষ্টিতেই আমার উপলব্ধি অনুযায়ী আমাদের পশ্চাদপদতার পিছনে যে কারণগুলো রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করতে হবে। আর চিহ্নিত করতে পারলে প্রতিকারের পথও বেরিয়ে আসবে। এ প্রসঙ্গে আমি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে চাই যে, কারণগুলো চিহ্নিত করে তার প্রতিকার যদি আমরা করতে না পারি তা হলে শুধু চিৎকার করতে পারবো, আবেগ তাড়িত বিপদগামী হতে পারবো কাজের কাজ কিছুই হবে না। হয়তো দেয়ালের সাথে মাথা ঠুকতে পারবো, বা আত্মহত্যা করতে পারবো কিন্তু অবস্থারপরিবর্তন ঘটাতে পারবো না।

শর্তপূরণে ব্যর্থ হওয়ার কারণে গোটা মুসলিম উম্মা আজকে এক করুণ পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। মুসলিম উম্মা হিসেবে আজকে আমরা পরাজিত, দেওলিয়া, ভিক্ষুক ও দুর্বল জাতিতে পরিণত হয়েছি। অথচ আল্লাহতায়ালা মুসলমানদেরকে নেতা করে পাঠিয়েছেন।

যে কারণগুলো আমাদেরকে সংকটের আবর্তে ফেলে দিয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

(এক) চরিত্রের সংকট ঃ- মুসলমানদের চরিত্র হচ্ছে দিনে ঘোড়াসাওয়ার, রাতে তাহাজ্জত গুজার। সকল পরিবেশে সকল অবস্থায় সৎ, ন্যায়পন্থী, মজলুমের সাথী, মানব দরদী ইত্যাদি। কিন্তু দুর্ভাগ্য এক্ষেত্রে মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে আজ কোন পার্থক্য নেই।

(দুই) চেতনার সংকট ঃ- আমরা আমাদের মৌলিক চেতনা যেন হারিয়ে ফেলেছি। আমরা যে নেতার জাত, তা ভুলে বসেছি। শুধু তাই নয় শত্রু মিত্রও যেন চিনতে পারছি না। প্রতিপক্ষের ষড়যন্ত্রকে কেউ কেউ সহায়ক মনে করছে; এটা নিশ্চয়তা চেতনার দৈন্য।

(তিন) শিক্ষার সংকট ঃ- এ সংকট উভয় দিকেই। গড় হিসেবে বিশ্ব মুসলিম জনপদে শিক্ষিতের হার কম। বিশেষ করে আমাদের মূল প্রতিপক্ষের তুলনায়। অন্যদিকে যে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তাও বৃহদাংশে ঔপনিবেশিক গোলামী যোগের কালিমায় লিপ্ত।

(চার) সাংস্কৃতিক সংকট ঃ- এক্ষেত্রে স্বকীয়তার প্রায় সবটুকুই নিঃশেষ হয়ে পড়েছে। অথচ নিজস্ব সংস্কৃতি আত্মস্থ করার ভিতরেই একটা জাতির সত্ত্বা ও স্বকীয়তা বিদ্ধমান। কারণ এহেন পরিস্থিতিতে অপসংস্কৃতির তান্ডবতা ঘূর্ণিঝড়ের মত এহেন জনপদে ঘুরপাক খেতে থাকে। যা নিঃসন্দেহে একটা মহাপ্রলয় বৈ কিছু নয়। এ সংকটের আবর্তে আজ আমরা ধুঁকে ধুঁকে বিচরণ করছি।

(পাঁচ) প্রযুক্তিগত সংকট ঃ- প্রযুক্তিগত আবিষ্কার, উন্নয়ন ও ব্যবহার আল্লাহর দান। এ দানের ক্ষেত্রে অবহেলা করে আল্লাহর এ জমিনে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব নয়। অথচ এ ক্ষেত্রে আমরা সাগর পরিমাণ পশ্চাদে পড়ে আছি।

(ছয়) অর্থনৈতিক সংকট ঃ- মুসলিম উম্মা হিসেবে আজ আমরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আত্মনির্ভরশীল তো নয়ই পরনির্ভরশীল বটে। অথচ মহান আল্লাহ এ জনপদে অফুরন্ত সম্পদ ঢেলে দিয়েছেন। শুধু তা ব্যবহারের অযোগ্যতা এবং পাশাপাশি অপব্যবহারের কারণে আজকে আমরা করুণ পরিণতির সম্মুখিন হয়েছি।

(সাত) রাজনৈতিক সংকট ঃ- কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া রাজনৈতিক দিক দিয়ে আজ আমরা লক্ষ্যচ্যুত। স্থিতিশীলতা নেই। সাংবিধানিক প্রক্রিয়া বা সিস্টেম অনুপস্থিত। শাসনকার্যে জনমত, গণচেতনা এবং জনগণের অংশীদারিত্ব সঠিক অর্থে উপেক্ষিত।

(আট) মিডিয়া সংকট ঃ- বিশ্ব মিডিয়া ব্যবস্থা আজ মুসলমানদের প্রতিপক্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ফলে মুসলমানদের চরিত্র হনন, অবদমিতকরণ এ মিডিয়ার লক্ষ্য। অপপ্রচার, বিভ্রান্তি রটানো অহরহ চলছে। যাহার বস্তুনিষ্ঠ চ্যালেঞ্জ আজও আমরা করতে পারি নাই।

(নয়) প্রতিরক্ষা সংকট ঃ- আমাদের দেশের সৈন্য সংখ্যা কত হবে তা আমাদের প্রতিপক্ষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিশ্ব সংস্থা নির্ধারণ করে দেয়। প্রতিরক্ষার জন্য সর্বাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র তৈরির ক্ষেত্রে তাদের পারমিশন লাগবে। ছেলে-ভুলানো ছড়া আউড়িয়ে এক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে থাকে। ফলে প্রতিরক্ষা বাহিনীকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র উপকরণে সুসজ্জিত করার ব্যাপারে আমরা আমাদের প্রতিপক্ষের উপর নির্ভরশীল। আজও আমরা মুসলিম উম্মা সম্মিলিতভাবে একটা সাধারণ অস্ত্র কারখানা নির্মাণ করতে সক্ষম হয় নাই।

(দশ) সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতার নেট ওয়ার্ক ঃ- রাজনৈতিক অঙ্গনে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, শিক্ষাঙ্গনে, সমাজসেবার নামে এনজিও তৎপরতার মাধ্যমে ওরা আমাদেরকে তাদের জালে আটকিয়ে ফেলেছে।

(এগার) নেতৃত্বের সংকট ঃ- মুসলিম জনপদের শাসকগণ নিজ দেশের জনগণের চিন্তা-চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন। তারা মুসলিম উম্মার প্রতিপক্ষগুলোর সাথে আপোষকামী। উপরন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাদের চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন। স্বকীয় মর্যাদা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মত সাহস শাসকদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। মুসলিম জনপদের আভ্যন্তরীণ নেতৃত্বের মধ্যে মৌলিক ক্ষেত্রেও ঐক্য নেই। ভারসাম্যহীনতা নেতৃত্বের বেদী হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুনিষ্ঠতার পরিবর্তে অন্ধ আবেগ, ব্যক্তি ও দলীয় সংকীর্ণতা, বিদ্বেষ তাদেরকে কাবু করে ফেলেছে। এহেন দুর্বলতার স্বাভাবিক কারণে নেতৃত্বের ভিতর দূরদর্শিতার অভাব বিদ্যমান।

এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে কারণগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা না দিয়ে অল্প কথায় প্রতিকার পেশ করতে চাচ্ছি। আমার সংক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতায় প্রতিকারগুলো নিম্নরূপ হতে পারে ঃ-

(এক) বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টার উদ্যোগ ঃ- অর্থাৎ বাস্তবতা ও সময়-পরিবেশ অনুযায়ী বস্তুনিষ্ঠ উদ্যোগ গ্রহণ।

(দুই) চারিত্রিক ও নৈতিক শক্তি অর্জন ঃ- শুধু বস্তুগত শক্তি দিয়ে চারিত্রিক ও নৈতিক প্রভাব সৃষ্টি করা যায় না। কিন্তু চারিত্রিক ও নৈতিক শক্তি দিয়ে বস্তুর উপর বিজয় লাভ করা যায়। ইসলামের বিজয় ইতিহাস আমাদেরকে সে শিক্ষাই দান করে।

(তিন) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন ঃ- আল্লার দান নিজস্ব সম্পদ আহরণ, ব্যবহার ও বন্টনের ক্ষেত্রে যোগ্যতা, দক্ষতা ও ন্যায় -নীতির পরিচয় দিতে হবে। আমাদের দেশে জনসংখ্যার তুলনায় পুঁজি কম হওয়ার কারণে শ্রমনির্ভরশীল শিল্পের বিকাশ ঘটিয়ে সহজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিজের পায়ে দাঁড়ানো সম্ভব।

(চার) সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা রক্ষা ও বিকল্প সাংস্কৃতিক প্রবাহ সৃষ্টি করতে হবে ঃ- এজন্যে গঠনমূলকভাবে নতুন করে সাংস্কৃতিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। গতানুগতিকতা পরিহার করে বিকল্প সংস্কৃতি পেশ করতে হবে।

(পাঁচ) জনগণকে ব্যাপকভাবে শিক্ষিত করে তোলা ঃ- একই সঙ্গে ত্রিমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। সাধারণভাবে সকলের জন্য শিক্ষাকে সহজলভ্য করতে হবে। দুই, সকল শিক্ষায় নৈতিক ও চরিত্র গঠনকে প্রাধান্য দিতে হবে। তিন, গণমাধ্যমের দ্বারা গণচেতনা সৃষ্টি করতে হবে।

(ছয়) প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দক্ষতা ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন ঃ- এক্ষেত্রে যতটুকু প্রযুক্তিগত সুযোগ নিজ নিজ জনপদে বিদ্যমান তাকে বস্তুনিষ্ঠভাবে কাজে লাগতে হবে। অন্যদিকে প্রযুক্তিগতভাবে গবেষণার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। যেন এ ক্ষেত্রে কোন বিষয়ই অন্যের উপর নির্ভর করতে না হয়।

(সাত) ইসলামী উম্মা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ঃ- আমাদের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব প্রতিপক্ষেরা গ্রহণ করতে পারে না। এ সত্য উপলব্ধি করে সম্মিলিতভাবে অস্ত্র কারখানা নির্মাণ, ইসলামী বাহিনী গঠন, তথ্য সংগ্রহ নেট ওয়ার্ক সৃষ্টি, যৌথ প্রতিরক্ষা কমান্ড গঠন ইত্যাদি পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে।

(আট) মিডিয়া নেটওয়ার্ক ঃ- ইসলামী উম্মার জন্য বিশ্বব্যাপী মিডিয়া ব্যবস্থাগড়ে তুলতে হবে। যেন আমরা নই, তারই আমাদের উপর নির্ভরশীল হয়। তাদেরটা নয়, আমাদের কথাই যেন মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়।

(নয়) জনগণের অংশীদারিত্ব ঃ- শাসন ক্ষমতায় জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা সময়ে দাবী। এর অর্থ শাসন কার্যে জনগণের চিন্তা-চেতনা ও আদর্শের প্রতিফলন ঘটানো। সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক অবকাঠামো গড়ে তোলে দ্রুতগতিতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করতে হবে। গণতান্ত্রিক আচরণ বিধি অনুসরণের নিশ্চিত ব্যবস্থা করতে হবে।

(দশ) সাম্রাজ্যবাদী চক্রের মোকাবেলা ঃ- সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদী শক্তিগুলোর আক্রমণের ধারা, পদ্ধতি ও স্থান চিহ্নিত করে ফেলতে হবে। সে অনুযায়ী এলাকা ও দেশভিত্তিক মৌলিক ও কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

(এগার) যোগ্য নেতৃত্ব ঃ মুসলিম শাসকদেরকে নিজ জাতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে হবে। এ উপলব্ধি থাকতে হবে যে, তারা নিজ দেশের ইসলামী উম্মাহর প্রতিনিধিত্বকারী দায়িত্বশীল। এই শাসকগণকে বিশ্ব ইসলামী ঐক্য গড়ে তোলে পরস্পরের সমন্বয় ও সহযোগিতার দ্বার উন্মুক্ত করতে হবে। এটা করতে পারলেই তারা মুসলিম জনপদের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। এ যোগ্যতা অর্জনে যিনি বা যারা ব্যর্থ হবেন তার বা তাদের উচিত পথ আগলিয়ে না রেখ পথ ছেড়ে দেয়া। শাসকগণ উল্লেখিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে মুসলিম জনগোষ্ঠীর কর্তব্য হবে, এহেন দুর্বল ও দায়িত্বহীন শাসকদের অপসারণ করা।

Md. Badiar Rahman Chowdhury
Proprietor

M/S. Metropolition Motor Works
M/S. B. Rahman & Co.
51. Hazipara (DIT) Road, Dhaka-1217. Bangladesh.
Phone : 403605

ইসলামী আন্দোলনে শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকা

—ডঃ মোঃ আতাউর রহমান

ভূমিকা

উন্নত এবং অনুন্নত উভয় বিশ্বেই অধিকাংশ মানুষ উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত অথবা নিজেকে উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত রাখতে চায়। মানুষ স্বেচ্ছায় সাধারণত অলস হয়ে থাকতে চায় না। অলসতাকে মানুষ প্রকৃতিগত ভাবে ঘৃণা করে। বাংলাদেশের শ্রমজীবী* মানুষের বেলায়ও এ কথা ষোল আনা প্রযোজ্য। এ দেশের শ্রমজীবী মানুষ উপযুক্ত পরিবেশ পেলে অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারে। পৃথিবীর যে দেশেই বাংলাদেশীরা গেছে ছাত্র-শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার তথা সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষ সেদেশেই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। সেদিক থেকে দেশেও শ্রমজীবীদের অনুপ্রাণিত করা গেলে উৎপাদন ও সেবার দান, অন্যায় শ্রম, শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, এমনিক ইসলামী আন্দোলনেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। উপযুক্ত নেতৃত্বের অধীনে এ দেশের শ্রমজীবী শ্রেণী মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আন্দোলনের মডেল হতে পারে।

বাংলাদেশের শ্রমজীবী ব্যক্তিবর্গ দেশের একটি অত্যন্ত সুসংগঠিত জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই রয়েছে তাদের সংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়ন। তারা যখনই কোন দাবী-দাওয়া নিয়ে নিয়োগকর্তা বা সরকারের সাথে দর কষাকষিতে যায় তখন সংঘবদ্ধ ভাবেই যায়। অথচ এই সংগঠিত জনগোষ্ঠীকে দেশের শিল্পোৎপাদন ও সেবাদান কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা তথা ইসলামী আন্দোলনে এই শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকা প্রায় শূন্য বলা যায়। ইসলামী আন্দোলনের জন্য শ্রমজীবী মানুষকে ব্যবহার করা সম্ভব হলে তাদের মধ্যে সমাজের প্রতি দায়িত্ব বোধ সৃষ্টি হবে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে, সততা ও ন্যায়পরায়ণতার অনুশীলন ঘটবে এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ ও অগ্রগতি ঘটবে এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ ও অগ্রগতি বৃদ্ধিতে তাদের অবদান বৃদ্ধি পাবে।

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের সরকারী খাতে এবং আশির দশক থেকে বেসরকারী খাতে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় হলো, এই ব্যাপক শ্রমজীবী মানুষকে না ব্যাপক গঠন মূলক কাজে, না ইসলামী আন্দোলনে ব্যবহার করা হয়েছে। বরং প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে হিংসা, হানাহানি, দলাদলি সৃষ্টি করে ঐক্য বদ্ধ হওয়ার পথে শতধা বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা একটা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র কিনা তা ভেবে দেখার অবকাশ রয়েছে।

শ্রমজীবী মানুষের বর্তমান অবস্থা

শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং অফিস-আদালতে কর্মরত শ্রমজীবী ব্যক্তিগণ ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হিসেবে গড়ে না উঠে নিজেদের ভাগ্যের যেমন উন্নতি ঘটাতে পারেনি তেমনি জাতীয় অগ্রগতিও হয়নি ত্বরান্বিত। প্রতিটি খাতে শ্রমজীবী মানুষের জীবন দুঃখ ভারাক্রান্ত, রোগ-শোক-পুষ্টিহীনতায় জর্জরিত, মানবিক মূল্যবোধ হয়েছে বিবর্জিত আর সেই জন্য পারস্পরিক সহমর্মিতা হয়েছে পদদলিত। অতীতের সরকার সমূহ শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীকে জাতি গঠন মূলক কাজে ব্যবহার না করে, ইসলামী আন্দোলনের তেজে উদ্দীপ্ত না করে যে ক্ষতি তাদের করেছে তা পুষিয়ে উঠতে

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

* শ্রমজীবী বলতে এখানে শুধুমাত্র অফিস, শিল্প ও কারবারে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মী ও শ্রমিকগণকে বুঝানো হয়েছে।

ইসলামী সরকারেরও আগামী কয়েক যুগ সময় লাগবে। শ্রমিকদেরকে আল্লার বন্ধু হিসেবে গড়ে না তুলে মালিক পক্ষের স্বার্থোদ্ধারের হাতিয়ার রূপে লালন করা হয়েছে। ফলে নষ্ট হয়েছে শ্রমজীবী মানুষের দুনিয়া এবং আখিরাত। অবশ্য কিছু কিছু ব্যক্তি হাতিয়ে নিয়েছে অনেক কিছু, কাঙ্খিত সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। এদের সংখ্যা নগন্য হলেও আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে যথেষ্টই। সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা বর্তমানে এতই ভয়াবহ যে, তাদের কাছে ইসলামের কথা বলাই রীতি মত সংকোচের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আন্দোলনের কথা তো আরো পরের ব্যাপার। খেটে খাওয়া মানুষগুলোকে সমাজের স্বচ্ছল লোকগুলো 'দ্বিতীয় গ্রেডের সৃষ্টি' বলে মনে করে। যেন তাদের কোন আবেগ, অনুভূতি, আনন্দ, উচ্ছ্বাস কোন কিছুই নাই। এই মানসিকতার পরিবর্তন হওয়া অত্যাবশ্যক। অন্যথায় ইসলামী আন্দোলন সফল হওয়া কষ্টকর হবে।

ইসলামী আন্দোলনের পূর্ব শর্ত ও পরিবেশ

শ্রমজীবী মানুষদের জন্য রেডিমেড ইসলামী আন্দোলনের পরিবেশ পাওয়া খুব দুরূহ ব্যাপার। বাংলাদেশ কেন কোন মুসলিম দেশেই এই পরিবেশ প্রস্তুত পাওয়া যায়নি। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জান ও মালের বিনিময়ে তা গড়ে নিতে হয়েছে। কতকগুলো পূর্ব শর্ত পূরণ করলে এই পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যেমন ঃ (১) রাষ্ট্রীয় আইনঃ রাষ্ট্রীয় আইন যদি ইসলামী আন্দোলন করতে বাধা না দেয় তাহলে আন্দোলন শুরু করা যেতে পারে। (২) ত্যাগী কর্মী বাহিনীঃ ইসলামী আন্দোলন করতে হলে রাষ্ট্র, সমাজপতি, ধনীক শ্রেণী ও কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের কাছ থেকে প্রতিবন্ধকতা আসে। এই বাধা অতিক্রম করার জন্য ত্যাগী কর্মী বাহিনী প্রয়োজন। (৩) অনুকূল সমাজ কাঠামোঃ দেশে প্রচলিত সমাজ কাঠামো ও জনগণের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের প্রতি সহনশীল মনোভাব থাকতে হবে। জনগণ ও সমাজ কাঠামো অসহিষ্ণু হলে আন্দোলন চালানো দারুণ কষ্টকর হয়। (৪) নিরপেক্ষ প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা-শান্তি-শৃংখলা রক্ষাকারী প্রশাসন ও বিচার বিভাগ যদি দলমত নির্বিশেষে বৈষম্যহীন পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহলে তাতে ইসলামী আন্দোলনেরই লাভ হয় সবচেয়ে বেশী। (৫) আন্তর্জাতিক প্রভাবঃ দেশে ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আগ্রহ প্রতিকূল হলে আন্দোলন করা খুব মুশকিল হয়। পক্ষান্তরে আন্তর্জাতিক সমর্থন অনুকূল হলে ইসলামী আন্দোলন গতি লাভ করে।

উল্লেখিত পূর্ব শর্ত সমূহ পূরণ হলে ইসলামী আন্দোলন সহজ সাধ্য হয়। কিন্তু অমুসলিম দেশে তো নয়ই কোন মুসলিম দেশেও এই পূর্বশর্তগুলো কখনও আপনাআপনি পূরণ করেনি। বরং নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে ইসলামী আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে হয়েছে। ইরানের বিপ্লব, আলজিরিয়া, মিসর প্রভৃতি দেশের উদাহরণ এখানে প্রণিধানযোগ্য। বাংলাদেশেও স্বাধীনতার পর ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে অনুমতি মিললেও নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হচ্ছে।

বাংলাদেশের শ্রমজীবী জনগণের ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তি ছাড়া অধিকাংশ মানুষের কার্যকলাপ মোটেই উক্ত শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অর্থাৎ তাদের মন ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে কিন্তু হাত, পা, মুখ সব বিরুদ্ধে। এই অবস্থা কোন ভাবেই আন্দোলনের জন্য সুখকর নয়। তাই আন্দোলনকে পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হতে হচ্ছে। তা না হলে ইসলামের ভিত যে ভাবে বাংলার মাটিতে প্রোথিত তাতে ইসলাম বিরোধী কোন শক্তি এ দেশে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতো না। শ্রমজীবী মানুষগুলো মানসিক ভাবে এতই দুর্বল যে, ইসলামী আন্দোলনের শহীদদের জন্য তাদের চোখ ভরে পানি আসলেও বিরোধীদের মোকাবিলায় এগিয়ে আসার শক্তি তাদের নেই। ফলে মুষ্টিমেয় কিছু লোক গোটা দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে জিম্মী করে রেখেছে। আর ইসলাম নায়ক জুজুর ভয় দেখিয়ে শোষণ-শাসন অপ্রতিহত গতিতে চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ দুর্নীতি মুক্ত এই শ্রমজীবী মানুষগুলো বাঘের মত গর্জে উঠলে তারাই বিজয়ী হতো। প্রতিষ্ঠিত হতো শোষণহীন সমাজ, ইসলামী রাষ্ট্র।

আন্দোলন সফলতার জন্য করণীয়

ইসলামী আন্দোলন সফল হলে তা দেশের জন্য হয় আশির্বাদ স্বরূপ। কিন্তু আপনা আপনিই ইসলামী আন্দোলন জন্ম লাভও করে না আবার সফল হওয়াও দুঃসাধ্য। এর জন্য প্রয়োজন নিষ্ঠা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, প্রচেষ্টা এবং সাংগঠনিক উদ্যোগ। তন্মধ্যে সাংগঠনিক উদ্যোগ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ইসলামী আন্দোলনের জন্য নিষ্ঠা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, শহীদী জজবা সবকিছু থাকলেও সাংগঠনিক ঐক্য, সংহতি ও কৌশল যদি ফলপ্রসূ না হয় তাহলে কোন কিছুতেই কাজ হয় না। ইসলামী আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য সকল বিরোধী শক্তি ঐক্য বদ্ধ এবং তারা ন্যায়-অন্যায় নির্বিশেষে এমন কোন পন্থা নেই যা অবলম্বন করে না। এমতাবস্থায় কেবল সাংগঠনিক দক্ষতা এবং ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাই সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দিতে পারে।

বাংলাদেশে বিভিন্ন সেক্টরে কর্মরত শ্রমজীবী ব্যক্তিগণ সমাজের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ সংখ্যার দিক থেকে তারা মোট জনসংখ্যার ক্ষুদ্রতম একটি অংশ হলেও এমন সব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে তারা নিয়োজিত যে, অনেক পরিবর্তনই তাদের পক্ষে আনা সম্ভব। সেদিক থেকে ইসলামী আন্দোলনে তারা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। এ ব্যাপারে ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনে তাদের এগিয়ে আসতে হবে এবং উত্তমরূপে ইসলামকে অনুধাবন করার পর বলিষ্ঠ ভাবে ভূমিকা পালন করতে হবে।

সকল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে, সকল সমিতিতে সদস্যপদ গ্রহণ করে, পরস্পর আলাপ, দাওয়াত ও সহযোগিতার মাধ্যমে আন্দোলনকে গ্রহণ যোগ্য করার পদক্ষেপ নিতে হবে। হেকমত ও ধৈর্য্যের সাথে কাজ করা গেলে বিরোধীতা কম আসবে। শেষ পর্যন্ত বিরোধীতা মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। বিরোধীতা মোকাবিলার সামর্থ ও নৈপুণ্য দ্বারা আন্দোলনের ভিত মজবুত হয়। প্রতিরোধ যত বলিষ্ঠ হয় বাতিল শক্তি তত পিছায়।

প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যবস্থাপনার সাথে অত্যন্ত সহযোগিতা মূলক ভাবে কাজ করে যেতে হবে এবং কোন অবস্থাতেই ব্যবস্থাপনাকে বিরোধী ভূমিকা নিতে প্ররোচিত করা যাবে না। সমালোচনা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য নতুন নতুন পরামর্শ নিয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে বসতে হবে। শ্রমজীবীগণ কমপক্ষে একটি সমবায় সমিতি করবেন। সমিতির একটি তহবিল থাকবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহের একটি দোকান থাকা উচিত। অভাবী কর্মীদের কর্জে হাসানা ও পণ্য ক্রয়ে সহায়তা তাদের আন্দোলনে শরীক হতে সাহায্য করবে। এমনি ভাবে সহযোগিতার একটি ভিত্তি গড়ে উঠবে এবং শ্রমজীবীদের একটি প্লাট ফরমে ঐক্যবদ্ধ করা সহজ হবে। ইসলামী আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করার আরেকটি উপায় হলো উক্ত বিষয়ে সাহিত্য অধ্যয়ন করা এবং আলোচনা সভার আয়োজন ও ঐরূপ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করতে লোকজনকে উৎসাহিত করা। প্রয়োজনে গবেষণা মূলক প্রকল্পও চালু করা যেতে পারে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা এ ব্যাপারে আরো উপকারী হতে পারে।

উপসংহার

ইসলামী সমাজ দেশের সকল মানুষের জন্য সাধারণ ভাবে এবং শ্রমজীবীদের জন্য বিশেষ ভাবে কাম্য। আর ইসলামী সমাজ সুনির্দিষ্ট ও সর্বাত্মক আন্দোলন তথা প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জিত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হতে পারে। কাজেই শ্রমজীবী ব্যক্তিবর্গের এতে যেমন ভূমিকা রয়েছে তেমনি তাদের জীবনপ্রণালীও পরিবর্তিত হতে পারে। প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে শ্রমজীবীদের সকল মৌলিক প্রয়োজন এতে পূরণ হবে, সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা, সততা ও ন্যায়পরায়নতা প্রতিষ্ঠিত হবে। মালিক পক্ষ উপকৃত হবে, যথাযথ কাজ পেয়ে এবং দায়িত্ব পালন দেখে, জাতীয় আয়ে অবদান বৃদ্ধি পেয়ে সরকারেরও সুবিধা হবে। সমাজ পাবে সঠিক সময়ে কাম্য সেবা। জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, সংকীর্ণতা এবং অপপ্রচার বা ষড়যন্ত্র যেন ইসলামী আন্দোলনের শ্রমজীবী কর্মী ভাইদের বিভ্রান্ত করতে না পারে সেদিকে বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখতে হবে। ইসলাম দুর্দমনীয় ও শান্তিপূর্ণ শ্বাশ্বত একটি আদর্শ, দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তির পাথেয় আর দৈনন্দিন চলার পথের আলোকবর্তিকা। আল্লার এ মহান দান গ্রহণে আমরা যেন পিছপা না হই। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন। শ্রমজীবী ভাইয়েরা জিন্দাবাদ।

ইসলামী রাষ্ট্রে মজুরের অধিকার

এ, জেড, এম, শামসুল আলম

ইসলামী সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই হতে হবে শ্রমজীবী। পরশ্রম জীবিকা ইসলামে নিষিদ্ধ। প্রত্যেকটি মানুষকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের জন্য আল্লার কাছে হিসাব দিতে হবে। জীবনের একটি মুহূর্তও অপচয় বা অপব্যবহার বা নষ্ট করার অধিকার আল্লাহ মানুষকে দেননি। প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লার প্রদত্ত জীবন বিধান অনুসারে প্রতিটি মুহূর্তে এ দুনিয়ার কল্যাণ বা পরকালের কল্যাণের জন্য ব্যয় করতে হবে। প্রতি মুহূর্ত কাজ করতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে, আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম, আরাম-আয়েশ, আনন্দ, বিনোদন ইত্যাদি ত্যাগ করতে হবে। এ কাজগুলোও ইসলাম সম্মত ভাবে করতে হবে।

একজন পরিশ্রম করবে, অন্যজন তাকে বঞ্চিত করে তার শ্রমের ফল ভোগ করবে-এ রকম সামাজিক ব্যবস্থা জুলুম এবং যারা এ ধরনের জীবন ব্যবস্থা সমর্থন করে বা কায়েম করতে চায়, ঐ সব জালিমের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা এবং জিহাদ করা ঈমানদার ব্যক্তির কর্তব্য।

যারা অন্যের শ্রমের ফল অনধিকার ভাবে ভোগ করে তারা মুশরিক। আল্লাহ জীবিকার উপাদান বিশ্বে ছড়িয়ে রেখেছেন। বান্দা পরিশ্রম করে মহান রায্যাক (রিযিকদাতা) হতে রিযিক গ্রহণ করবে। এটা আল্লার বিধান। যে অন্যের শ্রমের ফল ভোগ করে তার রিযিকদাতা হয়ে দাঁড়াল ঐ ব্যক্তি, যার শ্রম অর্জিত সম্পদ সে ভোগ করলো। কর্ম বিমুখ ব্যক্তি তো মানুষকেই তার রিযিক দাতা বা রাযযাক বানালো এবং পরিণামে মুশরিকে পরিণত হলো।

ইসলামে লেবার আর অফিসার বলে কিছু নেই। 'হোয়াইট কালার' আর 'ব্লু' কালার এগুলো সামন্তবাদী ধনতন্ত্রী সমাজে যেমন দেখা যায় সমাজতান্ত্রিক দেশেও তেমনি। ইসলামী সমাজে সকল ব্যক্তিই শ্রমিক ইসলামী সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা হযরত আদম (আঃ) থেকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলই ছিলেন শ্রমিক। নবীরা মেষপালকের কাজ করেছেন। আমাদের নবী (সঃ)ও মেষ চরাতেন। বিবি খাদীজা (রাঃ)-এর ব্যবসার দায়িত্ব নিয়ে তিনি সিরিয়া গেছেন। তিনি কূপ থেকে প্রতি পাত্র পানি তোলার বিনিময়ে এক একটি খেজুর মজুরী নিয়েছেন। অন্যের ক্ষেতে পানি ঢেলেছেন।

মহানবী (সঃ) কোন প্রকার কায়িক শ্রম করতে দ্বিধা করতেন না। ইসলাম প্রচারের শুরুতে কায়েমী স্বার্থবাদীরা তাদের শতাব্দীব্যাপী শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রতি আল-আমিন এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় মানুষ মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতিবাদ এবং চ্যালেঞ্জ লক্ষ্য করে তাকে বশীভূত করার প্রয়াস পেয়েছিল। তাকে রোমান এবং পারস্যবাসীদের ন্যায় রাজার মসনদে বসাতে চেয়েছিল; কিন্তু তিনি শ্রমিকই থেকে গেলেন। পরবর্তী কালে ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক হয়েও তিনি একজন সাধারণ শ্রমিক-মুজুরের ন্যায় নিঃস্বই ছিলেন। অন্তিম রজনীতে তার গৃহে দ্বীপ জ্বালানোর জন্যে তেল কিনবার পয়সাও ছিল না।

ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান হযরত উমর (রাঃ)-এর জামায় ১৪টি তালি ছিল। আজ কাল চৌদ্দ তালি জামা গায়ে সরকারী কর্মচারী দূরের কথা, ভিক্ষুকও দেখা যায় না। সে সময় খলীফার চেয়ে কম বেতনের কোন সরকারী কর্মচারী ছিল না। খলিফাও রাষ্ট্রের দরিদ্রতম ব্যক্তি হতে উচ্চতর জীবিকা নির্বাহ করতেন না; কারণ জনগণ হলো রাষ্ট্রের মালিক এবং খলিফা হলেন ভৃত্য। ভৃত্যের জীবন যাত্রার মান মালিকের জীবন যাত্রার মানের চেয়ে কোন ক্রমেই উন্নত হতে পারে না।

ইসলামী সমাজে কল-কারখানার আয় মালিক, বড় সাহেব, ছোট সাহেব এবং শ্রমিকদের মধ্যে কিভাবে বন্টিত হবে - এ প্রশ্নটি খুবই স্বাভাবিক এবং গুরুত্বপূর্ণ। জীবন এবং জীবিকার দাবীতে কলকারখানায় প্রায়শই গন্ডগোল এবং ধর্মঘট হয়ে থাকে। মালিকেরা মনে করে, সবটুকু শ্রমিকেরা নিয়ে গেলে মালিকের জন্য কিছুই থাকবে না। এই পরিস্থিতিতে শিল্প পরিচালনা এবং নতুন শিল্প গঠন বিঘ্নিত হবে।

ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রে অফিসার এবং শ্রমিকের মধ্যে বেতনের তারতম্য কত হবে এবং শিল্পজাত শ্রমের বিক্রয় লব্ধ আয় এবং লভ্যাংশ কি হারে মালিক, অফিসার এবং শ্রমিকদের মধ্যে বন্টিত হবে তার কোন নির্দিষ্ট ফরমুলা বা নীতিমালা নেই। যদিও বলা হয়, কোন কোন আদর্শের লক্ষ্য যোগ্যতা নয়, প্রয়োজনীয়তা অনুসারে বেতন দেওয়া। এটা আসলে কেতাবী তাত্ত্বিক কথা-যখন পূত-পবিত্র সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রই থাকবে না। সেরূপ কাল্পনিক সমাজে প্রয়োজনীয়তা অনুসারে বন্টন হতে পারে। তবে সে সমাজ তো ইউটোপিয়া বা স্বপ্নরাজ্যের সমাজ। বর্তমান সমাজতান্ত্রিক দেশ সমূহে রাষ্ট্র 'উইদার এওয়ে' বা 'উবে যাওয়া' দূরের কথা ধনতন্ত্রী সমাজের চেয়ে হাজার গুণ বেশী শক্তিশালী। এত শক্তিশালী যে সেখানে মানবতা, স্বাধীনতা এবং নিছক মানবিক মৌলিক অধিকারই বিপন্ন।

ইসলামী সমাজে নিম্নতম বেতন কত হবে তার সর্ব নিম্ন স্তর বা ফ্লোর লেবেল দেয়া আছে। শ্রমিকদের প্রাপ্য এর নীচে হতে পারবে না। এমপ্লয়ার এবং এমপ্লয়ী বা মালিক-কর্মচারী সম্পর্কের মধ্যে কর্মচারীর জন্য সবচেয়ে খারাপ সম্পর্ক হলো দাস-মালিকের সম্পর্ক। কোন কর্মচারীর পাওনা এবং দাবিই গোলামের পাওনার কম হতে পারে না। একজন গোলামকে মালিক যা দেবে শ্রমিককে অবশ্যই তার বেশী দিতে হবে, কম দেয়া যাবে না। গোলামের প্রাপ্য হলো মালিকের কাছ থেকে একজন কর্মচারীর সবচেয়ে কম প্রাপ্য।

গোলাম কর্মচারী মালিকের কাছ থেকে কতটুকু পাবে সে সম্বন্ধে ইসলাম কি বলেছে? গোলামের প্রাপ্য সম্বন্ধে ইসলামের বিধান অত্যন্ত সুবিদিত ও সুস্পষ্ট। এ সম্বন্ধে কোন মতানৈক্য বা মতভেদ নেই। মালিক যে রকম খাবার খাবে, যে জামা পরবে এবং যে ধরনের বিছানায় ঘুমাবে গোলামকেও তাই দিতে হবে। এক তিলও কম নয়। কেউ পালন করুক বা না করুক সেটা আলাদা কথা। কিন্তু বিধান অতি সুস্পষ্ট। এর মধ্যে কোন কিন্তু বা সন্দেহ কিংবা দ্বিমত নেই।

ইসলামী অর্থনীতি বা সমাজে শ্রমিকদের খাওয়া, পরা বা বাসস্থান কিছুতেই মালিকের জীবন যাত্রার মানের নীচে নামতে পারবে না। শ্রমিকেরা কাজ করে, অফিসাররা করে খবরদারী এবং যোগানদারী। যে কাজ করবে, গায়ের রক্ত পানি করে উৎপাদন করবে, তারা পাবে নাম মাত্র, আর যারা অফিসে বসে বসে ফ্যানের বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে হিসাব লিখবেন আর সাবাড় করবেন বেশি - এতো জংলী এবং পশু সুলভ আইন। এরূপ আইন এবং অবিচার চলতে পারে সমাজতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক আধুনিক রাষ্ট্রে, ইসলামী রাষ্ট্রে বা সমাজে নয়। ইসলামী সমাজে এসব চলতে পারে না বলেই রাষ্ট্র প্রধান হযরত উমর (রাঃ)-এর জামায় চৌদ্দ তালি লেগেছিল। প্রশাসক হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে পুরনো কাপড়ের কাফন পরিয়ে দাফন করতে হয়েছিল। ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)কে নিষ্প্রদীপ অন্ধকার গৃহে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়েছিল। আরবের সব চেয়ে ধনী ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও হযরত উসমান (রাঃ)কে পিপাসার্ত কণ্ঠে শাহাদত বরণ করতে হয়েছিল। কারণ তার বাড়িতে খাবার পানির কোন কূপ পর্যন্ত ছিল না। পাড়ার অন্যান্য মেয়েদের ন্যায় উসমান গনীর (রাঃ) পরিবারবর্গকেও সাধারণ কূপ থেকে পানি আনতে হতো। বিদ্রোহীরা তার গৃহ ঘেরাও করার পর পানি বন্ধ করে দিয়েছিল। দরিদ্রতম দেশের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্যে নির্মিত সরকারী বাসস্থানে যেটুকু সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়, রাষ্ট্রপ্রধান হযরত উসমান (রাঃ) আরবের শ্রেষ্ঠ গনী (ধনী) হওয়া সত্ত্বেও ততটুকু প্রয়োজন বা বিলাসিতা ভোগ করতেন না।

সাম্যবাদ বড় কঠিন আদর্শ। এর উপর বক্তৃতা করা খুব সহজ কিন্তু জীবনে অনুসরণ করা বড় কঠিন। নিজের জীবনে অনুসরণ না করে আদর্শ হিসাবে অন্যের জন্য প্রচার করা খুবই সহজ। লৌহ প্রাচীরের অভ্যন্তরে যারা বাস করেন তাদের জীবন যাত্রা সম্বন্ধে তারা যাই প্রকাশ বা প্রচার করেন সাধারণ মানুষকেই তাই বিশ্বাস করতে হয়।

স্ট্যালিন তনয়া সেভ্‌টলানা যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ না করলে কে জানতো যে, তার বিয়েতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় হয়েছিল ৩৬ লক্ষ রুবল?

যারা আল্লাহতে বিশ্বাস করেন, তাদের অবশ্য অবিশ্বাসীদের চেয়ে আরও মুশকিলে পড়তে হয়। কারণ তারা এমন এক সত্ত্বায় বিশ্বাস করেন, যিনি সর্বত্র বিরাজমান। যে যা কিছু বলে বা করে তার সবই তিনি দেখেন এবং শোনেন। হযরত উমর (রাঃ)-এর চাবুককে, তিনি খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে বা মহানবীর জীবদ্দশায়ও অপরাধী এবং যালিমরা রসূল (সঃ) বা আবু বকর (রাঃ)-এর চেয়ে অনেক বেশী ভয় করত। এহেন নির্ভিক, সাহসী জালিম-ত্রাস উমরও আল্লার ভয়ে থাকতেন সদা ভীত ও প্রকম্পিত। ডাক্তারের হাতে ইনজেকশনের সূঁচ দেখে শিশুর চোখে যেমন অশ্রুধারা নেমে আসে, দোযখের ফিরিশতার হাতে অগ্নিশলাকার কথা স্মরণ করে হযরত উমর (রাঃ) তারও চেয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু বিসর্জন করতেন। মুনাজাতের মধ্যে তিনি শিশুর মত হাউমাউ করে কেঁদে উঠতেন। সাম্যবাদের সঠিক বাস্তবায়ন এমন খোদা-পরস্ত শাসকের দ্বারাই সম্ভব।

হালুয়া বানাবার জন্যে এক মাসের মাসোহারা হতে যে পয়সাটা খলিফা আবু বকর (রাঃ)-এর পত্নী সঞ্চয় করেছিলেন, নিজের মাসোহারা থেকে আবু বকর (রাঃ) সে পরিমাণ অর্থ কমিয়ে নিয়েছিলেন।

হযরত উমর (রাঃ) এবং তার উট চালকের পেটের পরিমাপের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। উমরের পত্নীরও বায়তুলমালের দারোয়ানের পত্নী অপেক্ষা দশ গুণ বা পাঁচ গুণ বড় কামিজ দরকার হতো না। পত্র বাহক কাম্বারের বিছানার চেয়ে হযরত আলী (রাঃ)-এর বিছানা দ্বিগুণ, তিনগুণ ছিল না। তাই তিনি নিজের জন্যে কাম্বারের চেয়ে বেশী ব্যয় করতেন না। অসুস্থতার সময় খলিফা উমর ইবনে আবদুল আযীযের (রাঃ) জামা কয়েকদিন পর্যন্ত ধোয়া সম্ভব হয়নি। কারণ তার একটির বেশী জামা ছিল না এবং রাতের বেলা জামাবিহীন এক কম্বলে তার শীত মানাতেতো না। সীমান্তের পঞ্চতরে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী প্রজাতন্ত্রের আমীরুল মুমিনীন সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর বেতন নির্দিষ্ট করা হয়েছিল দিনে দু'সের আটা (শরীরের আন্দাজ অনুযায়ী তার খোরাক ছিল বেশী), বছরে দু'প্রস্থ পোশাক এবং মাত্র একখানা কম্বল-যার অর্ধেকটা তিনি বিছাতেন আর অর্ধেকটা সীমান্তের হাঁড় কাপানো শীতের রাতে উল্টিয়ে গায়ে দিতেন। ইসলামী সাম্যবাদের ভয়াবহ রূপ দেখে সীমান্ত প্রদেশের তার সমর্থক সর্দাররা আঁতকিয়ে ওঠে এবং বিশ্বাস ঘাতকতা করে। পরিণামে তাকে বালাকোটে শহীদ হতে হয়।

মহানবীর কথা নাই বা ধরলাম। প্রথম চার খলিফা এবং উমর ইবনে আবদুল আযীয, শহীদ সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী কর্তৃক অনুসৃত ইসলামী সাম্যবাদ ছিল অতি কঠোর এবং বাস্তব সাম্যবাদ। এ সাম্যবাদ খলিফা এবং উট চালক, আমীর এবং বায়তুলমালের চৌকিদার বা শ্রমিক-মালিকের জীবন যাত্রার মধ্যে কোন তারতম্য সৃষ্টি করেনি। মানুষের জীবনের মৌলিক প্রয়োজন সকলেরই প্রায় এক। তাই মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য ভোগের স্তরের পরিমাণও ছিল এক রকম। মালিককে শুধু যে শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা, আহার-বিহারের চাহিদার দিকেই লক্ষ্য রাখতে হয় তা নয়, যে প্রতিবেশী তার ক্ষেতে-খামারে, গৃহে-বসতিতে কোন কাজই করে না, তার প্রয়োজনের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হয়। প্রতিবেশীকে অভুক্ত জেনে যদি কোন ব্যক্তি দু'বেলা পেট পুরে খায়, তবে সে আর মুমিন থাকে না।

শিল্প বিরোধ উত্থাপন ও নিষ্পত্তি

- এ, কে, এম, মজিবুল হক
যুগ্ম শ্রম পরিচালক.
ঢাকা বিভাগ, ঢাকা

শিল্প-কারখানা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এর অব্যাহত ধারা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক সৃষ্টি এবং তা বজায় রাখা অপরিহার্য। বাংলাদেশ সরকার এ নীতিতে শ্রমজীবী মানুষসহ দেশের আপামর জনসাধারণের ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রচুর সম্পদ সৃষ্টির প্রয়োজনে শিল্প-কারখানা ও ক্ষেতে খামারে বর্ধিত হারে উৎপাদনের উদ্দেশ্যে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি এবং উৎপাদন মুখী পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বিরোধ বা সংঘাত সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। শ্রমিক এবং মালিকের পরস্পর বিরোধী স্বার্থ ও মানসিকতার কারণে বিরোধ সৃষ্টি হয়ে থাকে। কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক শ্রমিকদের সর্বাধিক উৎপাদনের একটি উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করায় বিশ্বাসী এবং যে কোন মূল্যে শ্রমিকদের কেবল মাত্র সর্বাধিক শ্রম বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং উৎপাদনের খরচ নিম্নতম পর্যায়ে রাখা মালিক শ্রেণীর লক্ষ্য হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে শ্রমিক তার নিয়োগকারীর কাছে শ্রমের ন্যায্যমূল্য এবং সুন্দর কাজের পরিবেশ ও চাকরির নিশ্চয়তা প্রত্যাশা করে এবং এ কারণেই পরস্পর ভিন্ন মুখী স্বার্থের সৃষ্টি হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসাবে তিনি একটি শক্তিশালী পক্ষ এবং সে কারণেই তার পক্ষে শ্রমিক শ্রেণীর উপরে বিভিন্ন প্রকার চাপ বা প্রভাব বিস্তার করা সহজতর হয়। কোন একক শ্রমিকের পক্ষে কোন মালিকের সঙ্গে তার কোন অভাব, অভিযোগ বা দাবী-দাওয়া নিয়ে আলোচনা করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং বাস্তবিক পক্ষে অসম্ভব। এ কারণেই আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক শ্রম মান নির্ধারণ করে (কনভেনশন-৮৭), যার অধীনে শ্রমিকদের নিজেদের পছন্দ মত সংগঠন করার আইনগত অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার একটি সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে "শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ ১৯৬৯" নামক একটি শ্রম আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এ কনভেনশনটি বাস্তবায়ন করেছে এবং দেশে বর্তমানে শ্রমিক শ্রেণীর জন্য ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন করার অবাধ সুযোগ রয়েছে।

অনুরূপ ভাবে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কর্তৃক শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ এবং উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখার লক্ষ্যে শ্রমিক এবং মালিকদের পরস্পরের প্রতি দাবী দাওয়া উত্থাপন ও যৌথ আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সে সম্পর্কে মীমাংসা বা নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে কনভেনশন-৯৮ জারী করা হয়। বাংলাদেশ সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে এ কনভেনশনটি বাস্তবায়নের জন্য শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ, ১৯৬৯-এ বিধান অন্তর্ভুক্ত করেছে।

শিল্প বিরোধ উত্থাপন এবং ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা

শিল্প বিরোধ উত্থাপন এবং যৌথ দরকষাকষির পদ্ধতির মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য শ্রমিক সংগঠনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এ কারণেই ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন করার জন্য পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আইনগত ব্যবস্থা রয়েছে। তবে বিভিন্ন দেশের আর্থসামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এর জন্য আইন এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভিন্নতম হতে পারে। কোন কোন দেশে একটি শিল্প কারখানায় মাত্র একটি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন করার আইন রয়েছে। আবার কোন কোন দেশে একই শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন করার আইন রাখা হয়েছে। বাংলাদেশে বিদ্যমান শ্রম আইন, অর্থাৎ শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ অনুযায়ী একটি শিল্প-কারখানা এবং প্রতিষ্ঠানে একাধিক ট্রেড

ইউনিয়ন সংগঠন করার অধিকার রয়েছে এবং এই ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের মধ্য হতে নির্বাচনের মাধ্যমে একটি ইউনিয়নকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (২ বৎসর) যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সি, বি, এ,) হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। এ যৌথ দরকষাকষির প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে মালিক বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সহিত শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবী-দাওয়া নিয়ে বিরোধ উত্থাপন এবং যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে তা নিষ্পত্তির দায়িত্ব পালন করে। উল্লেখ্য, শিল্প বিরোধ উত্থাপনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শ্রম আইনে কয়েকটি বিষয়কে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। যথা- নিয়োগ বা অনিয়োগ, নিয়োগের বা চাকুরির শর্ত, কাজের অবস্থা বা পরিবেশ ইত্যাদি। উল্লেখিত বিষয় সমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যাপারে শিল্প বিরোধ শ্রমিক পক্ষের তরফ থেকে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট মালিক/ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিকট একটি দাবী আকারে লিপিবদ্ধ করে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২৬ ধারার বিধান মতে উত্থাপন করতে পারে। এ উত্থাপিত দাবী নামার উপর মালিক/ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধির মধ্যে আলোচনার জন্য শ্রম আইনে ১০ দিনের একটি সময় সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে উক্ত দ্বি-পাক্ষিক আলোচনায় কোন ঐক্যমত বা সমঝোতা সৃষ্টি হলে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত হবে। এ চুক্তিপত্র সম্পাদনের জন্য শিল্প সম্পর্ক বিধিমালা, ১৯৭৭-এ একটি ছক নির্ধারিত রয়েছে (ছক-ক)।

সরকারী সালিশ কারক কর্মকর্তার মাধ্যমে ত্রি-পাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতে বিরোধ নিষ্পত্তিঃ ধারা-২৭ক.

দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় কোন শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সম্ভব না হলে বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের যে কোন একটি পক্ষ তা সালিষী কার্যক্রমের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার জন্য সরকারী সালিস কারক কর্মকর্তার নিকট উত্থাপন করতে পারেন। উল্লেখ্য, শ্রম পরিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা নিজ নিজ এলাকার জন্য সালিস কারক কর্মকর্তা হিসাবে সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত। সালিশকারক কর্মকর্তা বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদনপত্র প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে তা যৌথ আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবেন। এ প্রচেষ্টার ফলে সমঝোতা বা ঐক্যমত্য সৃষ্টি হলে তা শিল্প সম্পর্ক বিধিমালা, ১৯৭৭-এর নির্ধারিত ছকে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের মাধ্যমে কার্যকরী করা হবে।

ধর্মঘট, লক-আউট নোটিশ প্রদান এবং তার উপরে সালিশী ঃ ধারা-২৮-৩০

সালিসকারক কর্মকর্তার মাধ্যমে ২৭ ক ধারার অধীনে কোন আপোস মীমাংসা সম্ভব না হলে শ্রমিকদের পক্ষ হতে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের সাধারণ সদস্যপদের ৭৫% সমর্থনে সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক ২১ দিনের ধর্মঘট নোটিশ মালিক-ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রতি প্রদান করিতে পারেন। পক্ষান্তরে, মালিক/ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের তরফ হতেও অনুরূপভাবে ২১ দিনের লক-আউট নোটিশ প্রদান করতে পারেন। এ ধর্মঘট বা লক-আউট নোটিশ প্রাপ্তির পর তা আইনসিদ্ধ ভাবে প্রদান করা হয়েছে–এ মর্মে যাচাইয়ান্তে সালিশকারক পুনরায় বিবদমান পক্ষদ্বয়কে আলোচনায় আহ্বান করবেন এবং বিরোধ মীমাংসার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবেন এবং কোন ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হলে চুক্তিপত্র সম্পাদনের মাধ্যমে তা কার্যকর করা হবে। উল্লেখ্য, ২১ দিন সময়ের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি না হলে উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে সময় সীমা বর্ধিত করার আইনে বিধান রাখা হয়েছে।

শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আরবিট্রেশনের ব্যবস্থা ঃ ধারা-৩১

সালিশী কর্মকর্তার প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি সম্ভব না হলে এবং বিবদমান পক্ষদ্বয় একমত পোষণ করলে যৌথ ভাবে আবেদনের মাধ্যমে সরকারের নির্দিষ্ট প্যানেল ভুক্ত অথবা উভয় পক্ষের পছন্দ মত কোন ব্যক্তির নিকট বিরোধটি আরবিট্রেশনের জন্য উত্থাপন করা যায়। আরবিট্রেটর শিল্প বিরোধ উত্থাপনের ৬০ দিনের মধ্যে তার সিদ্ধান্ত দেবেন এবং উভয় পক্ষের জন্য তা অবশ্যই পালনীয় হবে।

ধর্মঘট মীমাংসার জন্য উপরোল্লিখিত কার্যক্রমের মাধ্যমে নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি না হলে এবং সংশ্লিষ্ট বিবদমান পক্ষদ্বয় আরবিট্রেশনের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে একমত না হলে শ্রমিকবৃন্দ পূর্বে প্রদত্ত ধর্মঘট নোটিশ অনুযায়ী ধর্মঘট পালন করতে পারবেন। অনুরূপ ভাবে মালিকপক্ষও লক-আউট কার্যকরী করতে পারবেন।

শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে শ্রম আদালতের মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থা ঃ ধারা-৩৬ ও ৩৭

জনকল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য শিল্প কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ধর্মঘট বা লক-আউট ৩০ দিনের বেশী স্থায়ী হলে সরকার লিখিত নির্দেশ জারি করে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন এবং বিষয়টি বিচারের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার শ্রম আদালতে প্রেরণ করতে পারেন। শ্রম আদালত কর্তৃক ৬০ দিনের মধ্যে বিরোধ সম্পর্কে রায় প্রদান করার কথা এবং এ রায় উভয় পক্ষের জন্য অবশ্যই পালনীয়। উল্লেখ্য, বিবাদমান পক্ষদ্বয় একমত হলে অবশ্য ধর্মঘট/লকআউট পালনের ৩০ দিনের মধ্যে শ্রম আদালত বিরোধ সম্পর্ক বিচার প্রার্থনা করতে পারেন এবং সেভাবেও অচল অবস্থার অবসান হতে পারে।

জনকল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠান লক-আউট আউট নিষিদ্ধ ঘোষণা ঃ ধারা-৩৭

জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠনের ক্ষেত্রে সরকার লিখিত নির্দেশ জারি করে ধর্মঘট/লক-আউট আরম্ভ হবার পূর্বে যে কোন সময় নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন এবং সরাসরি বিরোধটি শ্রম আদালতে বিচারের জন্য প্রেরণ করতে পারেন।

শ্রম আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে এ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে বিচার ব্যবস্থা ঃ ধারা -৩৭

শ্রম আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের বা সিদ্ধান্তে শ্রমিক বা মালিকপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হলে সংশ্লিষ্ট পক্ষ ৩০ দিনের মধ্যে শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল আবেদন পেশ করতে পারেন এবং উক্ত ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

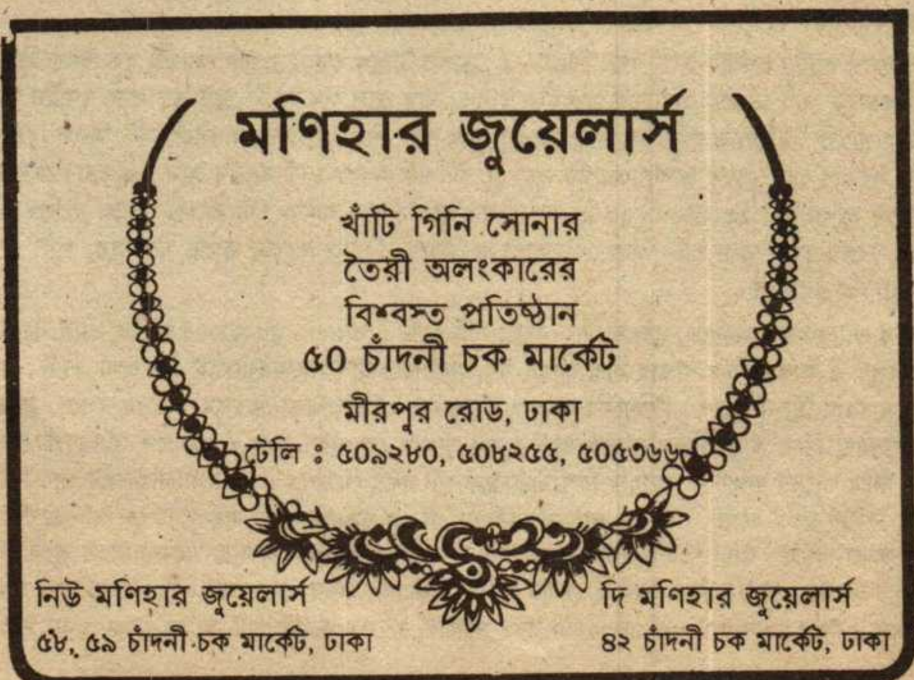

পাট শিল্প ও বাংলাদেশ

আ. ই. ম. নেছার উদ্দিন

কোন বিশেষ বস্তু কোন এলাকার পরিচিতি বহন করে। দেশ, জাতি, রাষ্ট্রের বেলায়ও এমন হওয়াটাই স্বাভাবিক। উন্নত দেশগুলোর মধ্যে শিল্পের কোন বিশেষ অংশের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কতিপয় দেশ পরিচিত। মধ্যপ্রাচ্য তথা কতিপয় আরব দেশ খনিজ সম্পদের দ্বারা বিশ্ব বাজারে প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র আয়তন বিশিষ্ট দেশ হলেও বিশ্ব বাজারে পাট ও পাটজাত দ্রব্য দ্বারা বহুল পরিচিতি লাভ করে। এ পরিচিতি কার্যত প্রমাণিত হয়েছে নানা ভাবে। পাটের উৎপাদন, পাটের বহুজাত ব্যবহার দ্বারা সারা বিশ্বের পাটের শতকরা ৮৫ শতাংশ প্রয়োজন বাংলাদেশ মিটানোর ইতিহাস রয়েছে।

কিন্তু আজ যে সময় পাট সম্পর্কে লিখছি, তখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘে উপস্থাপিত ভাষণে পাট শিল্পকে মৃতপ্রায় বলে আখ্যায়িত করেছেন। যে কোন নাগরিকের এ কথাটি শুনলে আফসোস বোধ হওয়া বিবেকের দাবী। অথচ পাটের অনন্য সাধারণ সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে স্বর্ণ সূত্র, সোনালী আঁশসহ নানা নামকরণ করা হয়েছে। আজ এসবই যেন মিথ্যায় পর্যবসিত হচ্ছে। পাট উৎপাদনে কৃষকেরা আজ একেবারেই নিরুৎসাহী, যা উৎপাদিত হচ্ছে, তার যথোপযুক্ত ব্যবহার নেই। পাট চাষীরা ন্যায্য দাম না পেয়ে দুঃখে, ক্ষোভে পাট বিক্রি না করে পোড়ানোর খবর পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে।

বাংলাদেশের মত একটি দরিদ্র ও জনসংখ্যা বহুল দেশে সম্ভাবনাময় এ শিল্প এভাবে নিঃশেষ হতে চলেছে। আর কি দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের নিকট পরিচিত হবে, আর অন্য কোন শিল্পতো এর পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, যা পাটের স্থান দখল করবে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে পাট শিল্পই এ দেশের উল্লেখ যোগ্য রপ্তানি আয়ের মূল উৎস ছিল। বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগই পাট শিল্পের মাধ্যমেই সংগৃহীত হতো। যার ফলে সর্বমোট ছোট বড় প্রায় ৭৭টির মত পাট শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সারা বিশ্বের বৃহৎ পাট শিল্প প্রতিষ্ঠান আদমজী জুট মিলস। স্বাধীনতার পর তৎকালীন সরকার ঢালাওভাবে জাতীয়করণের নামে ৬৭টি পাট কলকে জাতীয়করণ করে। জাতীয়করণকৃত এসব পাট কলে তাঁতের সংখ্যা ছিল ২৩ হাজার। ১৯৭৪ সনের পর প্রায় দু'লক্ষ শ্রমিক পাট কলের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। এরপর আজ পাট কলের মধ্যে তথা পাট শিল্পে যে হতাশা ও নৈরাজ্য বিরাজ করছে, তাতে মনে হয়, পাট সোনালী আঁশ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

পাটের এ দুরাবস্থা একদিনে, দুদিনে, এক বছরে সৃষ্টি হয়নি। বরং এক যুগ কালের অধিক সময় ধরে পাটের প্রতি উদাসীনতাপূর্ণ ও আন্তর্জাতিক বাজার ধরে রাখার মন-মানসিকতাহীন সরকারগুলোই এর জন্য দায়ী। কারণ পাটের সিংহভাগ ব্যবহার ছিল বিদেশে। বিজ্ঞানের এ যুগে প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতা যেখানে অহরহ চলছে, সেখানে সনাতন পদ্ধতির ব্যবহার দিয়ে আন্তর্জাতিক বাজার ধরে রাখার সুযোগ কোথায়? আর এ সুযোগে প্রতিবেশী দেশ প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা দিয়ে পাটের আধুনিক ব্যবহার বিশ্ব বাজারকে লুট করে ফেলেছে। ফলে বাংলাদেশের পাট শিল্পের মাথায় হাত পড়ে বিলীন হতে বসেছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় যে, এ সময়গুলোতে বাংলাদেশের পাটশিল্পকে ধ্বংস করার নানাবিধ চক্রান্ত চলছে। কাঁচা পাটের রপ্তানি করে পাট জাত দ্রব্যাদির ভার নিজেরা অন্যের হাতে তুলে দিয়েছে। আর যেখানে পাট শিল্পের সাথে জড়িত প্রায় ২ কোটি শ্রমিক-কর্মচারী, কৃষক ও তাদের পরিবার-পরিজন হাহাকার করার সময় এসেছে। নতুন কোন পাট কল তো হয়নি বরং সরকারী খাতের ৬৭টি পাট কলের মধ্যে এখন মাত্র ৩৩টি পাট

কল সরকারী হিসেবে আছে। এরও কয়েকটিতে লে-অফ, বন্ধ নামে তালা ঝুলছে। বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়া পাটকলগুলো হাতেগোনা কয়েকটি ছাড়া সব বন্ধ হয়ে গেছে। এসব বন্ধ পাট কলের শ্রমিক-কর্মচারীরা বিনা বেতনে, বিনা কাজে বসে থেকে বেকারত্বে জর্জরিত হয়ে এ দেশের বেকারত্বের বোঝাকে ভারী করে তুলছে। এরই মাঝে চালু পাট কলগুলোর ছাঁটাই, লোকবল কমানোর নামে নানা আন্তর্জাতিক অযুক্তিপূর্ণ ফর্মুলা বাস্তবায়নের ধারা অব্যাহত রয়েছে। পাট শিল্পের এ নাজুক পরিস্থিতি ২০ বছর আগে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির বিশ্বাস করার কোন কারণ ছিল না।

সে যাই হোক, আমি আগেই বলেছি, লোকবল, বৈদেশিক মুদ্রা, উৎপাদন ও সর্বোপরি বেকারত্বের মতো বোঝার কথা চিন্তার করে পাট শিল্পের উন্নত ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা ছাড়া আর অন্য কোন পন্থা নেই। সুতরাং এখনও সময় আছে, একেবারে আস্থা হারা না হয়ে হারানো গৌরবের কথা চিন্তা করে এ শিল্পের প্রতি নজর দেয়া সংশ্লিষ্ট সকল নাগরিকের কর্তব্য বলে মনে করি। এ ব্যাপারে কতিপয় সুপারিশ কার্যত কর্মসূচীতে এনে কাজে লাগানো প্রয়োজন বলে মনে হয়।

ক. আন্তর্জাতিক বাজারের নেতৃত্বদানকারী সংগঠন "আন্তর্জাতিক পাট সংস্থা"কে বাংলাদেশের পাটের নাজুক পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বিশ্ব বাজারের ওপর কোটা নির্ধারণের জন্য দাবী করতে হবে।

খ. সারা বিশ্বে পরিবেশ দূষণের কারণে পলিথিন ও প্লাস্টিক জাতীয় ব্যাগ ও অন্যান্য সামগ্রিক ব্যবহার বর্জনের শ্লোগান তোলা হয়েছে। বিশেষজ্ঞগণের এক হিসাব মতে দেখা যায়, দুই আমেরিকা ও ইউরোপের জনসংখ্যা ১৫০ কোটি। এদের ৪ জনের এক পরিবার ধরা হলে শুধু মাত্র বাজারের ব্যাগের প্রয়োজন মেটাতে ৫ কোটি ৫০ লক্ষ বেল পাটের দরকার। পলিথিনের বিকল্প ছোট ব্যাগ, বাজার করার থলি, নতুন উদ্ভাবিত মিহিতন্তু ৮৯ দ্বারা সম্ভব। এক কেজি পাট থেকে এ নতুন টেকনোলজিতে প্রায়শ $\frac{১}{২}$ আকারের এক ডজন গাররেজ ব্যাগ তৈরি করা সম্ভব। তার মানে বাংলাদেশের কৃষকদের দ্বারা উৎপাদিত পাট দ্বারা এ দু'মহাদেশের হালকা ব্যাগের চাহিদাই মিটানো সম্ভব নয়। দ্বিগুণ উৎপাদন ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভব। কিন্তু এর জন্য প্রযুক্তিগত বিকল্প ব্যবহারের দ্রুত সম্প্রসারণ প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, একমাত্র প্যাটের এ আংশিক চাহিদা (পলিথিনের ব্যাগের বিকল্প) মিটালে প্রতি ডজন ব্যাগ ৪ ডলার হিসোবে ধরলেও ৬০ থেকে ৭০ হাজার কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা আয় হতে পারে। আরেক হিসেব মতে উন্নত পাট জাত রশি বিদেশে রপ্তানি করে বছরে ১০ কোটি আয় করা যায়।

গ. মিহিতন্তু-৮৯ আবিষ্কারের ফলে বর্তমানে ৮/১০ কোজি পাট দ্বারা যা করা সম্ভব ১ কেজি মিহিতন্তুর সুতা দ্বারা তা করা সম্ভব। পাটের সুতা ব্যবহার করার উন্নত টেকনোলজী বের করা গেলে তুলা আমদানির বিকল্প হিসাবে যথেষ্ট কাজে লাগতে পারে।

ঘ. বর্তমান পাট কলগুলোর সংস্কার দ্রুত সময়ের মধ্যে করতে হবে। কারণ সব কিছুর যেমন ক্ষয় আছে, পাট কলগুলোর অবস্থাও তাই। আদমজীর মত পাট কলের মেশিনপত্রের যা অবস্থা তাতে এর চেয়ে বেশি উৎপাদন দেয়া সম্ভব নয়। যার ফলে উৎপাদন খরচ বেশী হওয়ার এটাও একটি অন্যতম কারণ।

ঙ. উৎপাদনে যে চরম নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা চলছে তা দিয়ে ক্রমেই উৎপাদন খরচ বাড়বে। তাই ট্রেড ইউনিয়নের উপর কতিপয় বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে। বিশেষ করে সংগঠনের নেতা-কর্মীর নামে প্রায় মিলেই বিরাট একটা অংশ কাজ না করে হাজিরা নিয়ে যাচ্ছে। এক হিসেব মতে এ ধরনের কয়েকটি অযৌক্তিক ও অবৈধ কার্যকলাপের প্রবণতা বন্ধ করতে পারলে বর্তমান গড় উৎপাদন খরচের $\frac{১}{৮}$ ভাগ বা তারও বেশী কমে যাবে। ফলে দেখা যাবে লোকসান হাতে ডেকে আনা হয়েছে। পাট শিল্প ঠিকই লাভ জনক।

চ. দেশের জনগণকে পলিথিনের বিকল্প পাট জাত সামগ্রী ব্যবহার করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। পলিথিন ব্যাগ ব্যবহারের ক্ষতি সম্পর্কে জনগণকে ব্যাপক হারে অবহিত করতে হবে।

ছ. পাট জাত ও পচনশীল অন্যান্য জাতের উৎপাদন শুরু করার ব্যবস্থা করতে হবে। পাট ছাড়াও পচনশীল তন্তুর মধ্যে রয়েছে-কেনাফ, মেস্তা, ফ্লেক্স, হেম ইত্যাদি।

উপরে পাটের ব্যাপক সম্ভাবনার উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো। অত্যন্ত সতর্কতার সহিত পরিকল্পনা মাফিক বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিলে দেখা যাবে, শ্রমিক ছাটাইয়ের প্রয়োজন নেই, নতুন পাট কল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দেবে। বর্তমান সংখ্যার দ্বিগুণ শ্রমিক কাজে লাগানো যাবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা সংগ্রাম করার মাধ্য বেঁচে থাকায় অভ্যস্ত। অথচ নানা আন্তর্জাতিক 'প্রেসক্রিপশান' দ্বারা যদি সংগ্রামের পথ পরিহার করে অন্যের সেবা দাসে পরিচিত হই, তাহলে আমাদের এ দেশটির ভবিষ্যৎ উপায় কি? 'অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য পাট অন্যতম সহায়ক শক্তি'-এ নীতি গ্রহণ করে পাট শিল্পের উপর নজর দিতে হবে। গতানুগতিক নীতি ও শ্লোগানে, বক্তব্যে এ সমস্যা যেমন তিমিরে চলে গেছে, তেমনি তিমিরেই থেকে যাবে।

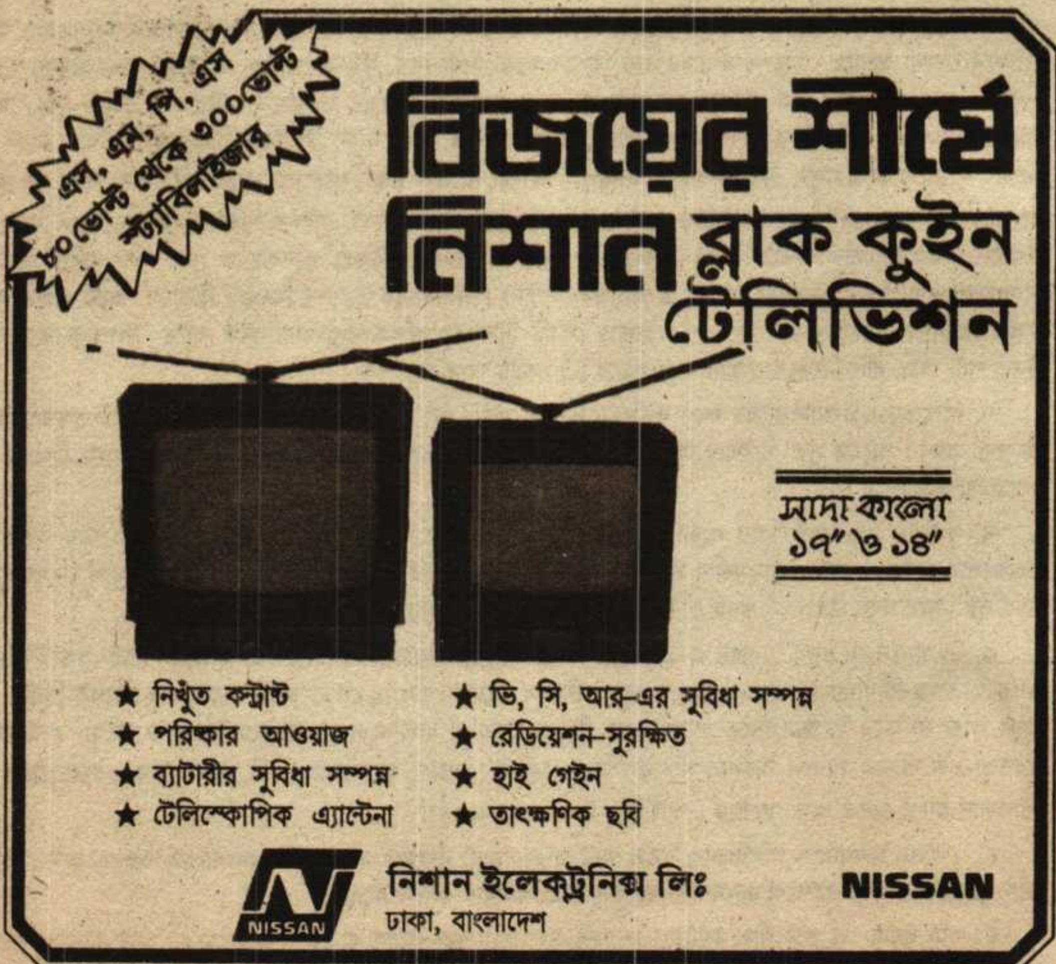

কৃষি উন্নয়নে বিএডিসির অবদান

মোঃ আমিরুল ইসলাম তরফদার

বিএডিসি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ ষাটের দশকে দেশের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় নতুন গতি সঞ্চার করতে, কৃষি কর্মকান্ডে আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত ও যান্ত্রিক পর্যায়কে কৃষকদের মাঝে গ্রহণযোগ্য করে তোলার লক্ষ্যে ১৯৫৯ সনে "ফুড এন্ড এগ্রিকালচার কমিশনের" সুপারিশক্রমে ১৯৬১ সনের ১৬ই অক্টোবর সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় "বাংলাদেশ কৃষি উনয়ন সংস্থা (বিএডিসি) জন্মলগ্ন থেকে এই সংস্থা উচ্চ ফলনশীল বীজ, কীট নাশক ওষুধসহ কৃষি উপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিতরণসহ কৃষিক্ষেত্রে উদ্ভাবিত আধুনিক প্রযুক্তি সম্বন্ধে কৃষকদেরকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়ার এক গুরু দায়িত্ব সফলতা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে পালন করে আসছে।

অতি সংক্ষেপে বিগত ৩২ বছরের এ সংস্থার কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

রাসায়নিক সার ঃ

অধিক শস্য উৎপাদনের অন্যতম উপকরণ হচ্ছে সার। বর্তমান কৃষি কর্মকান্ডে সার বিহীন অধিক শস্য ফলান অসম্ভব। উন্নত দেশ সমূহে ১৮৫০ সালে রাসায়নিক সার ব্যবহার শুরু হলেও এদেশে ১৯৫০ সালে প্রথম রাসায়নিক সার পরীক্ষা মূলক ভাবে প্রচলন করা হয়। সে সময়ে ব্যবহারের পরিমাণ ছিল মাত্র ২৬৯৮ টন। ১৯৬২ সনে এ দায়িত্ব বিএডিসির উপর অর্পিত হয়। বিএডিসি সার বিতরণ ব্যবস্থার একটি সার্বিক পরিবর্তন আনে। এবছরই বিএডিসি সর্বমোট ৬৭০০০ টন সার বিতরণ করে। সঠিক সময়ে সুষম সার ব্যবহার উচ্চ ফলনের আবর্শিক শর্ত-এ বোধটি কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য বিএডিসি নিরলস প্রচেষ্টা চালায়। কৃষকেরা যাতে সহজে সার পেতে পারে তার জন্য প্রায় প্রতিটি থানায় সার বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ডিলারদের মাধ্যমে সার বিতরণ কার্যক্রম গ্রহণ করে। পলে সার ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০-৯১ সালে ২২·৫ লক্ষ টনে দাঁড়িয়েছে। সারা দেশে সারের মোট চাহিদা ৪৫ লক্ষ টন। দেশে মোট চাহিদার ৫০ ভাগ পুরণ করতে সক্ষম হয়েছে। সার বিপণন ব্যবস্থা ন্যস্ত হওয়ার পর বিএডিসি থানা ও জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন মাপের মোট ৪৫৪০০০ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন গুদাম তৈরি করে সার সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বিতরণ নিশ্চিত করেছে।

সেচ ঃ অধিক পানি ও অনাবৃষ্টির ফলে প্রতি বছরই বিপুল পরিমাণ ফসল বিনষ্ট হয়। প্রয়োজনীয় পানির সুব্যবস্থা ও অনাবৃষ্টির কবল থেকে ফসলকে রক্ষার জন্য ১৯৫১ সনে ওয়াপদা মাত্র ৩টি পাওয়ার পাম্পের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে এ দায়িত্ব বিএডিসির উপর ন্যস্ত হয়। বিএডিসি "মেকানাইজড কালটিভেশন" নাম দিয়ে সেচ ব্যবস্থার কাজ শুরু করে। সেচের কাজে পানি সম্পদ আহরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বি এ ডি সি পাওয়ার পাম্প অগভীর ও গভীর নলকূপের মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ -পানি উত্তোলনের মাধ্যমে অনাবৃষ্টির কবল থেকে ফসল রক্ষা এবং বছরে একাধিকবার ফসল উৎপাদনের জন্য ব্যাপক সেচ কার্যক্রম গ্রহণ করে। ফারাক্কার প্রতিক্রিয়ায় দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে মরু প্রক্রিয়া রোধে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনে গভীর-অগভীর নলকূপের গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিএডিসি ১৫৫০টি শক্তি চালিত পাম্প নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে তা ৮৪৭৩৯টিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে যেখানে ভূ-উপরিস্থ পানি দুর্লভ সেখানে এ পর্যন্ত ১৩৮৭২৩টি অগভীর নলকূপ এবং ৩২৫২২টি গভীর নলকূপ স্থাপন করে সেচ কার্য পরিচালনা করছে। এভাবে গত ১৯৯১-৯২ সেচ মৌসুমে বিএডিসি ৫৫.১২ লক্ষ একর জমিতে সেচ প্রদান করে যা দেশের মোট সেচকৃত জমির ৭০%।

ধান ঃ বাংলাদেশে প্রধান খাদ্যশস্য ধান। তাই দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে বিএডিসি ১৯৬৭ সালে প্রথম ইরি-৮ জাতের অধিক ফলনশীল ধানের চাষ করে অধিক খাদ্য উৎপাদনে এক বৈপ্লবিক ধারার সূচনা করে। ফলশ্রুতিতে

অধিক উৎপাদনশীল ধান উৎপাদনের যে অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল তা বর্তমানে ২৩টি ভ্যারাইটিতে উন্নতি হয়। ফলে ১৯৬১ - ৬২ সালে যেখানে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৯৪.৬৫ লক্ষ টন সেক্ষেত্রে ১৯৯১-৯২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৯৫.০০ লক্ষ টনে। ১৯৬০-৬১ সালে ৫.০৮ কোটি লোকের জন্য খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ যেখানে ৩০ লক্ষ টন সেক্ষেত্রে ১৯৯১-৯২ সালে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১২ কোটিতে পৌছলেও খাদ্য ঘাটতি দাঁড়িয়েছে মাত্র ১৫ লক্ষ টনে। বিএডিসির কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টা ও কৃষকদের উন্নত প্রযুক্তি হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে এটা সম্ভব হয়েছে।

গম ঃ খাদ্যের মধ্যে ধানের পরেই আসে গম। দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে ধানের পাশাপাশি গমের ফলন বৃদ্ধিও অপরিহার্য। বিএডিসি দেশের ২৪টি বীজ বর্ধন খামার ও ১৫টি চুক্তিবদ্ধ চাষী জোনের মাধ্যমে গমের ভিত্তি ও প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন করে সরাসরি কৃষকদের মাঝে বিতরণ করে প্রায় ৮ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচাতে সক্ষম হয়েছে। বিএডিসি কৃষকদের মাঝে ১৯৮৯-৯০ সালে ১৬৯৫০ টন গম বীজ বিতরণ করে। উন্নত জাতের গম বীজ সরবরাহ করার ফলে ১৯৬১-৬২ সালে গমের মোট উৎপাদন ছিল যেখানে ৪০০০০ মেঃ টন, ১৯৮৮-৮৯ সালে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১০২০০০ মেঃ টন।

আলু ঃ বিএডিসি উচ্চ ফলনশীল আলু ও আলুবীজ উৎপাদন করে কৃষকদের মাঝে সরবরাহের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এ পর্যন্ত বিএডিসি প্রায় ১২ জাতের আলু কৃষকদের হাতে তুলে দিয়েছে। যেখানে ১৯৭৫-৭৬ সালে মাত্র ১৪০ টন বীজ বিতরণ সম্ভব হয়, সেখানে বিএডিসি ১৯৯০-৯১ সালে ৭৬১৬ টন বীজ আলু কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করে। ১৯৭৫-৭৬ সালে ৫১০৩ টন আলু বীজ আমদানী করতে হয়। কিন্তু ১৯৮৬-৮৭ সালে স্থানীয় ভাবে ৪৩৬৭ টন বীজ উৎপাদন করে বীজ আমদানী বন্ধ করে দেওয়া হয় শুধু প্রত্যায়িত বীজই নয় বিএডিসির উৎপাদিত বীজ ভারত, পাকিস্তানের চেয়েও উন্নতমানের। বিএডিসির তত্ত্বাবধানে মোট দশটি হিমাগারে সর্বমোট ৭৫০০ টন বীজ আলু সংরক্ষণ করেছে। ফলে দেশে আলু বীজ উৎপাদনের স্বনির্ভরতা অর্জনের কারণে আমদানী খাতে উল্লেখ যোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচান সম্ভব হয়েছে। অপরদিকে অধিক আলু উৎপাদন করে সারা বছর দেশে বিরাজিত খাদ্য ও সব্জি ঘাটতি পূরণে সক্ষম হয়েছে।

সব্জি বীজ ঃ আমাদেরে দৈনন্দিন জীবনে খাবারে পুষ্টির পরিমাণ অত্যন্ত কম। যেখানে দৈনিক কমপক্ষে মাথাপিছু ২০০ গ্রাম সব্জি খাওয়া দরকার সেখানে ৪৬ গ্রামের বেশী আমরা খাই না। আমাদের দেশের বাৎসরিক ৮.৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন সব্জি দরকার হলেও উৎপাদন হয় মাত্র ১.৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন। আমাদের দেশে প্রায় ২৩৩ হেক্টর জমিতে সব্জি চাষ হয়। যার জন্য বৎসরে ৫৯০ মেঃ টন বীজের প্রয়োজন। প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে বিদেশ থেকে সব্জি বীজ আমদানী করতে হয়। তাই বিএডিসি ১৯৮০-৮১ সালে "সব্জি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ প্রকল্প" নামে একটি প্রকল্প চালু করে। ঐ বৎসরেই এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২৩১ কেজি সব্জি বীজ সরবরাহ করা হয়। ১৯৯০-৯১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৪ টনে উন্নীত হয়।

বিএডিসির বর্তমানে ২৪টি বীজ উৎপাদন খামার রয়েছে। এই ২৪টি খামারে মোট ৬১০৪.২৫ একর জমির মধ্যে ৪৮৬২.৭৫ একর জমিতে বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে দেশে উন্নত জাতের বীজের চাহিদা মেটাতে বিএডিসি প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া বিএড়িসি ১৫টি চুক্তিবদ্ধ চাষী জোনের ৫৪,৫২৪ একর জমিতে ৫০ হাজার চুক্তিবদ্ধ চাষীর মাধ্যমে বীজ উৎপাদনে তৎপর রয়েছে।

সার্বিক মূল্যায়ন ঃ

প্রায় তিন যুগেরও বেশী সময় ধরে দেশের কৃষি উন্নয়নে নিয়োজিত বিএডিসির ভূমিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এই সময়ে কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও খাদ্য ঘাটতি কমানো সম্ভব হয়েছে। উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ উদ্ভাবন করে ফলন বাড়ানো হয়েছে, এক/দুই ফসলা থেকে এখন বছরে তিন পসলা আবাদও ব্যাপক সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

ইরি ধান, আলু ও উন্নত জাতের গম চাষের মাধ্যমে কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উল্লেখ্যযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে, সেচ ব্যবস্থার অগ্রগতির ফলে সেচের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তার করেছে।

চাকুরী আছে তারাও চাকুরী হারাবার ভয়ে মানসিক দুশ্চিন্তায় রয়েছে। অসহায় শ্রমজীবি মানুষের আশ্রয়দাতা সরকার এসব জুলুমের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে বরং শ্রমিক ছাঁটাইয়ের উস্কানি দিচ্ছে। মালিক ও সরকারের মিলিত জুলুম - শোষণের দোসর হচ্ছে তথাকথিত এদেশীয় সমাজতন্ত্রের পদলেহী শ্রমিক নেতারা । যারা এতদিন মেহনতি মানুষের মুরুব্বী হিসাবে নিজদেরকে দাবী করত, তারাই আজ মালিক ও সরকারের সাথে গোপন ষড়যন্ত্র করে নিজদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য শ্রমিক আন্দোলনকে পদদলিত করে মেহনতি মানুষকে তিলে তিলে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গোটা মানবজাতির কল্যাণ নিশ্চিত করা আজকের অশান্ত পৃথিবীর দাবী। ইসলাম মহান আল্লাহ পাকের এক অশেষ নেয়ামত। যুলুম ও বেইনসাফীর অবসান ঘটিয়ে মানবতার কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধানকারী পুরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্য ইসলাম নিখুত ও পরিপূর্ণ সকল সমস্যার সমাধান দিয়েছে, তেমনি অধীনস্থ শ্রমিক খেটে খাওয়া মানুষের জীবনে এনে দিয়েছে ভ্রাতৃত্ব ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে মালিক ও শাসকের পাশে।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গোটা বিশ্বের মানব জাতিকে বাতিল মতবাদের ছোবল থেকে রক্ষা করে অসহায় মানুষের দ্বারে ইসলামের শান্তি ফল্গুধারা পৌছে দেয়ার শপথ নিয়ে ১৯৬৮ সালের ২৩ শে মে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আত্মপ্রকাশ করে। আধুনিক বিশ্বে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন একটি চ্যালেঞ্জ। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ইতিপূর্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শ্রমজীবী মানুষকে নিয়ে সংগঠন করার দৃষ্টান্ত নেই। তাই এ সংগঠন নতুন ইতিহাস সৃষ্টিকারী একটি ফেডারেশন। আল্লার রহমতে এ ফেডারেশন একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক কার্য পদ্ধতির মাধ্যমে আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে নৈতিক প্রভাব ও আদর্শিক আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। একদল মোজাহিদ কর্মী ও সৎ নেতৃত্বের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে গড়ে তুলেছে একটি দূর্ভেদ্য সংগঠন। সংগঠনটি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও এর স্বীকৃতি লাভ করে এবং বাংলাদেশ সরকারের রেজিষ্ট্রিকৃত একটি জাতীয় ফেডারেশন।

সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

সারাদেশব্যাপী ফেডারেশনের তৎপরতা মেহনতি মানুষের মধ্যে পরিকল্পিত ভাবে প্রতিদিনই চলছে। নিয়মিত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কেন্দ্র, বিভাগ, অঞ্চল ও ইউনিটে সংগঠনকে সুবিন্যাস্ত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও চার বিভাগের সভাপতিদেরকে নিয়ে গঠিত হয়েছে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ। ৩১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে নির্বাচিত হন। এ ছাড়া বিভাগীয় উপদেষ্টা পরিষদ, পরামর্শ সভা, আঞ্চলিক পরিচালক, ইউনিট ইনচার্জ ও আঞ্চলিক পরামর্শ পরিষদ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ময়দানে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। শ্রমিক কল্যাণের কাজের সহযোগিতার জন্য প্রত্যেক জেলায় শ্রম সম্পাদক নিয়োগ করা হয়েছে।

দাওয়াত

প্রতিটি মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত রয়েছে। তাই পরিপূর্ণ ইসলামী জিন্দেগী গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পক্ষ থেকে শ্রমিক-কর্মচারীসহ সকল মেহনতি মানুষের মধ্যে ইসলামের সুমহান আহবান ব্যাপকভাবে পৌছানোর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়। বিগত দুই বছরে ১৮৪৪টি সাধারণ সভা, ১৮৭টি সমাবেশ, ২৫৬ টি মিছিল, গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত ১৮২৪ টি, ১টি দাওয়াতী পক্ষ, ১২৮৫৭টি পরিচিতি বিলি, ৩৭৯৬৬টি পোষ্টারিং, ২ লক্ষ ২৫ হাজার লিফলেট বিলি, ১৫৮ টি ইফতার মাহফিল ও ২০টি সীরাতুন্নবী (সঃ) মাহফিল করা হয়। এসব দাওয়াতী প্রক্রিয়ার ফলে ২৫ হাজার শ্রমজীবি মানুষের কাছে ইসলামের সুমহান দাওয়াত পৌছানো সম্ভব হয়েছে এবং ৬ হাজার ৩শ' মেহনতি মানুষ ফেডারেশনের দাওয়াত গ্রহণ করে ফরম পূরণ করেছে। এ ছাড়া অন্যান্য জাতীয় ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ, সিবিএ নেতৃবৃন্দ। শ্রী কর্মকর্তা ও সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ যোগাযোগ করে মত বিনিময় করেন এবং সমস্যাদি সমাধানের চেষ্টা করেন।

প্রশিক্ষণ

ইসলাম বিরোধী মহলের ষাড়াশি আক্রমণ মোকাবেলা করে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উজ্জীবিত এ কাফেলায় সামিল জনশক্তির জ্ঞান, চরিত্র, আল্লাহভীতি, নৈতিকতা ও যোগ্যতা অর্জনের জন্য ব্যাপক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। কর্মীদের নৈতিক মান উন্নয়নের পাশাপাশি, পেশাগত, আইনগত দক্ষতা অর্জনের ট্রেনিংও দেয়া হয়। ইসলামের মৌলিক জ্ঞান অর্জন ও অনুশীলনের সাথে সাথে পুঁজিবাদ, সাম্যবাদ, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ ও জাতীয়তাবাদের প্রচলিত শ্রমনীতি ও ইসলামী শ্রমনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট তুলনামূলক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়। এ লক্ষ্যে সারাদেশে ২৩টি শিক্ষা শিবির ১৫১টি শিক্ষা বৈঠক ১১৩৫৬টি কর্মী বৈঠক, ৩০৬২টি সামষ্টিক পাঠ, ১৪টি পাঠচক্র ২৯টি আলোচনা চক্র ও ১১৫টি শব্বেদারী প্রোগ্রাম উল্লেখযোগ্য।

ট্রেড ইউনিয়ন

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে জুলুম, স্বেচ্ছাচারিতা, বিশ্বাস ঘাতকতা দালালী, দুর্নীতি, নৈরাজ্য ও আঞ্চলিকতার ঘৃণ্য অধ্যায় অতিক্রম করে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ট্রেড ইউনিয়ন জগতে এক নতুন ধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে যে ট্রেড ইউনিয়নের ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ ভীতি পরকালে বিশ্বাস ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা অন্যায়ের প্রতিরোধ ইনসাফ ও মালিক শ্রমিক সমোজতা।

বিগত দু'বছরে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন যেসব ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে তা নিম্নরূপঃ মজুরী কমিশন বাস্তবায়নের দাবীতে মুহতারাম সভাপতির নেতৃত্বে শ্রম মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ, সারাদেশে দাবী দিবস পালন ও কর্তৃপক্ষের নিকট স্মারক প্রদান। মজুরী কমিশন রিপোর্ট প্রকাশ ও বাস্তবায়ন করা সর্বনিম্ন মজুরী দু'হাজার টাকা ধার্য করন। শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী) আইনের ১৯(ক) ধারাসহ সকল কালা কানুন বাতিল করণের দাবীতে সংসদে বিল উথাপন, স্থায়ী মজুরী কমিশন গঠন, বন্ধ ও লে-অফকৃত কলকারখানা খুলে দেয়া। চাকুরীচ্যুত শ্রমিকদের চাকুরীতে পুনর্বহাল বেকার কর্মক্ষম লোকদের চাকুরীর ব্যবস্থা করা ঢালাওভাবে বিরাষ্ট্রীয় করন না করা, গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের নামে শ্রমিকদেরকে হয়রানি না করা, হোটেল শ্রমিকদের রমজানে বেতন ও বোনাস প্রদান করা, দোকান কর্মচারীদের সামাজিক দেড় দিনের ছুটি ধার্য করা, বাস-ট্রাক, লরীসহ সকল ড্রাইভারদের লাইসেন্স প্রদানে জটিলতা দূর করা ও তাদের নিয়োগ পত্র প্রদান করা, রেল, জুট, বস্ত্র, গার্মেন্টস, চট্টগ্রাম বন্দর, জুটপ্রেস বেলিং, ব্যাংক, বিএডিসিসহ সকল শ্রমিক ও কর্মচারীদের ন্যায় দাবী পুরণ করা,ইত্যাদি ৩য় দাবী দাওয়া আদয়ের সংগ্রামে ফেডারেশন ৩১৪টি গেট মিটিং ২৫৬ টি মিছিল ১৮৭ টি সমাবেশ, ৬৮ টি দাবীনামা পেশ ১২টি স্মারকলিপি, ১৬৮৪টি চার্জসিটের জবাব গত ২৪ থেকে ৩০ শে নভেম্বর '৯৩ সারাদেশব্যাপী দাবী সপ্তাহ পালন, এবং ৩১৮ টি প্রেস বিজ্ঞপ্তীর মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এছাড়া মুহতারাম কেন্দ্রীয় সভাপতি সংসদে ও সংসদের বাইরে মেহনতি মানুষের সদস্যা সমাধানে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে।

সি, বি, এ নির্বাচনঃ ১৯৯১' ৯২ সেশনে মিল কারখানা গুলোর নির্বাচনে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন তার সীমিত শক্তি দিয়ে নির্বাচনী লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করে আল্লার রহমেত নিম্নরূপ সাফল্য অর্জন করেছেঃ ঢাকায় বিভিন্নশিল্প কারখানায় নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে ৫০ জন নির্বাচিত হয়েছে। চট্টগ্রামে ৬২ জন নির্বাচিত হয়েছে। এছাড়া রাজশাহীতে ৩টি মিলে ৭ জন সি. বি. এ নেতা হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন

প্রতি দু'বছর অন্তর ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ সম্মেলনে উপস্থিত কাউন্সিলারদের প্রত্যক্ষ সমর্থনের মাধ্যমে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটি দু'বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকে। ১৯৯১ সনের ২৬ শে অক্টোবর বিগত দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের

সেক্রেটারী জেনারেল এবং সংসদীয় দলের নেতা মুহতারাম মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল সর্বজনাব অধ্যাপক ইউসুফ আলী, আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্য আলহাজ্ব মুহাঃ শফিক উল্যাহ, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান প্রমুখ। এ সম্মেলনে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন- যথাক্রমে এডভোকেট শেখ আনসার আলী এমপি এবং অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান।

শ্রমিক সেবা

অভাবী, চাকুরীচ্যুত রোগগ্রস্ত দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ও অসহায় মেহনতি মানুষের সাহায্য সযোগিতা করা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের স্থায়ী কর্মসূচী। এই কাজকে ফেডারেশন ইবাদত হিসাবে গ্রহণ করেছে। জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মেহনতি মানুষের সেবা ফেডারেশন তার সীমিত সামর্থানুযায়ী সারা বছর আঞ্জাম দিয়ে থাকে।

এ লক্ষ্যে ফেডারেশন সারা দেশে ১০টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, ১০টি কুরআন শিক্ষা কেন্দ্র ৬টি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনা করছে। এ ছাড়া গরীব শ্রমিকদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ, ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সেমাই, চিনি, নগদ টাকা এবং ঈদুল আযহা উপলক্ষে কোরবানীর গোস্ত বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।

সফর

বিভাগীয় শিক্ষা শিবির, শ্রমিক সমাবেশে, সীরাতুন্নী (সঃ) সম্মেলন, দাওয়াতী পক্ষ ও সাংগঠনিক পক্ষ উপলক্ষে মুহতারাম কেন্দ্রীয় সভাপতি ১৯৯১-৯২ সেশনে ঢাকায় ১২ বার, চট্টগ্রামে ৫ বার খুলনায় ১১ বার এবং রাজশীতে৪ বার সফর করেন। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এই সময় ঢাকায় ৭৭ বার চট্টগ্রামে ১৩ বার, খুলনায় ৫ বার এবং রাজশাহীতে ৩ বার সফর করেন।

এ ছাড়া ঢাকা বিভাগীয় সভাপতি কবির আহমদ মজুমদার। চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি এমএ তাহের, খুলনা বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মিয়া মুহাঃ গোলাম পরওয়ার, রাজশাহী বিভাগীয় সভাপতি আবুল কালাম আজাদ এবং ঢাকা মহানগরী সভাপতি মাওলানা আনিছুর রহমান চৌধুরী ফেডারেশনের বিভিন্ন আঞ্চলিক শাখাগুলো সফর করেন।

জাতীয় সমস্যায় শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

আপনারা জানেন যে, আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। হত্যা, লুট, সন্ত্রাস, রাহাজানি, ছিনতাই, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জান-মাল ও ইজ্জতের উপরে হামলা এখন প্রতিদিনের ঘটনা। মানুষ গড়ার আংগিনায় অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে লেখাপড়ার পরিবেশ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে সন্ত্রাসীদের দুর্গে পরিণত হয়েছে। কয়েক কোটি যুবক আজ বেকারত্বের অভিশাপ নিয়ে হতাশার অন্ধকারে ধুকে ধুকে মরছে। যাদের চাকরী আছে তারাও চাকরী হারাবার ভয়ে চরম মানসিক রোগে ভুগছে। ধনী-গরীবের ব্যবধান প্রতিদিনই বেড়ে চলছে। এক শ্রেণীর অসৎ ব্যবসায়ী কালো টাকার পাহাড় গড়ে তুলছে। আর লাখো লাখো মানুষ অর্ধাহারে অনাহারে দিন যাপন করছে। কৃষক-শ্রমিক আজ তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত। দুর্নীতি আজ অক্টোপাসের মত সর্বস্তরে আমাদেরকে গিরে ধরেছে। সর্বস্তরের নেতৃত্ব অসৎ লোকদের হাতে বন্ধী হয়ে আছে। সন্ত্রাসী চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্য এখন গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। দেশের শিল্প কারখানাগুলো একের এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে শ্রমিকেরা বেকার হচ্ছে এবং দেশীয় পণ্যের উৎপাদন শূন্যের কোটায় পৌঁছেছে। আমাদের প্রিয় জন্মভূমি পরিণত হচ্ছে বিদেশী পণ্য, বিশেষ করে ভারতের বাজারে। দেশের ভিতরে বাইরে চলছে আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র। সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, মজুদদারী, কালো বাজারী চলছে অবাধ গতিতে। ডাল, চাল, তেল, বিদ্যুৎ কাগজ-কালিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য লাগামহীনভাবে বেড়ে চলছে। এমতাবস্থায় সরকার দায়িত্বহীন ভাবে নীরব

দর্শকের ভূমিকা পালন করছে এবং সন্ত্রাসের বিস্তার ঘটাচ্ছে। প্রধান বিরোধী দল সন্ত্রাসের মাধ্যমে ক্ষমতা লাভের পাঁয়তারা চালাচ্ছে।

ভারতের ষড়যন্ত্রে বাংলাদেশ থেকে ইসলামী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ মুছে ফেলার জন্য এদেশীয় ভারতীয় ইয়াহুদী সাম্রাজ্যবাদের দালালেরা ধর্মীয় রাজনীতি বন্ধ করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। তাই জাতীয় সংসদে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বন্ধ করার আবদার তুলে পবিত্র সংসদকে কলংকিত করেছে। মসজিদ মাদ্রাসায় হামলা হচ্ছে এবং দাঁড়িওয়ালা টুপিওয়ালাদের নির্মম ভাবে আহত ও নিহত করা হচ্ছে। এসবের বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে কিংবা কার্যকর কিছু করতে গেলে তাদের উপর নেমে আসে সীমাহীন জুলুম।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন জাতীয় সমস্যা, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও অপরাধের বিরুদ্ধে আপোষহীন ভূমিকা পালন করছে। সারা দেশে অন্যায়, জুলুম, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের প্রতিবাদে মিছিল, মিটিং, পত্রিকায় বিবৃতি ও আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে। আমাদের প্রিয় জন্মভূমি থেকে চিরতরে সকল সমস্যার মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে দেশে আল্লার আইন ও সৎ লোকের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এদেশে আল্লার আইন কায়েম হলে দেশ থেকে বেকারত্ব, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, অর্থনৈতিক বৈষম্য, শোষণ, জুলুম, নির্যাতন সবকিছুই দূর হবে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ- শ্রেণী নির্বিশেষে সকলেই পাবে তাদের অধিকার। অর্থনীতিতে গতির সঞ্চার হবে। আমাদের আর ভিক্ষুক জাতি হিসাবে কারো কাছে হাত পাততে হবে না। বিশ্বের দরবারে আমাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা আল্লার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে পাব দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কল্যাণ।

সংগঠনের আয়ের উৎস ঃ

সাধারণত অন্য শ্রমিক সংগঠনগুলোতে দেখা যায় কর্মীদের থেকে চাঁদা তোলা হয় না বরং সংগঠনের ফান্ড খরচ করেই কর্মীদের কাজে লাগানো হয়। তাই ধনী ব্যক্তিরাই সংগঠনের নেতা সেজে বসেন। কিন্তু শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। ফেডারেশনের সদস্য, কর্মী ও সক্রিয় সমর্থকেরা তাদের মাসিক আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ প্রতিমাসে নিয়মিত ফেডারেশনের বায়তুল মালে দান করে থাকে, অর্থাৎ কর্মীদের আর্থিক কোরবানীই ফেডারেশনের আয়ের মূল উৎস। মেহনতি শ্রমিক কর্মীরা প্রতিমাসে যে আর্থিক কোরবানী করেন তা দিয়েই গোটা সংগঠনের নিয়মিত কাজ পরিচালিত হচ্ছে। আল্লার দ্বীনকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জান-মাল খরচ করার যে নির্দেশ আল-কোরআনে রয়েছে তার উপর সদস্য ও কর্মীদেরকে আমল করার জন্য ফেডারেশন গুরুত্বের সাথে তাকিদ দিয়ে থাকে।

সত্যের সৈনিক ভায়েরা ঃ

ইসলাম পৃথিবীর জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের জন্য শান্তি ও কল্যাণ বয়ে নিয়ে এসেছে। কিন্তু সত্যের দুষমনেরা ইসলামের শান্তি ও কল্যাণ মানুষের দ্বারে পৌছে যাক তা চায় না। তাই মানবতার দুষশনদের আবু জেহেল-আবু লাহাব, ফেরাউন, নমরুদের উত্তরসূরীদেরকে প্রতিহত ও মোকাবেলা করে ইসলামের শান্তি সারা বিশ্বের মানুষের কাছে বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌছিয়ে দেয়ার এ দায়িত্ব আল্লার বান্দা ও সৈনিকদেরকে গ্রহণ করতে হবে। এ মহান লক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জন্ম। আমরা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছি তারাও এ সংগঠনের সদস্য, কর্মী ও সমর্থক। আপনাদের ত্যাগ কোরবানী ও সার্বিক প্রচেষ্টার উপরে নির্ভর করছে এ সংগঠনের সফলতা। আমরা যদি সত্যিকার নিঃস্বার্থ ভাবে আল্লার সৈনিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারি, তাহলে শুধু বাংলাদেশেই নয়, মেহনতি মানুষের এ সংগঠন সারা দুনিয়ায় ইসলামী বিপ্লবের সফলতার জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আশা করি ফেডারেশনের ১৯৯৩ ইং সনের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন আর এক ধাপ এগিয়ে দেবে ইনশাআল্লাহ। আমরা এ সম্মেলন থেকে আল্লাহকে সাক্ষ্য রেখে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ব এবং প্রতিটি মেহনতি মানুষকে আল্লার দ্বীনের পথে আহবান করে তাদেরকে সংগঠিত করে আল্লার সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলব। আজকের এ ঐতিহাসিক সম্মেলনে উপস্থিত সম্মানিত মেহমানবৃন্দ, সুধী মন্ডলী, সদস্য ও কর্মী ভায়েরা এবং যাদের

পর্যালোচনা : বিএডিসির কর্মকান্ডে কৃষি উৎপাদন উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেলেও এখনো কাংখিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌছতে পারেনি। প্রায় ১২ কোটি লোকের জন্যে ভৌগোলিক ভাবে ৩৫৫ লক্ষ ৮২ হাজার ৭শত ২৫ একর ভূমিতে যে আয়তন তা বৃদ্ধির কোন সুযোগ আমাদের নেই। বিশাল এই জনগোষ্ঠীর প্রায় ৮০% লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং জাতীয় আয়ের কমপক্ষে ৫৫%-৫৮% আয় কৃষিখাত থেকে আসলেও খাদ্য উৎপাদনের দিক থেকে আমাদের দেশ এখনও অনেক পিছিয়ে আছে। কাজেই দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হলে আবাদযোগ্য জমি আধুনিক প্রযুক্তির আওতায় আনা একান্ত অপরিহার্য। এখনও প্রায় ৬ লক্ষ ৭০ হাজার একর পতিত জমিকে চাষযোগ্য এবং এক ফসলা জমিকে দুই/তিন ফসলা জমিতে রূপান্তর করতে হবে। এজন্য বিএডিসিকে আরো উন্নয়নমুখী প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অতীব দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বিএডিসিকে সংকোচন করে ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া প্রায় সম্পন্নের পথে। বিশ্বব্যাংক আইএমএফ ও এডিবির চাপে সরকার কর্তৃক গৃহীত সংকোচন নীতি গ্রহণের মাধ্যমে সার, সেচ প্রকল্পসহ কৃষি উপকরণাদি ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরিত হলে দেশে ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে এবং কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করে যে কৃষি অবকাঠামো ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হয়েছে তার সেবা থেকে দেশব্যাসী বঞ্চিত হবে। সেই সাথে বেকার হবে বিএডিসির ১৭ হাজার দক্ষ কর্মী। ফলে জনসাধারণ সেবার বদলে ব্যবসায়ীর হাতে শোষিত হবে কৃষি উৎপাদন হবে ব্যাহত।

উপসংহার :

বিএডিসি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে, বাণিজ্যিক হিসেবে নয়। একে লাভ জনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিণত করার কোন যৌক্তিকতা নেই। ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ সরবরাহের সুফল হিসেবেই দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংপূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌছেছে। বিএডিসিকে সংকোচন করে আগামী দুই হাজার সাল নাগাদ ২ কোটি টন খাদ্য উৎপাদন কর্মসূচী সফল করা মোটেই সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় দেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে সংকোচন নীতি পরিহার করে বিএডিসির অস্তিত্ব, অখন্ডতা ও সেবামূলক চরিত্র অক্ষুণ্ন রেখে সার ও সেচ প্রকল্প পূর্বের ন্যায় বিএডিসির হাতে ফিরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। দেশের সার্বিক স্বার্থেই সরকারকে সংকোচন নীতি পরিহার করে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে হবে।

রেল শ্রমিক নেতা আবু তাহের খানের উপর হামলা ও BREL অফিসে অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুরের প্রতিবাদে আয়োজিত জনসভায় বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুন-অর-রশীদ খান।

Delowar Hossain
Director

R & R Auto Engineering works.

89. Purana Paltan Leen.
Dhaka.

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের
দ্বি-বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯১-৯২

—অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান
সাধারণ সম্পাদক

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি ও প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, আমন্ত্রিত সুধীমন্ডলী, সম্মানিত মেহমানবৃন্দ ও আমার প্রাণ প্রিয় ডেলিগেট ভাইয়েরা,

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ।

আমি এই পবিত্র মুহূর্তে লক্ষ কোটি শুকরিয়া আদায় করছি মহান রাব্বুল আলামিনের, যিনি তাঁর অসীম করুণায় একদল মেহনতি মানুষকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আন্দোলনে শামিল হওয়ার তওফিক দান করেছেন। দরূদ ও সালাম বিশ্বনেতা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি, যিনি পৃথিবীর প্রতিটি বান্দাকে স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করার জন্য মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে একটি নির্ভুল ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা উপহার দিয়ে মানবতার স্থায়ী শান্তি ও মুক্তির গ্যারান্টি দিয়েছেন। দ্বীন কায়েমের জন্য যুগে যুগে যারা আল্লার পথে শহীদ হয়েছেন তাদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, বিশেষ করে বাংলার জমিনে আল্লার দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে সব ছাত্র, যুবক শাহাদত বরণ করেছেন তাদেরকে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি এবং আল্লার দরবারে তাদের জন্য জান্নাতুল ফেরদাউস কামনা করছি। সুদূর টেকনাফ থেকে পঞ্চগড় পর্যন্ত বিভিন্ন কল-কারখানা ও পেশার খেটে খাওয়া শ্রমিক সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে কষ্ট স্বীকার করে যারা উপস্থিত হয়েছেন তাদের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ। আমন্ত্রিত মেহমান ও অতিথিবৃন্দকে জানাই শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ও স্বাগতম।

বন্ধুগণ

যে শ্রমিক সারা জীবন রক্ত পানি করে আধুনিক সভ্যতা ও উন্নতিকে প্রতিটি ধাপে ধাপে এগিয়ে দিয়েছে, হাজারো মিল কারখানা গড়ে তুলেছে, সে শ্রমিক চাকুরী শেষে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরছে। তাহলে আধুনিক যুগে মতবাদ পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ নতুন নতুন পদ্ধতি ও কৌশল আবিষ্কার করে মেহনতি মানুষকে তিলে তিলে শোষণ করে স্বার্থপর শাসক ও বিত্তবানরা সৌভাগ্য রচনা করছে। মানবতা বিবর্জিত পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের মধ্যে অসহায় ও অধীনস্থ শ্রমজীবী মানুষের জন্য রয়েছে ঘৃণা, অবহেলা, বঞ্চনা, যুলুম ও নির্যাতন। মানব রচিত মতবাদ সমাজবাদ ও পুঁজিবাদ মানব সমাজের শান্তির ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে আজ পরিত্যক্ত এবং প্রত্যাখ্যাত। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের কবর রচিত হয়েছে।

সংগ্রামী সাথীরা,

আজ গোটা দুনিয়াব্যাপী বাতিল সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমিক সমাজ সবচেয়ে বেশী নির্যাতিত অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত। বিশেষ করে বাংলাদেশের শ্রমজীবি মানুষের অবস্থা এত করুণ যা বিবেকবান লোকেরা ভাবতেও পারে না। বিদেশী প্রভুদের স্বার্থে মিল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার শ্রমিক অর্ধাহারে অনাহারে মানবেতর জীবন যাপন করছে। যাদের

সহযোগিতায় এ সম্মেলন সফলতা লাভ করলো তাদের সকলের জন্য আল্লার কাছে সর্বোত্তম পুরস্কার কামনা করছি। আমাদের বিগত সেশনের কার্যক্রমের মধ্যে যতটুকু সফলতা দেখতে পেয়েছেন সে জন্য আল্লার শুকরিয়া আদায় করছি এবং যতটুকু ভুল-ত্রুটি ও ঘাটতি রয়েছে তার সবটুকু আমাদের দুর্বলতা, সে জন্য আল্লার কাছে ক্ষমা প্রার্থী। আমিন।

জাতীয় সংসদে শ্রমিক কল্যাণের তৎপরতা

ইসলামী আন্দোলনের পতাকাবাহী একক শ্রমিক সংগঠন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সুপ্রিম কোর্ট-এর বিশিষ্ট আইনজীবি এডভোকেট শেখ আনছার আলী এমপি বিগত ২৭ শে ফেব্রুয়ারী '৯১ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাতক্ষিরা জেলার তালা-কলারোয়া নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন।

তিনি সংসদের বিভিন্ন অধিবেশনে শ্রমিক-কর্মচারীদের অধিকার সম্পর্কে যা যা বলেছেন এবং করেছেন তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেশের সাধারণ মানুষ ও শ্রমিক-কর্মচারী ভাইদেরকে জানানো প্রয়োজন মনে করে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হলো।

সংসদের প্রথম অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর বক্তব্য রাখতে যেয়ে তিনি শ্রমিক-কর্মচারীদের দুঃখ-দুর্দশার করুণ চিত্র তুলে ধরে মিল কল-কারখানা বন্ধের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, চট্টগ্রামের সুলতানা, নোয়াখালীর ডেল্টা, চাঁদপুরের ডব্লিউ রহমান, মাদারীপুরের হাওলাদার জুট মিল, সিরাজগঞ্জের স্পিনিং মিলসহ আরো অন্যান্য কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শ্রমিকরা বেকার হয়ে গেছে। এদিকে নজর দিতে হবে।

১৯৮২ সাল থেকে নব্বই সাল পর্যন্ত বিগত নয় বৎসরের স্বৈরাচার বিরোধী গণ আন্দোলনে শ্রমিক-কর্মচারীদের অবদানের কথা স্মরণ করে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এর সভাপতি বলেন, আজকে বাংলাদেশে শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি মানুষের আন্দোলনকেও স্মরণ করতে হবে। আদমজীতে যেভাবে শ্রমিকরা প্রাণ দিয়েছে তাদের কথা স্মরণ রাখা উচিত।

চিনি কলে আখ সরবরাহকারী চাষীদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, চিনি কলে আখ সরবরাহ করলে আখের উপর মন প্রতি ১২ পয়সার স্থলে ২৫ পয়সা কর প্রস্তাব করে সুগার সেস এ্যাক্ট সংশোধন করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করলে তাহার যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদের মুখে সরকার আইনটি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। যদি আখের মন প্রতি কর বৃদ্ধি করা হত তাহলে চিনি কলগুলি ও এর শ্রমিকেরা সংকটের মধ্যে পতিত হত। চোরাইপথে ভারত থেকে চিনি আসা বন্ধ ও চিনির উৎপাদন খরচ কমাবার জন্য সরকারকে পরামর্শ দেন।

সরকার সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেসের শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন খর্ব করার লক্ষ্যে একটা আইন পাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করলে এডভোকেট শেখ আনছার আলী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আলোচনা ক্রমে উক্ত আইন প্রত্যাহার করে নেয়ার ব্যবস্থা করেন। শুধু তাই নয়, সংসদে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেও শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশা ও নানাবিধ প্রয়োজনের কথা তুলে ধরে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন।

মজুরী কমিশন- জাতীয় সংসদে স্পীকার মন্ত্রীদের বেতন ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাব আনলে ফেডারেশনের সভাপতি এর বিরোধীতা করে মজুরী কমিশন গঠনের দাবি জানান। মজুরী কমিশন গঠনের পর রিপোর্ট পেশে বিলম্ব হওয়ায় বারবার সংসদে দাবী উঠান।

বিরাষ্ট্রীয় করন- কোন প্রকার হিসাব ও চিন্তা ভাবনা না করে বিরাষ্ট্রীয় করন করার কারণে সমাজে বহুবিধ সমস্যা দেখা দেবে, যেমন- দায়িত্বহীন ভাবে রাষ্ট্রীয় করণ করার চরম পরিনতি জাতিকে আজো ভোগ করতে হচ্ছে। তিনি জাতীয় সংসদে আরো বলেন, যদি অলাভ জনক কোন প্রতিষ্ঠান বিরাষ্ট্রীয়করন করতেই হয় তাহলে শ্রমিকদের চাকরীর নিশ্চয়তা, উৎপাদনের নিশ্চয়তা, এবং নাম মাত্র মূল্যে নয় ন্যায্য মূল্যের নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে।

পাট শিল্প ঃ- ফেডারেশনের সভাপতি জাতীয় সংসদে পাট শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন- সরকারের ভ্রান্ত শিল্পনীতির কারনে বাংলাদেশের সোনালী আঁশ আজ জনগণের গলার ফাঁসে পরিণত হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে ভারতকে

খুশি করার জন্য পাট শিল্পকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। তিনি পাটজাত দ্রব্যের দেশীয় ব্যবহার বৃদ্ধি ও বৈদেশিক রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারকে জরুরী ও বলিষ্ঠ ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন।

বস্ত্র শিল্প ঃ- বস্ত্র শিল্পের যে দূরবস্থা তা কাটিয়ে উঠবার জন্য তিনি সরকারকে জাতীয় সংসদ তিনটি পরামর্শ দেন।

১। বস্ত্র কলগুলোকে আধুনিক মেশিনে সজ্জিত করা।

২। ভারতীয় বস্ত্রের সয়লাভ প্রতিহত করা

৩। সীমান্তের চোরাচালান বন্ধ করা।

রেল ঃ- দেশের রেলকে রক্ষা করার জন্য তিনি জাতীয় সংসদে সরকারকে পরামর্শদেন যে, রেলকে বাঁচাতে হলে রেলের অপচয় ও দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। মাথাভারী প্রশাসন রোধ করতে হবে। যমুনা সেতুতে রেল লাইন সংযোজন করতে হবে। তিনি বলেন, গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের নামে দক্ষ লোকদেরকে বহিষ্কার করে রেলকে পঙ্গু করা হয়েছে।

বিএডিসি- জাতীয় সংসদে তিনি বলেন- কৃষি ক্ষেত্রে বিএডিসি যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে তা বন্ধ করা যাবে না। বিএডিসিকে রক্ষা করার জন্য মাথাভারী প্রশাসন কমাতে হবে। অপচয় ও দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য সরকারকে নিরপেক্ষ ভাবে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

টার্মিনেশন বাতিলের বিল ঃ- ফেডারেশনের সভাপতি এডভোকেট শেখ আনসার আলী শ্রম নিয়োগ স্থায়ী আদেশ ১৯(ক) ধারা বাতিল করার জন্য জাতীয় সংসদে প্রস্তাব আনেন যা বিল আকারে জাতীয় সংসদে আসার অপেক্ষা করছে।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এডভোকেট শেখ আনসার আলী জাতীয় সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে যে কয়েকটি সংসদীয় কমিটি গঠিত হয়েছে তার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। যেমন-

১। সংসদ কমিটি

২। সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি

৩। বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করন সংক্রান্ত বিলের বাছাই কমিটি।

৪। আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কমিটি

৫। ইনডেমনিটি সংক্রান্ত বিশেষ কমিটি

৬। শিক্ষাঙ্গণ সন্ত্রাস প্রতিরোধ কমিটি

বিভিন্ন কমিটিতে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা গোটা জাতির দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে।

বাংলাদেশের আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলের জীবন ভরে উঠুক সুখ, শান্তি ও স্বাচ্ছন্দে

"Mecoy" ম্যাকয় বলপেন

সুইজারল্যান্ডের শীষ

জার্মানীর কালি

লিবার্টি প্রোডাক্টস, ঢাকা, বাংলাদেশ।

সাংগঠনিক তৎপরতা

কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক যথাক্রমে গত ১০ই অক্টোবর ও ২৮শে ডিসেম্বর '৯১ এবং ৭ই ফেব্রুয়ারি, ৫ জুলাই, ১৫ই অক্টোবর, এবং ১০ই ডিসেম্বর '৯২ ফেডারেশনের মগবাজারস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকগুলোতে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহতারাম শেখ আনছার আলী এমপি।

এ সমস্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সর্বজনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ শফিক উল্যাহ (প্রাক্তন সংসদ সদস্য), অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, এম, এ তাহের, মাওলানা এ, বি, এম হাবিবুর রহমান, আবুল কালাম আজাদ, কবির আহমদ মজুমদার ও মিয়া মুহাম্মদ গোলাম পরওয়ার প্রমুখ।

বৈঠকে মজুরী কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ ও বাস্তবায়ন, সর্বনিম্ন বেতন দুই হাজার টাকা ধার্য করা, লে-অফ, লক-আউটসহ সকল বন্ধ মিলকারখানা অবিলম্বে চালু করা, দ্রব্য মুল্যের উর্ধ্বগতি রোধ, শ্রমিক ছাঁটাই ও শ্রমিক নির্যাতন বন্ধ করণ, রমজান মাসে হোটেল শ্রমিকদের পূর্ণ এক মাসের বেতন ভাতা এবং ঈদ বোনাস প্রদান, ঢালাওভাবে বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতির প্রতিবাদ, ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুদের দ্বারা বাবরী মসজিদ ধ্বংসের তীব্র নিন্দা, আদমজীতে শ্রমিক নেতা হত্যার নিন্দা, ঘাদানিক কমিটি নিষিদ্ধকরণ, বি আর ই এল নেতা আবু তাহের খানের উপর হামলার নিন্দা, চট্টগ্রামে ফেডারেশন কর্মী পত্রিকা হকার জহির হত্যার নিন্দা ও বিচার দাবি, আরাকানে মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের নিন্দা, জামায়াত এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মী হত্যার নিন্দা ও জামায়াতে ইসলামীর আমীর প্রবীণ জননেতা মুহতারাম অধ্যাপক গোলাম আযমের গ্রেফতারের নিন্দা ও মুক্তির দাবি জানিয়ে প্রস্তাববালী গৃহীত হয়।

কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সভা ঃ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সভা যথাক্রমে গত ১১ই অক্টোবর এবং ২৬শে অক্টোবর '৯১ এবং ৭ই ফেব্রুয়ারি, ৬ই জুলাই এবং ১১ই ডিসেম্বর '৯২ ফেডারেশরেনর ঢাকার মগবাজারস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সংসদীয় দলের সচিব মুহতারাম শেখ আনসার আলী এমপি এবং খুলনা বিভাগীয় ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি সর্বজনাব মাওলানা এ, বি, এম হাবীবুর রহমান, এম, এ, তাহের প্রমুখ।

এসব সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, কেন্দ্রীয় সহ - সভাপতি সর্বজনাব এম, এ তাহের, মাওলানা এ, বি, এম হাবীবুর রহমান, আবুল কালাম আজাদ, কবির আহমদ মজুমদার এবং আরকান আলী, সহ-সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে সর্বজনাব আবদুল গনি, আবু মোঃ সেলিম, মিয়া মুহাঃ গোলাম পরওয়ার, মোহাম্মদ উল্ল্যাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক ইকবাল হোসেন খান পাঠান, আইন-আদালত সম্পাদক আবু তাহের খান, প্রচার সম্পাদক আজহার আলী (পাকশী), শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক মুহাঃ আবদুস সালাম, সাহায্য ও পুনর্বাসন সম্পাদক সফিকুল আলম, কোষাধ্যক্ষ খায়রুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান, সদস্য সর্বজনাব নুরুজ্জামান, এস, এম আবুদল হাই, নুরুজ্জামান আজাদ, মোঃ সফিউল্যাহ, মীর্জা মিজানুর রহমান, শেখ মহসিন আলী, আবু মোহাঃ সেলিম,

সাঈদুর রহমান, আবু জাফর ভূঁঞা, সাইয়েদ আবদুর রাজ্জাক, মোসলেম আলী তালুকদার, হাবীবুর রহমান, গোলাম কবীর, মাওলানা আনিছুর রহমান চৌধুরী এবং মোহিব্বুর রসুল প্রমুখ।

বিভাগীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন

চট্টগ্রাম বিভাগ ঃ গত ৩০শে অক্টোবর '৯২ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের চট্টগ্রাম বিভাগীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন বিভাগীয় সভাপতি জনাব এম, এ তাহেরের সভাপতিত্বে স্থানীয় ওয়াজিউল্যাহ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল ও সংসদীয় দলের নেতা মুহতারাম মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও জামায়াত সংসদীয় দলের সচিব এডভোকেট শেখ আনছার আলী এমপি এবং জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, প্রাক্তন সংসদ সদস্য আলহাজ মুহাঃ শফিক উল্যাহ।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব অধ্যক্ষ মাওলানা আবু তাহের, মুহাঃ শাহজাহান চৌধুরী এমপি, অধ্যাপক আহসান উল্লাহ, আফসার উদ্দিন চৌধুরী, ইকবাল হোসেন খান পাঠান, আরকান আলী, আবু তাহের খান ও আবদুল গনি প্রমুখ।

সভায় জনাব এম, এ তাহেরকে সভাপতি এবং জনাব ইকবাল হোসেন খান পাঠানকে সাধারণ সম্পাদক করে ৪১ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিভাগীয় কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়।

রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ লীগ

বাংলাদেশ রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ লীগের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন গত ৪ঠা মার্চ '৯২ ঢাকাস্থ রেলওয়ে কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। এমপ্লয়ীজ লীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব আরকান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল ও সংসদীয় দলের নেতা মুহতারাম মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি শেখ আনসার আলী এমপি, জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য আলহাজ্ব মুহাঃ শফিক উল্যাহ, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল এবং দৈনিক সংগ্রামের নির্বাহী সম্পাদক মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অব মুসলিম ইয়থ (ওয়ামী) এর এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক এবং "ইফসুর" সেক্রেটারী জেনারেল ডাঃ সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জনাব এটিএম আজহারুল ইসলাম, ডঃ আতাউর রহমান প্রমুখ।

সভায় জনাব আরকান আলীকে সভাপতি এবং আবু তাহের খানকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ লীগের ১৯৯২-৯৩ সালের কার্যকরী পরিষদের কমিটি গঠন করা হয়।

পরিবহন শ্রমিক প্রতিনিধি সম্মেলন

গত ১৬ই অক্টোবর '৯২ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে এক ''পরিবহন শ্রমিক প্রতিনিধি সম্মেলন''মগবাজারস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল ও সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। এছাড়া ফেডারেশনের সাবেক সভাপতি আলহাজ মুহাঃ শফিক উল্যাহ, মাওলানা সরদার আবদুস সালাম, এডভোকেট শেখ আনসার আলী এমপি বক্তব্য রাখেন।

মে দিবস পালন

ইসলামী শ্রমনীতি ও ইসলামী সমাজ কায়েমের আহবান জানিয়ে অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও ফেডারেশনের উদ্যোগে সারাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে মে দিবস পালন করা হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীসহ গুরুত্বপূর্ণ শিল্প এলাকায় ফেডারেশন আলোচনা সভা ইসলামী শ্রমনীতি এবং মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে মিছিল - মিটিং করা হয়। বিশেষ করে ঢাকায় কেন্দ্রের সহযোগিতায় মহানগরী ফেডারেশন শাহজাহানপুর রেলওয়ে কমিউনিটি সেন্টারে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল মুহতারাম মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি শেখ আনসার আলী এমপি, এবং দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা রুহুল আমিন খান।

প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল ঃ ইসলামী আন্দোলনের বিশ্ববরেণ্য নেতা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর মজলুম জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযমকে সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে গ্রেফতারের প্রতিবাদে সারাদেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীসহ বড় বড় শহর ও শিল্প এলাকায় প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ করে ঢাকা বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সমাবেশ ও পরে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া চট্টগ্রামে বি, আর, ই, এল এর সাধারণ সম্পাদক আবু তাহের খান, মোঃ রফিকুল ইসলাম, আলী আকবর, মোঃ দেলোয়ার, মোঃ হানিফ ও তারা মিয়া, খুলনার ফেডারেশন অফিসে হামলা, সাংগঠনিক সম্পাদক আবু জাফর ভূঁঞা , কর্মী আবু তাহের, ঢাকায় ডেমরার মাওলানা ফজলুল হক, মাওলানা আবদুল হক, খলিলুর রহমান, আদমজীর মোহাম্মদ উল্লাহ ও এ, বি, এম সালেহ এর বাসায় হামলা, আবদুল মতিন, আবদুল হালিম, মোমেন উল্লাহ ও সাইফুল্লার উপর হামলা, ঘোড়াশালের পূবালী জুট মিলের মোহাম্মদ আলী, টঙ্গীর রেজাউল করিম, ফতুল্লার আবদুস সালাম এবং রাজশাহীর পাকশী শাখার বিআরইএল-এর সহ-সভাপতি আনিছুর রহমান প্রমুখ ফেডারেশন নেতা ও কর্মী ঘাদানিচক্র ও বাতিলপন্থীদের দ্বারা মারাত্মক ভাবে আহত হওয়ার প্রতিবাদে সারাদেশে প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

শিক্ষা শিবির

ফেডারেশনের বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের নেতৃবৃন্দকে জাহেলিয়াত ও আধুনিক যুগের যাবতীয় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে নিজেদেরকে আদর্শ ও যোগ্য শ্রমিক নেতা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ফেডারেশন আগষ্ট '৯২ মাসে বাছাইকৃত শ্রমিক নেতাদের ৩ দিনের এক Leadership Training Camp মগবাজারস্থ আল-ফালাহ মিলনায়তনে আয়োজন করা হয়। এতে শ্রম দপ্তর, ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন ও আই, আর, আই-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর মনোজ্ঞ আলোচনা রাখেন।

এছাড়া ঢাকায় ৬টি, চট্টগ্রামে ৮টি, খুলনায় ৫টি, রাজশাহীতে ৫টি এবং ঢাকা মহানগরীতে ১টি শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্থানীয় শ্রম দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ

গত ২৬-২৮শে মে '৯২ ঢাকায় "Development of law cost Computer Based Labour market information System"-এর উপর LLO- এর উদ্যোগে ৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান একমাত্র শ্রমিক প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকার হোটেল পূর্বানীতে আই, এল, ও-এর উদ্যোগে ৪ দিনব্যাপী ''টেড ইউনিয়ন ও মানবাধিকার'' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স গত নভেম্বর ১৯৯১তে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি এবং ঢাকা বিভাগীয় সভাপতি জনাব কবির আহমদ মজুমদার ও কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব ইকবাল হোসেন খান পাঠান শ্রমিক প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

গত ৩০শে জানুয়ার-১লা ফেব্রুয়ারী '৯৩ ঃ শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় এবং আই, এল, ও-এর যৌথ উদ্যোগে Development of sound Labour Relations and Mutual Understanding-এই বিষয়ের উপর আয়োজিত জাতীয় ত্রিপক্ষীয় প্রশিক্ষণ কোর্সে ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান এবং খুলনা বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মিয়া মুহাঃ গোলাম পরওয়ার শ্রমিক প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

কেন্দ্রীয় সভাপতির পাকিস্তান সফর

গত এপ্রিল মাসে National Labour Federation পাকিস্তান-এর উদ্যোগে Islamic Model of Labour Movement-এর উপর আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় সভাপতি শেখ আনসার আলী এমপি পাকিস্তান সফর করেন। তিনি সেমিনারে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন মুসলিম দেশের শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সাথে শ্রমিক ও শ্রম আন্দোলন সম্পর্কিত বিষয়ে মত বিনিময় করেন এবং সেমিনারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

সীরাতুন্নবী (সঃ) মাহফিল

১। গত ১১ই জুলাই '৯২ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ডেমরা আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে আহমদ বাওয়ানী টেক্সটাইল কলোনী মাঠে এক সীরাতুন্নবী (সাঃ)মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। আঞ্চলিক সভাপতি জনাব সফি উল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি শেখ আনসার আলী এম,পি বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় সংসদ সদস্য মাওলানা হাবীবুর রহমান (World Assembly of Muslim youth) (ওয়ামী)-এর দক্ষিণ এশীয় পরিচালক জনাব ডাঃ সৈয়দ আবদুল্লাহ মোঃ তাহের।

২। গত ৯ই অক্টোবর '৯২ বাংলাদেশ রেলওয়ে এমপ্লীয়জ লীগের উদ্যোগে স্থানীয় শাহজাহানপুর রেলওয়ে কলোনী মাঠে এক সীরাতুন্নবী (সঃ) মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন হযরত মাওলানা কামালউদ্দীন জাফরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, হিলফুল ফুজুল মসজিদের পেশ ঈমাম মাওলানা রুহুল আমিন। মাহফিল পরিচালনা করেন জনাব মীর্জা মিজানুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন জনাব সাইয়েদ মুহাম্মদ শরীফ।

শ্রমমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ

গত ২৮শে অক্টোবর '৯২ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট এক প্রতিনিধি দল শ্রমিক ময়দানে বিরাজমান বর্তমান পরিস্থিতি এবং শ্রমিক কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে শ্রম মন্ত্রী জনাব আবদুল মান্নান ভুঁঞার সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এডভোকেট শেখ আনসার আলী এমপি।

প্রতিনিধিবৃন্দ শ্রম মন্ত্রীর নিকট শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতিনিধিসহ একটি স্থায়ী মজুরী কমিশন গঠন, বর্তমান মজুরী কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ ও বাস্তবায়ন নিম্নতম দু'হাজার টাকা মজুরী নির্ধারণ, ঢালাওভাবে বিরাষ্ট্রীয়করণ না করা এবং শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধের দাবি জানান।

আই, এল, ও প্রধানের সাথে সাক্ষাৎ

আই, এল, ও প্রধান মিঃ মাইকেল হ্যানসেন (Micheal Hensenne) ২৭শে জানুয়ারি '৯৩ বাংলাদেশ সরকারের আহ্বানে বাংলাদেশ সফর করেন। তিনি শ্রমিক, মালিক ও সরকারী প্রতিনিধিদের সাথে মিলিত হন। তিনি উক্ত দিন শ্রমিক প্রতিনিধিদের সাথে ঢাকাস্থ জনশক্তি প্রশিক্ষণ ভবনে এক আলোচনা সভায় মিলিত হন। সেখানে বাংলাদেশের শ্রমিকদের

সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের প্রতিনিধিত্ব করেন।

মি. টি নাকামুরার সাথে বৈঠক

এশিয়া মহাদেশ এবং প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের আই, এল, ও-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালক Mr. T. Nakamura ১৯৯২ সনের ১৪ই জুলাই বাংলাদেশ সফর করেন। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান তার সাথে এক শ্রমিক প্রতিনিধিদের বৈঠকে মিলিত হন। তিনি আই, এল, ও প্রতিনিধির নিকট বাংলাদেশের শ্রমিক সমস্যা বিশেষ করে মিলকারখানা বন্ধ, লে-অফ এবং হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হওয়ার সমস্যা তুলে ধরেন।

বাংলাদেশস্থ আই, এল, ও পরিচালকের সাথে সাক্ষাৎ

ফেডারেশনের সভাপতি শেখ আনসার আলী এমপি এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান গত ৩রা জানুয়ারী '৯৩ ILO- এর বাংলাদেশস্থ পরিচালকের সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের শ্রমিক সমস্যার উপর ব্যাপক আলাপ-আলোচনা করেন। ILO পরিচালক Mr. Werner K. Blenk তাদেরকে আশ্বাস দেন যে, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের সমস্যার সমাধানের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

টি,সি,সি- (ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ) সরকার, মালিক ও শ্রমিকদের সকল সমস্যা আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে মীমাংসার সর্বোচ্চ পরামর্শ কমিটির নাম টি, সি, সি। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি শেখ আনসার আলী এম, পিএ পরিষদের একজন প্রভাবশালী সদস্য, তিনি এ পরিষদের বৈঠকে নিয়মিত যোগদান এবং শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে ফেডারেশনের মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন।

শ্রম আদালত - শ্রমিক ও মালিকের অভিযোগ শুনা ও আইনানুগভাবে ফয়সালা করে থাকে শ্রম আদালত। এখানে সরকার মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সকল মামলা মীমাংসা করা হয়। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ঢাকার প্রথম শ্রম আদালতের শ্রমিক প্রতিনিধি হিসাবে সদস্যপদ লাভ করেছেন। তিনি শ্রম আদালতে শ্রমিকদের ইনসাফ লাভের ব্যাপারে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। বিদেশী মেহমানদের অফিস পরিদর্শন

বিদেশের কয়েকজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় অফিস পরিদর্শন করেন। তারা ফেডারেশনের কার্য্যক্রম ও কর্মসূচী সম্পর্কে জেনে সন্তোষ প্রকাশ করে শ্রমিক ময়দানে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলা ও নৈতিক ভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেন। এদের মধ্যে হচ্ছেন-

১। ও, আই,সি-এর এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী জেনারেল ফুয়াদ আবদুল হামীদ আল খতীব ১৯৯১ সনের ৪ঠা মে অফিস পরিদর্শন করেন।

২। ইসলামিক রিলিফ ইউ, কে-এর প্রতিনিধি মুহতারাম আতাউল্লাহ ১৯৯১ সনের ১লা জুন।

৩। মিসেস ক্যাট ফিলিপস কমনওয়েলথ ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিলের ভূতপূর্ব প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা ১৯৯১ সনের নভেম্বর মাসে ফেডারেশন অফিস পরিদর্শন করেন। তিনি বাংলাদেশের শ্রমিকদেরকে পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যাপারে সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

৪। নেপালের কাঠমুন্ডু বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসার মিঃ হাবীব উল্ল্যাহ ১৯৯২ সনের ২৫শে জানুয়ারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় পরিদর্শন করেন।

নদী মাতৃক বাংলাদেশে নৌপথে চলাচলকারী সকল যাত্রীদের জানাই খোশ আমদেদ

"এম. ভি. রাজহংশ-১"

বরিশাল ঢাকা রুটে চলাচলকারী আদি নৌযান

বেরা হয়েছে! শ্রেষ্ঠ বই!!

মাদ্রাসা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য, দাখিল বাংলা সাহিত্য, দাখিল ইংরেজী সিলেকশন্স, আলেম ইংরেজী সিলেকশন্স, আলেম বাংলা সহায়িকা, পৌরনীতি, ফাজেল বাংলা সহায়িকা

By চৌধুরী ও রহমান

পরিবেশনায়ঃ সাহিত্য ভবন

৩৮,বাংলাবাজার, ঢাকা

আনর্জাতিক ব্যবসা উন্নয়নে মনোস্পুলের 'সুপারম্ব সামগ্রী দিচ্ছে পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি

MPMC

বাংলাদেশ
মনোস্পুল পেপার ম্যানুফ্যাকচারিং কোঃ লিঃ

বিসিআইসি-এর একটি যৌথ উদ্যোগ

(মেঘনা গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান)

বিসিআইসি ভবন (১৩ তলা) দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০

ফোন নং-২৪০৬০০, ২৫৪১০১-৫।

উন্নত মানের মশারীর কাপড় প্রস্তুতকারক
এবং ডায়িং ও প্রিন্টিং-এ অনন্য

ফতুল্লা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ।

ফতুল্লা নিটিং মিলস লিঃ

ফতুল্লা ডায়িং এন্ড ক্যালেন্ডারিং মিল লিঃ

ফতুল্লা ফেব্রিকস লিঃ।

বোল্ট, এনামেল ওয়্যার জিআই ওয়্যার
প্রস্তুত কারক ও পোশাক রফতানি কারক

মোঃ নজরুল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

✪ মেসার্স মুনীর এন্টারপ্রাইজ

○ মেসার্স এম, এম, এস, নীট ওয়্যার

❊ মেসার্স স্টার ফেব্রিকস

★ এটলাস ওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ

☆ স্মরণীকা স্টীল ওয়ার্কস লিঃ

আমরা শ্রমিক জগতে বিশ্বস্ত ও আন্তরিক পরিবেশে শ্রমিক মালিকের সম্পর্ক উন্নয়নে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন-এর সফলতা কামনা করছি-

বাস, মিনিবাস, ট্রাক মেডিসিন ভ্যানসহ সকল প্রকার যানবাহন এর বডি তৈরির একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আল-ইখওয়ান অটোমোবাইল

গ-১৩০ সি, মধ্য বাড্ডা, ঢাকা।
ফোন ঃ ৬০১০০৫

কম্পিউটার কম্পোজ, কালার প্রসেস, অফসেট প্রিন্টিং, বইয়ের কভার ও পোস্টার ডিজাইন এবং যেকোন ধনের মুদ্রণের এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

হক প্রিন্টার্স

১৪৩/১ আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ ফোন ঃ ৪১৪০৫৮

এখানে ষ্টীলের যাবতীয় আসবাবপত্র তৈরী ও অর্ডার সরবরাহ করা হয়

মেটালম্যান

ফ্যাক্টরী ঃ মাহবুব মার্কেট, ৭৩/১, হৃষিকেশদাস রোড, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ মালিটোলা বিপণী বিতান, দোকান নং-২৭, ইংলিশ রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ২৪৯১৪২

অগ্নি, নৌ ও বিবিধ বীমার জন্য
আপনার সেবায় নিয়োজিত

ইস্টার্ন ইনসিওরেন্স কোং লিঃ

আমাদের বৈশিষ্ট্যঃ

- সর্বাধুনিক নিরাপত্তা প্রদান
- দ্রুততার সাথে বীমা দাবী নিষ্পত্তিকরণ
- কর্মকর্তাদের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিটি বীমার কাজ দক্ষতার সাথে সম্পাদন

ইস্টার্ন ইনসিওরেন্স কোং লিঃ

প্রধান কার্যালয় ঃ ৪৪ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ২৩২৬৭৪, ২৫১৩৫৫, ২৫৬৪৭৫
পিএবিএক্স ঃ ২৪৩০৩৩, ২৪৩০৩৪

আল্লাহু আকবার — বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম — বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

ষোড়শতম পাঁচদিন ব্যাপী

ঐতিহাসিক তাফসীরুল কোরআন মাহফিল

তারিখ ঃ ২৭শে ডিসেম্বর হতে ৩১শে ডিসেম্বর '৯৩
১৪ই রজব হতে ১৮ই রজব ১৪১৪ হিজরী
সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও জুমাবার
সময় ঃ প্রতিদিন বাদমাগরীব

স্থান ঃ প্যারেড ময়দান, চট্টগ্রাম

তাফসীর পেশ করবেনঃ প্রখ্যাত মুফাসসিরে কোরআন মুহতারাম হযরত মাওলানা

দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেব

এছাড়াও দেশবরেণ্য ওলামায়ে কেরাম পীর মাসায়েখ ও মুফাসঁসিরগণ তাফসীর পেশ করবেন
মাহফিলের সার্বিক কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা একান্ত কাম্য মহিলাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে

ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ চট্টগ্রাম

৪, পুরাতন গীর্জা, ফোন ঃ ২২২৪৩৬, ২২৬৮০৭, ২০৪৪১৪

এখানে সকল প্রকার গাড়ী বিশ্বস্ততার সহিত মেরামত করা হয়। যেমন রিপিয়ারিং, ডেন্টিং, ইলেকট্রিক, ইঞ্জন ওভারহোলিং ও স্প্রে পেইন্টসহ সকল প্রকার পার্টসও সরবরাহ করা হয়।

মেসার্স নূরানী অটোমোবাইলস্

M/S. NURANI AUTOMOBILES

৭৯৯/১, দক্ষিণ শাহজাহানপুর, ঢাকা-১৭

আপনার দুঃসময়ের সাথী
বেসরকারী খাতে সাধারণ বীমা ব্যবসায়ে সাফল্যের সূচনা
ঘটিয়ে নিরাপত্তাহীন জনজীবন ও ব্যবসায়িক জীবনে নুতন আশার আলো সৃষ্টিকারী
সমবায় আন্দোলনের অগ্রপথিক

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইনস্যুরেন্স লিঃ

সেনা কল্যাণ ভবন (৪র্থ তলা),
১৯৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ২৩৫৬৪৫, ৪১১২১

With Best Compliments
Of

EASTERN TYPEWRITER CO.

Promoters of Office Machines in Bangladesh
89, Motijheel C/A, Dhaka-1000, Bangladesh
Phone : Off. 253010, 231836, Res. 250640, Fax No: 8802 863976

4. Hotel Shahjahan, Sadarghat Road,
Chittagong. Bangladesh
Phone : 203177

চট্টগ্রাম বন্দরে মালামাল দ্রুত ও নিরাপদে উঠানামার
রেকর্ড সৃষ্টিতে সকলের সার্বিক সহযোগিতা
একান্তভাবে কাম্য

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

(জাতির সেবায় নিয়োজিত)

ঢাকা মহানগরী ফেডারেশনের উদ্যোগে আয়োজিত কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠান শেষে মিছিলের একাংশ।

বিশ্ববরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ মজলুম জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের মুক্তির দাবীতে শ্রমিক কল্যাণ আয়োজিত মিছিলের একাংশ

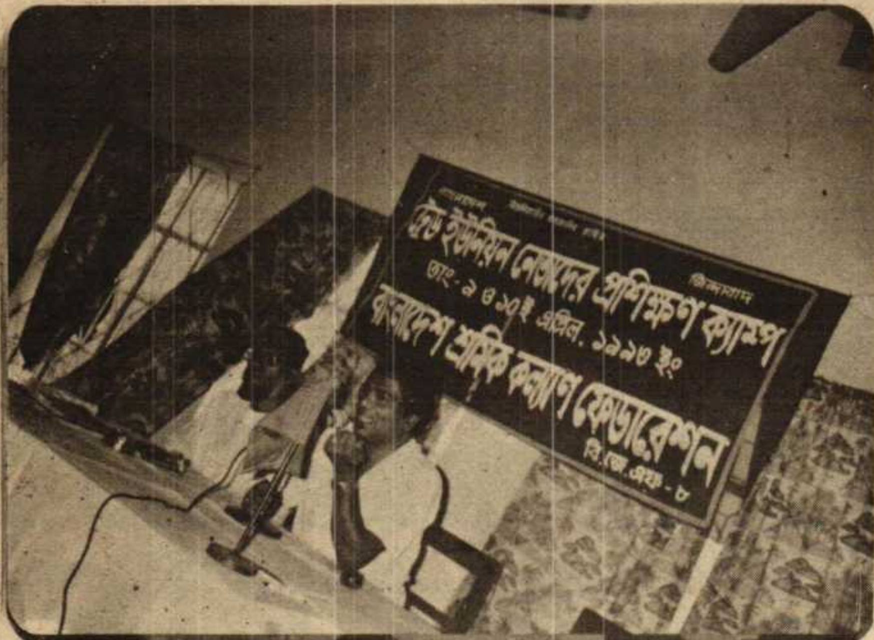

ট্রেড ইউনিয়ন প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে বক্তব্য রাখছেন জয়েন্ট ডাইরেক্টর অব লেবার।

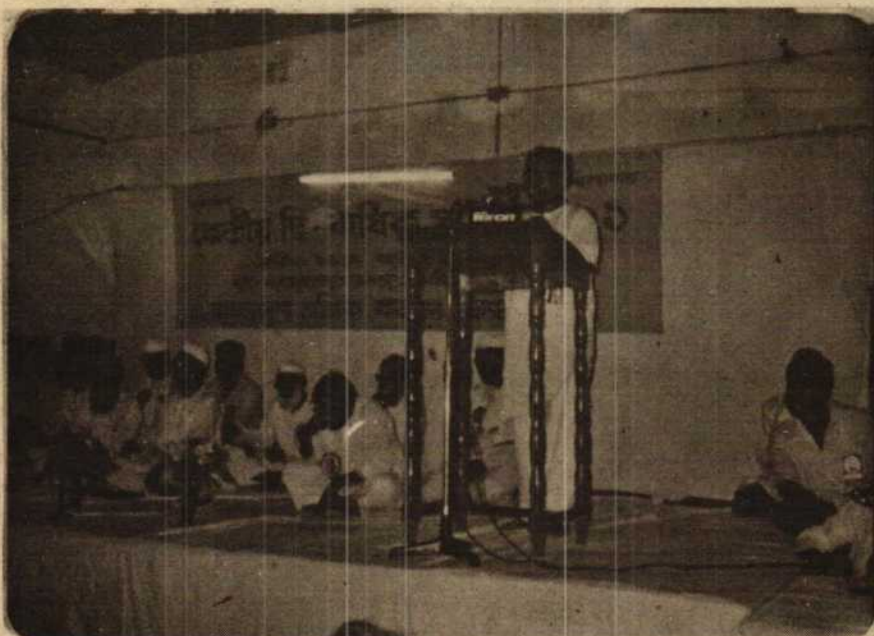

ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ৯১তে বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি শেখ আনছার আলী এমপি।

মজুরী কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ, শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করা, বন্ধ মিল-কারখানা খুলে দেয়া এবং গণবিরোধী বাজেটের প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিলের একাংশ

রেল শ্রমিক নেতা আবু তাহের খানের উপর হামলা ও BREL অফিসে অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুরের প্রতিবাদে আয়োজিত জনসভায় বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুন-অর-রশীদ খান।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভরপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান, নায়েবে আমীর মাওলানা এ. কে. এম. ইউসুফ, জেনারেল ও সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

ঢাকা বিভাগীয় কমিটি বৈঠকে সভাপতিত্ব করছেন বিভাগীয় সভাপতি জনাব কবির আহম্মদ মজুমদার

কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির বৈঠকে সভাপতিত্ব করছেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি শেখ আনছার আলী এমপি

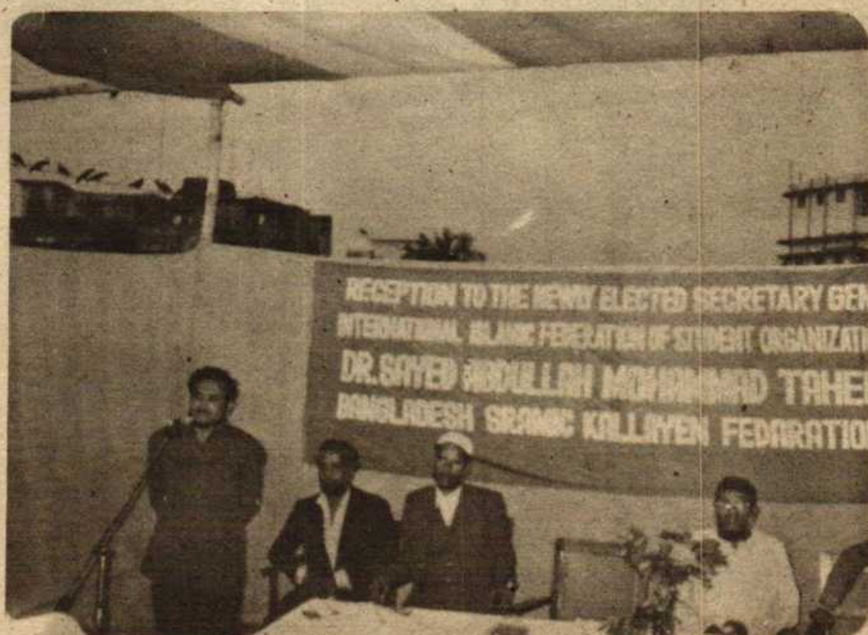

ইফসুর সেক্রেটারী জেনারেলকে দেয়া সংবর্ধনায় বক্তব্য রাখছেন ইফসুর সেক্রেটারী জেনারেল ডাঃ সৈয়দ আঃ মুহাঃ তাহের।

অধ্যাপক গোলাম আযমের মুক্তির দাবিতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের খুলনা বিভাগের বিক্ষোভ মিছিল।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভরপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান, নায়েবে আমীর মাওলানা এ. কে. এম. ইউসুফ, জেনারেল ও সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

সুযোগ থাকলে ঝুঁকি নেবার কোন মানেই হয় না....

দূর-দূরান্তে চলা ফেরায় নগদ অর্থ বহন সত্যিই ঝুঁকি পূর্ণ।

আর তাই অগ্রণী ব্যাংক ট্রাভেলার্স চেক। পাঁচ হাজার এক হাজার ও পাঁচ শত টাকা মূল্যমানের এই চেক দেশের অভ্যন্তরে অগ্রণী ব্যাংকের যে কোন শাখা থেকেই ভাঙানো যায়।

তাছাড়া স্বাক্ষর দিয়ে ভাঙাবার নিয়ম থাকায় চেক হারিয়ে গেলেও অন্য কেউ তা ভাঙাতে পারে না।

অর্থাৎ টাকা হারাবার কোন ভয়ই থাকছে না।

আপনিও ট্রাভেলার্স চেক ক্রয় করুন নিশ্চিন্তে দূর-দূরান্তে চলাচল করুন।

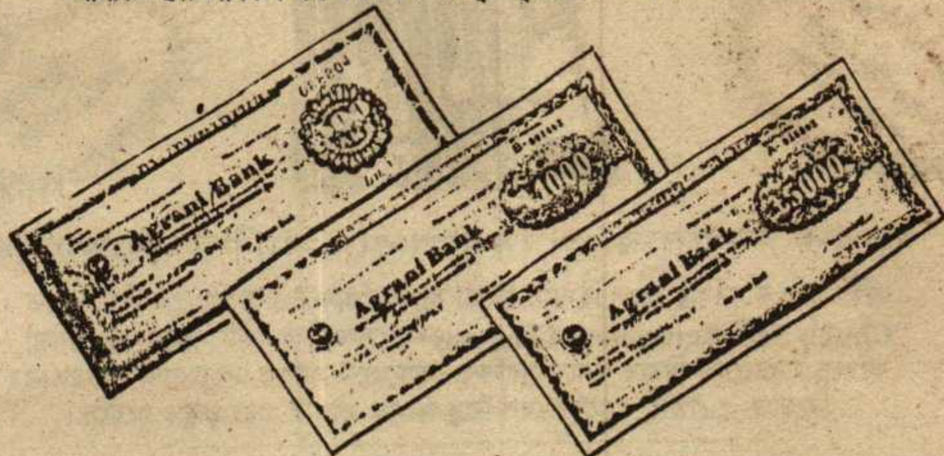

নিম্নলিখিত শাখা সমূহে পাওয়া যাচ্ছে

১। [illegible] শাখা, ঢাকা
২। [illegible] শাখা, চট্টগ্রাম
৩। [illegible] শাখা, ঢাকা
৪। বি, বি, [illegible] শাখা, ঢাকা
৫। [illegible] শাখা, ঢাকা
৬। [illegible] শাখা, ঢাকা
৭। [illegible] রোড শাখা ([illegible]), ঢাকা
৮। বি, এ, এফ শাখা, ঢাকা
৯। [illegible] শাখা
১০। [illegible] শাখা, ঢাকা
১১। [illegible] শাখা, ঢাকা
১২। [illegible] রোড শাখা, ঢাকা
১৩। [illegible] শাখা, ঢাকা
১৪। [illegible] বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, ঢাকা
১৫। [illegible] শাখা, ঢাকা
১৬। [illegible] রোড শাখা, ঢাকা
১৭। [illegible] শাখা, [illegible]
১৮। [illegible] বাজার শাখা, কিশোরগঞ্জ
১৯। [illegible] রোড শাখা, [illegible]
২০। [illegible] শাখা, চট্টগ্রাম
২১। [illegible] শাখা, চট্টগ্রাম
২২। [illegible] শাখা, চট্টগ্রাম
২৩। [illegible]
২৪। [illegible] শাখা, চট্টগ্রাম
২৫। [illegible] শাখা, [illegible] চট্টগ্রাম
২৬। [illegible] শাখা
২৭। [illegible] শাখা, কুমিল্লা
২৮। [illegible] শাখা, কুমিল্লা
২৯। [illegible] বাজার শাখা, চাঁদপুর
৩০। [illegible] রোড শাখা, খুলনা
৩১। [illegible] রোড শাখা, খুলনা
৩২। [illegible] শাখা ([illegible]), বাগেরহাট
৩৩। এম, এম, আলী রোড শাখা, যশোর
৩৪। [illegible] রোড শাখা, যশোর
৩৫। [illegible] শাখা, [illegible]
৩৬। ফেনী শাখা
৩৭। [illegible] শাখা
৩৮। শেরপুর শাখা, শেরপুর
৩৯। [illegible] শাখা, সিলেট
৪০। [illegible] বাজার শাখা
৪১। [illegible] শাখা, [illegible] বাজার
৪২। [illegible] রোড শাখা, [illegible]
৪৩। এস, এস রোড শাখা, সিরাজগঞ্জ
৪৪। [illegible] শাখা, দিনাজপুর
৪৫। [illegible] শাখা
৪৬। [illegible] শাখা
৪৭। [illegible] শাখা
৪৮। [illegible] বাজার শাখা, [illegible]
৪৯। [illegible] বাজার শাখা, [illegible]
৫০। [illegible] শাখা
৫১। [illegible] বাজার শাখা, কুষ্টিয়া
৫২। [illegible] শাখা
৫৩। [illegible] শাখা
৫৪। [illegible] শাখা, [illegible]
৫৫। [illegible] শাখা
৫৬। [illegible] বিশ্ববিদ্যালয় শাখা
৫৭। [illegible] বাজার শাখা, [illegible]
৫৮। [illegible] রোড শাখা, বগুড়া
৫৯। বগুড়া [illegible] শাখা
৬০। [illegible] শাখা, বগুড়া

অগ্রণী ব্যাংক

দেশ ও জাতির সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি ব্যাংক

ডিএফপি(বা)-১৪৭৮ (২৮/১১/৮৩)

আপনার মূল্যবান সম্পদ আমাদের কাছেও মূল্যবান

সম্পদ আপনার --- নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদের

বর্ধিত গ্রাহক সেবার অংশ হিসাবে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড ইংল্যাণ্ডের বিশ্ববিখ্যাত **Chubb Safe Equipment Company**-র সেফ ডিপোজিট লকার-এর ব্যবস্থা করেছে। ব্যাংকের নিজস্ব ভবনে সুরক্ষিত বেসমেন্টে সার্বিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তাসহ নিম্নোক্ত ৩ (তিন) ধরনের বেশ কিছু লকার ভাড়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

লকারের ধরণ	লকারের পরিমাপ
বড়	৮"×১২"×২০"
মধ্যম	৪"×১২"×২০"
ছোট	৪"×৬"×২০"

• লকার ব্যবহারের সুবিধাসমূহ •

• বছরের যে কোন কার্যদিবসে লকার ভাড়া নেওয়া যায়। • ব্যাংক চলাকালীন সময়ে গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী লকার খোলা যায়। • ব্যাংক ও গ্রাহকের যৌথ পরিচালনায় (Joint Operation) লকার পরিচালিত হয়।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য উত্তরা ব্যাংকের যে কোন শাখা অথবা সরাসরি
৯০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় উত্তরা ব্যাংক ভবনে অবস্থিত আমাদের কর্পোরেট শাখায় যোগাযোগ করুন।
ফোন : ২৫৫৩১৮, ২৪৫৭৩২, ২৪৬০৬৬-৯, ২৫৫০৯৫-৬

উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড

আবহমান বাংলার ঐতিহ্যে লালিত

THE UNBEATABLES!

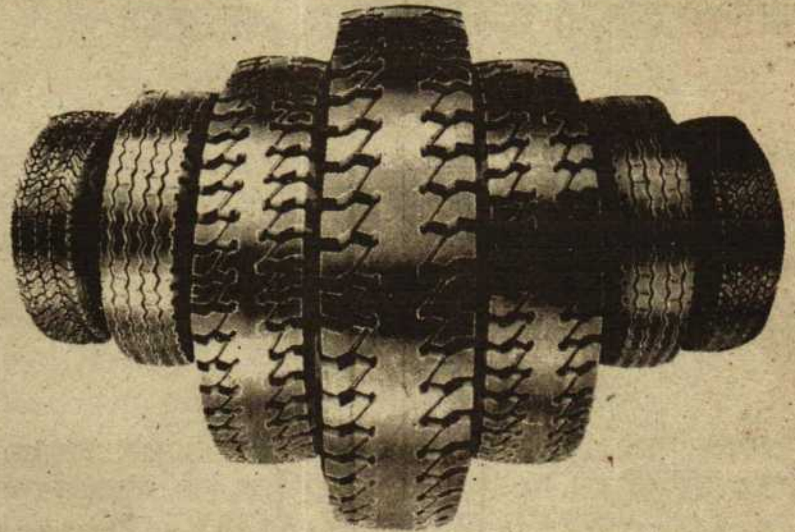

✡ বেশি মাইলেজ ✡ বেশি রিট্রেড ✡ বেশি লাভ

বিশ্ববিখ্যাত পিরিলি কোম্পানীর সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী

বিড়লা টায়ার

BIRLA TYRES
Unbeatable!
Licensed by Pirelli Ltd

একমাত্র পরিবেশকঃ
নীপ ইন্টারন্যাশনাল
(সোনালী আঁশ গ্রুপ)
১৮/ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা
ফোনঃ পি,বি,এক্স-২৩৬২৫১-২

সুন্দরবনে ভ্রমণ এবং মংলা হীরণ পয়েন্টে ভ্রমণের জন্য মনোরম লঞ্চ ভাড়া পাওয়া যায়
এবং কার্গো, লঞ্চ ওযেকোন মেরিন ইঞ্জিন মেরামতের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

আল-হেলাল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কাস

মংলা বোর্ডিং, মংলা

ফোন-৪৬৮২৩০

উন্নত মানের পলিথিন, ফিলিম, পিপি ব্যাগ প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান

পলিথিন জগতে এক আদর্শ ও বিশ্বস্ত

তাওহীদ পলিথিন ইন্ডাস্ট্রীজ

তাওহীদ পলিথিন বিতান

অফিসঃ তাওহীদ পলিথিন ইন্ডাস্ট্রীজ, ৪৩/২, মোহাম্মদ আসগর লেন, চকবাজার, ঢাকা, ফোন-২৩১১৪৫
শোরুম ঃ তাওহীদ পলিথিন বিতান, ৩০, মকিম কাটরা, মৌলভীবাজার, ঢাকা, ফোন ঃ ২৪২৮৫৮

PRAGATI-A QUIET ACHIEVER

Position AS AT 31-12-1992

IN CRORES

Gross Assets : **Tk. 33.00**

Funds & Investment : **Tk. 25.00**

YOUR CONFIDENCE IS OUR GOAL

PRAGATI INSURANCE LIMITED

90-91, Motijheel Commercial Area
Uttara Bank Bhaban (9th Floor)
Telephone : Pabx-241062-64
Dhaka-1000

Attention Garment Factories / Buying Houses
GMG Industrial Corporation Limited,
proudly presents

Local Fabrics

Produced on hi-tech Shuttle-less Air-jet looms.

Your advantages are numerous.

- Earn full **GSP** on EEC orders.
- With 100% local fabric, **earn rebate** @ 15% of FOB value of the garment.
- Save $$$ on **quota prices**.
- With a fully equipped laboratory, we can provide **lab dips and strike-offs for approval**, in a very short time.
- Benefit from quick deliveries allowing you **faster turn-around time**.
- **Minimize your risk** by having the possibility of doing a 100% inspection of the goods before delivery.

Our products.

- 20x20 / 60x60 Dyed or Printed Sheeting.
- 20x20 / 108x58 Dyed or Printed Twills.
- Dyed or Printed Flanel.
- Various types of processed woven fabric including All qualities of pocketing material.

Other services.

- We rewash and finish imported fabrics which are spoilt during shipment. In some cases we do over-dyeing and correction dyeing of your imported goods.
- Raising and brushing is also one of our speciality .

For more information contact :
Mr Ziaul Ahsan, Mr P.L.Dutta or Mr A.Sattar

GMG Industrial Corporation Limited

ABC House 9th floor, 8, Kemal Ataturk Avenue Banani Dhaka 1213, Bangladesh.
Tel: 885845-9, Fax: 880-2-886115, Telex: 642769, GMG BJ Cable:TEXPROCESS, GPO Box 116.

আন্তরিক সেবাই আমাদের সাফল্যের মূলে

নিরাপত্তার ইতিহাস ....

নিরাপত্তার প্রশ্ন
সৃষ্টির প্রথম সমস্যা।
এরপর অতিক্রান্ত হয়েছে
অনেক সহস্র বছর।
ঝুঁকি এবং নিরাপত্তার প্রশ্নটি
এখনও মানুষকে
একই ভাবে ভাবায়
বৃক্ষ নিরাপত্তার
আদিতম প্রতীক।
ছায়াময়তার এই ধারায়
সভ্যতার আবর্তে
মানুষের সেবায়
নিয়োজিত হয়েছে
বীমা প্রতিষ্ঠান।

নিরাপত্তার সেই
মৌলিক ব্রত নিয়ে
এগিয়ে এসেছে
গ্রীন ডেল্টা
দক্ষ, অভিজ্ঞ
কর্মী কর্মকর্তা বিশেষজ্ঞ ও
আন্তরিক সেবার পাশাপাশি
সারাদেশের
গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে
গ্রীণ ডেল্টার
রয়েছে বিস্তর

সময়ের সাথে যারা যায় ....

গ্রীণ ডেলটা ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

হাদি ম্যানসন (৫ম তলা), ২, দিলখুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ বাংলাদেশ.
ফোন ঃ ২৩৩২৩৯, ২৩৮৬৬০, ২৩৯২০৪, ২৩৯২০৫, ২৩৯২৯৫, ২৪২০৪৯, ২৩৮৬৩৫

ইসলামী শ্রমনীতি মালিক-শ্রমিকের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম—

নাছিম ট্রেডার্স

৯২, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
ফোন-২৩২৬২২

অগ্রগতি ও নিরাপত্তার প্রতীক

CIC

CIC সেন্ট্রাল ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ

প্রধান কার্যালয়: [illegible]
লোকাল অফিস: [illegible]
শাখা কার্যালয়: [illegible]

WITH THE COMPLIMENTS OF

ICI BANGLADESH LIMITED

ICI

A WORLD CLASS CHEMICAL COMPANY
SERVES CUSTOMER NEEDS

IN

AGROCHEMICALS AND SEEDS, PETROCHEMICALS
PLASTICS, INDUSTRIAL EXPLOSIVES, COLOURS
GENERAL CHEMICALS AND PAINTS

122–124 Motijheel Commercial Area
Chamber Building (8th floor), Dhaka
Telephone : 234220 & 864539

For Servicing Tuning, Repairing, Overhauling Phasing & Calibration of Fuel Pumps Denting, Spray Painting, Wheel Balancing, Bush Making, Honing, Boring, hood & upholstery Making and all other Related works Including machining Works for Automobiles Under One roof; also Repairing of Genenrators

Md. Abdur Rahman
Mechanical Engineering-1(Ex. Navy)
Phone : 412359

Three-Star Automobile

1/2 West Hajipara. (Opposite Petrolpump)
Rampura, D.I.T. Road, Dhaka-17
An Engineering Complex

বাংলাদেশে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের
দ্বি-বাষিক সম্মেলন '৯৩ সফল হোক

মেসার্স শ্রীনগর ড্রাগস

রহিম মার্কেট
১/২ বাবু বাজর, ঢাকা, ফোনঃ ২৩৬৫৩৬

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের
কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '৯৩ সফল হোক

মেসার্স ফতুল্লা ফেব্রিক্স লিঃ

পোষ্ট অফিস রোড লালপুর
ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ

সম্পদের ঝুঁকি থেকে
আমরা আনি নিশ্চিত নিরাপত্তা

আপনার সম্পদের
নিরাপত্তায় আত্মনিবেদিত

পিপলস ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

বীমা শিল্পে একটি বিশ্বস্ত নাম

সেনা কল্যাণ ভবন (৩ তলা)
১৯৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন-২৩৫৮২৬, ২৪৪১৬৬, ২৪৯৪৪৬, ২৩১৭৪৭,
২৪৩৪৯০ টেলেক্স ঃ ৬৩২৫৬৯ পিআইসিএলবিজে

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে
সর্বত্রই রূপালীর
দক্ষতা নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা

রূপালী ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড
(সেবা সমৃদ্ধ সর্বাধুনিক বীমা প্রতিষ্ঠান)

LIRA/RUPI 12/89

MUSLIN–THE WONDER FABRIC OF THE WORLD
THE IMMORTAL HERITAGE OF BANGLADESH

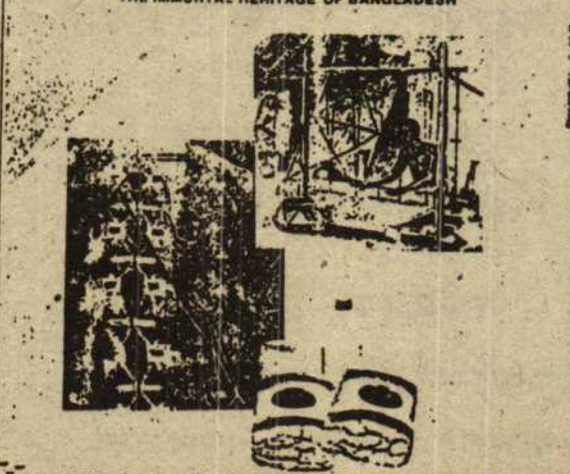

WE STAND FOR THAT HERITAGE

Prime Textile Spinning Mills Ltd.
[An Associate of Prime Group of Industries]

With the

Compliments

of

HEMEL TRADE INTERNATIONAL

INDENTOR, IMPORTER & EXPORTER.

316. D. I. T. ROAD, East Rampura Dhaka-1219, Bangladesh.
PHONE : 880-2-240572, 88-2- 234685 RES : 610536
FAX : 880-2-835246 TLX NO : 632282, UCBBR. BJ ATTN-HOLY

PAPER PAPER BOARD.

Dealing Office : M/s. Holy Trading Corporation

29/4, Zindabahar, 1st Lane, Nayabazar, Dhaka- 1100, Bangladesh.

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন সফল হোক

এস, এস, প্রিন্টার্স

মগবাজার ওয়ারলেছ রেলগেইট

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন সফল হোক

সালমান প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং

(সকল প্রকার ছাপার নির্ভর যোগ্য প্রতিষ্ঠান)

১৬৪, আরামবাগ, ঢাকা- ১০০০

ফোন ঃ ৪১৪১৮৩

শাহ্ আলম চৌধুরী (এডভোকেট)

সত্ত্বাধিকারী

মেসার্স নাছিমা ট্রেডার্স

(সকল প্রকার মুদি মাল পাইকারী ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান)

৪৯/১ টঙ্গীবাজার, গাজীপুর।

মায়া কনফেকশনারী এবং জেনারেল ষ্টোর

(শিশু খাদ্যের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)

১০/১, হলিক্রস রোড, ফার্মগেইট, ঢাকা।

অফিস ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সর্ব প্রকার ষ্টেশনারী দ্রব্যাদি
বিক্রেতা এবং সরবরাহকারী। সুন্দর নিখুত ঝক্‌ঝকে
ফটোষ্ট্যাট কপির বিশ্বস্ততম প্রতিষ্ঠান।

আদর্শ

আদর্শ ষ্টেশনারী

ADARSHA STATIONERY

৭৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ফোনঃ ২৩৯৯১৩

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয়
দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '৯৩ সফল হোক

প্রফেসর বুক কর্ণার

মগবাজার ওয়ারলেছ রেলগেইট

With the

Compliments

of

BROTHER'S CONSULTAN & ENGINEER'S

PLANNE'S ENGINEER & ARCHITECTS

Contractors And Suppliers

3/3-B, PURANA PALTAN, DHAKA-1000

PHONE-238534

SYMBOL OF PROTECTION

FICL

FEDERAL INSURANCE COMPANY LIMITED

YOUR FRIEND IN NEED
FIRE- MARINE-ACCIDENT-MISC

HEAD OFFICE

Chamber Building (2nd Floor)
122-124, Motijheel Commercial Area
G. P. O. Box. No. 4094, Cable : Insurance, Dhaka-1000. Bangladesh
phone : 247253, 237589 Pabx : 240003-4, Tlx : 632445 FICL BJ

BRANCHES

01. SELLING BOOTH
At. Head Office,
Dhaka.

02. LOCAL OFFICE
Amin Court Building (Ist Floor)
62-63, Motijheel C/A. Dhaka.

03. MOTIJHEEL BRANCH
Amin Court Building (Ist Floor)
62-63 Motijheel C/A.
Dhaka.

04. DILKUSHA BRANCH
28, Dilkusha. C/A. Dhaka.

05. FARMGATE BRANCH
91, Kazi Nazrul Islam Avenue,
Kawran Bazar, Dhaka.

06. IMAMGONJ BRANCH
79, Moulavi Bazar,
Dhaka.

07. BANGSHAL BRANCH
25/2, Hazi Moinuddin Road,
North South Road, Bangshal,
Dhaka.

08. NAWABPUR BRANCH
96-97/1, (3rd Floor)
Nawabpur Road, Dhaka.

09. NARAYANGANJ BRANCH
15, S. M. Maleh Road
Tan Bazar, Narayanganj

10. COMILLA BRANCH
Gonibhuiyan Mansion
Monoharpur, Comilla.

11. AGRABAD BRANCH
923/A. SK. Mujib Road
Agrabad, Chittagong.

12. KHATUNGONJ BRANCH
Chowdhury Market
276, Khatungonj, Chittagong.

13 JUBILEE ROAD BRANCH
200/B, Ali Building
Jubilee Road, Chittagong.

14. ANDERKILLA BRANCH
225/A, J.M. Sen Avenue
Chittagng.

15. KHULNA BRANCH
142, Sir Iqbal Road, Khulna.

16. BOGA BTANCH
Tin Patty, Barogola.
Bogra.

17. RANGOUR BRANCH
Hoque Supper Mrket
Station Road, Rrangpur.

18. SYLHET BRANCH
Kazi Mansion, Zinnda
Bazar, Sylhet.

19. JESSORE BRANCH
Municipal Market (Ist floor),
Jessore.

20. KUSHTIA BRANCH
71, N.S. Road, Kushtia.

21. BARISAL BRANCH
61, Sadar Road, Barisal.

22. PABNA BRANCH
A. Hamid Road,
pabna.

23. GAIBANDHA BRANCH
D. B. Road, Gaibandha.

মেসার্স আবদুল হাই এন্ড ব্রাদার্স

সিমেন্ট রড ও সার পাইকারী, খুচরা বিক্রেতা

প্রধান অফিস ঃ ২/এ/এ মাজার রোড, গাবতলী, মিরপুর, ঢাকা।

ফোনঃ ৮০১৭০২, ৮০৩৮৭৫

মিয়া মোঃ আবদুল হাই

স্বত্ত্বাধিকারী

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ

আব্দুল হাই এন্ড ব্রাদার্সঃ

১. বাসষ্ট্যান্ড, সাভার।
. নামা বাজার, সাভার।
৩. ফয়সাল টিম্বার এন্ড স মিল
মাজার রোড, মিরপুর, ফোন ঃ ৩৮০৪২৫

আবদুল হাই এন্ড সন্সঃ

৪. আমিন বাজার ঘাট।
৫. শাহজাদপুর, বারিধারা।
৬. তিতাস গ্যাস সংলগ্ন, সাভার।

আমিন বাজার ঘাটে জাহাজ হইতে সরাসরি সার ও সিমেন্ট বিক্রয় হয়।

কর্মকে উপাসনার মতো শুদ্ধ করিবার জন্য যে
জীবন ব্যপিয়া মানুষের ভিতরে
বাহিরে সংগ্রাম চলিবে, তাহাই মনুষত্ব ও ধর্ম।

— ডাঃ লুৎফর রহমান

রংপুর ডিষ্টিলারীজ এন্ড কেমিক্যালস্ লিঃ

(একটি উন্নতমানের রিক্টিফাইড ও ডিনেচার্ড স্পিরীটের প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান)

প্রধান কার্যালয় ঃ
৭৮ মতিঝিল বা/এ
(৪র্থ তলা) ঢাকা- ১০০০
ফোন ঃ ২৩৫৭১২
২৩৫৭২৬
৮৬৫০৭৩

বিক্রয়কেন্দ্র ঃ
সেকশন-১০
ব্লক - বি
ফকির বাড়ী
মিরপুর, ঢাকা

প্রকল্প অফিস ঃ
শ্যামপুর
রংপুর
ফোনঃ ২১৪১

ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল

(সর্বসাধারণের সেবায় নিয়োজিত একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান)

ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে আছে
আউটডোর সার্ভিস (সকাল ৯টা বিকাল ৩টা)
সার্বক্ষণিক ইমারজেন্সী সার্ভিস
বিশেষজ্ঞ সার্ভিস (বিকাল ৫টা থেকে)

...গর সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী প্রখ্যাত মেডিসিন, হৃদরোগ, সার্জারী, গাইনী অর্থপেডিক্স ও শিশু বিশেষজ্ঞের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।

স্বল্পখরচে ৬০টি কেবিন ও জেনারেল বেডের সুবিধা
অত্যাধুনিক অপারেশন থিয়েটার

সবধরণের জেনারেল সার্জারী, সিজরিয়ান, নরমাল ডেলিভারী ও ডি এন্ড সিসহ স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি সংক্রান্ত অপারেশন, অর্থপেডিক্স কিডনি ও মূত্রথলীর পাথর এবং প্রোষ্টেটসহ সব ধরনের ছোট বড় অপারেশন করা হয়।

এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস

ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল

২৪/বি, আউটার সার্কুলার রোড, দক্ষিণ শাহজাহানপুর, ঢাকা। ফোন ৪০৪৯২২
(পীর জঙ্গী মাজার সংলগ্ন

দারিদ্র্য বিমোচনে

আয়বর্ধক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে

জনতা ব্যাংকের ঋণ সুবিধা

দেশের স্বল্পবিত্ত ও বিত্তহীনদের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য জনতা ব্যাংকে প্রচলিত পল্লী ঋণ কর্মসূচীর পাশাপাশি বহুমুখী ঋণ কর্মসূচীর আওতায় সহজ শর্তে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকান্ডে ঋণ সুবিধা প্রদানের এক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

এই কর্মসূচীর আওতায় শহর ও পল্লী নির্বিশেষে ব্যাংকের সকল শাখা হতে দেশের সকল এলাকায় গবাদি পশু মোটা তাজাকরণ, দুগ্ধ খামার, হাঁস মুরগীর খামার, ক্ষুদ্র কারিগর, বেকারী, ষ্টীলের আসবাবপত্র, দোকান ব্যবসায়, কাঁচামালের ব্যবসায়, শাক-সব্জির ও ফুল-ফলের নার্সারী, সেলাই মেশিন, বাঁশ- বেতের কাজ, গরু মহিষের গাড়ী, রিক্সা/রিক্সা ভ্যান, যাত্রী ও মালবাহী নৌকা, রেডিও-টিভি মেরামত ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদির দোকান, লাইব্রেরী ও বই বাঁধানো, শুঁটকী মাছ তৈরী, মাছ ধরার জাল তৈরী, কামার শালা, মৌমাছি পালন, লাক্ষা চাষ, রেশম গুটি উৎপাদন ইত্যাদি খাতে ঋণ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈশিষ্টের প্রেক্ষিতে অন্যান্য কর্মকান্ডও এই কর্মসূচীর আওতায় আনা হবে।

সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত কলেজের অধ্যাপক/স্কুল/মাদ্রাসার শিক্ষক/পোষ্ট মাষ্টার/মসজিদের ইমাম/পল্লী ডাক্তার/অবসরপ্রাপ্ত সরকারী/আধা-সরকারী/স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থার কর্মকর্তা ও সমাজের সম্মানিত/গণ্যমান্য ব্যক্তির ব্যক্তিগত গ্যারান্টিতে এই কর্মসূচীর আওতায় ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

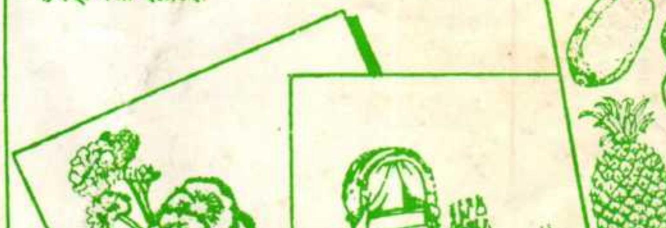

জনতা ব্যাংক

দেশের সেবায় নিবেদিত

সলামী ব্যাংকের প্রকল্প
ায় থেকে দায় শোধ

র ও শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থান ও
শের পরিবহণ সমস্যা লাঘবের উদ্দেশ্যে
হজ শর্তে মিশুক ও বেবী ট্যাক্সি দেয়া হচ্ছে।

আগ্রহী যুবকদের ঢাকায় অবস্থিত ব্যাংকের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ

একটি কল্যাণমুখী ব্যাংক